ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস

STATE CENTRAL LIBRARY
VIP Road,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

STATE CENTRAL LIBRARY

No P.R.A.Dt.

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৭

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে
দি বেঙ্গল পেপার মিল প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি,
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

অন্নদামঙ্গল : প্রথম খণ্ড ১-২০৪

ভূমিকা ·০৫-·৪২
গণেশ বন্দনা ১
শিব বন্দনা ২
সূর্য্য বন্দনা ৩
বিষ্ণু বন্দনা ৫
কৌষিকী বন্দনা ৬
লক্ষ্মী বন্দনা ৮
সরস্বতী বন্দনা ১০
অন্নপূর্ণা বন্দনা ১১
গ্রন্থসূচনা ১৩
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ১৭
গীতারম্ভ ২২
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ২৪
সতীর দক্ষালয় গমন ২৮
শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ৩০
শিবের দক্ষালয় যাত্রা ৩৪
দক্ষযজ্ঞনাশ ৩৫
প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন ৩৭
পীঠমালা ৪০
শিববিবাহের মন্ত্রণা ৪৫
নারদের গান ৪৬
শিববিবাহের সম্বন্ধ ৪৬
শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম ৪৯
রতিবিলাপ ৫২
রতির প্রতি দৈববাণী ৫৪
শিববিবাহ যাত্রা ৫৬
শিববিবাহ ৫৯
কন্দল ও শিবনিন্দা ৬২
শিবের মোহন বেশ ৬৬
সিদ্ধিঘোটন ৬৮
সিদ্ধি ভক্ষণ ৭০
হরগৌরীর কথোপকথন ৭২
হরগৌরীর রূপ ৭৬
কৈলাসবর্ণন ৭৭
হরগৌরীর বিবাদ সূচনা ৭৯
হরগৌরীকন্দল ৮১
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ ৮৩
জয়ার উপদেশ ৮৫
অন্নপূর্ণামূর্ত্তিধারণ ৮৮
শিবের ভিক্ষাযাত্রা ৮৯
শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ ৯১
শিবে অন্নদান ৯৩
অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য ৯৫
শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা ৯৭
বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি ৯৯
অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ ১০১
দেবগণ নিমন্ত্রণ ১০৫
শিবের পঞ্চতপ ১০৮
ব্রহ্মাদির তপ ১১১

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ১১৩
শিবের অন্নদাপূজা ১১৬
অন্নদার বরদান ১১৮
ব্যাসবর্ণন ১২০
শিবপূজা নিষেধ ১২৩
শিবনামাবলী ১২৫
ঋষিগণের কাশীযাত্রা ১২৬
হরিনামাবলী ১২৭
ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ ১২৮
ব্যাসের শিবনিন্দা ১৩১
ব্যাসের ভিক্ষাবারণ ১৩৪
কাশীতে শাপ ১৩৭
অন্নদার মোহিনীরূপ ১৩৯
শিবব্যাসে কথোপকথন ১৪৩
ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ ১৪৭
গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ১৪৯
ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি ১৫১
ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার ১৫৩
গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার ১৫৫
বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা ১৫৮
ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন ১৬১
ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য ১৬৪
অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা ১৬৬
ব্যাসের প্রতি দৈববাণী ১৭০
বসুন্ধরে অন্নদার শাপ ১৭৩
বসুন্ধরের বিনয় ১৭৬
বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম ১৭৮
হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ১৮১
হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ১৮৪
হরিহোড়ে বরদান ১৮৬
বসুন্ধরার জন্ম ১৮৮
নলকূবরে শাপ ১৯১
নলকূবরের প্রাণত্যাগ ১৯৫
ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ১৯৭
অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা ২০০

অন্নদামঙ্গল : দ্বিতীয় খণ্ড ২০৫-৩৫৮

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন ২০৫
বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ ২০৬
সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ২০৭
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ ২১০
গড়বর্ণন ২১২
পুরবর্ণন ২১৫
সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ ২১৮
সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ ২২০
সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ ২২২
মালিনীর বেসাতির হিসাব ২২৫
মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন ২২৭
বিদ্যার রূপবর্ণন ২২৯
মাল্যরচনা ২৩২
পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা ২৩৩
মালিনীকে তিরস্কার ২৩৫
মালিনীকে বিনয় ২৩৭
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন ২৪১
সুন্দরসমাগমের পরামর্শ ২৪৫
সন্ধি খনন ২৪৮

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ২৫০
সুন্দরের পরিচয় ২৫৩
বিদ্যাসুন্দরের বিচার ২৫৬
বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ ২৫৯
বিহারারম্ভ ২৬২
বিহার ২৬৪
সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা ২৬৬
বিপরীত বিহারারম্ভ ২৭০
বিপরীত বিহার ২৭৩
সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন ২৭৫
বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য ২৭৯
দিবাবিহার ও মানভঙ্গ ২৮৩
সারীশুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ ২৮৬
বিদ্যার গর্ভ ২৯০
গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার ২৯৩
বিদ্যার অনুনয় ২৯৫
রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ ২৯৭
কোটালে শাসন ২৯৯
কোটালের চোর অনুসন্ধান ৩০১
কোটালগণের স্ত্রীবেশ ৩০৪
চোর ধরা ৩০৬
কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ ৩০৮
সুড়ঙ্গ দর্শন ৩১০
মালিনী নিগ্রহ ৩১১
বিদ্যার আক্ষেপ ৩১৪
নারীগণের পতিনিন্দা ৩১৭
রাজসভায় চোর আনয়ন ৩২৫
চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ৩২৮
রাজার নিকট চোরের পরিচয় ৩৩০
রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ ৩৩২
শুক মুখে চোরের পরিচয় ৩৩৫
মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি ৩৩৭
দেবীর সুন্দরে অভয়দান ৩৪২
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি ৩৪৪
ভাটের উত্তর ৩৪৪
সুন্দর প্রসাদন ৩৪৬
সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা ৩৪৮
বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ ৩৫০
বার মাস বর্ণন ৩৫৩
বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা ৩৫৬

অন্নদামঙ্গল : তৃতীয় খণ্ড ৩৫৯-৪৪৪

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান ৩৫৯
মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি ৩৬০
মানসিংহের যশোর যাত্রা ৩৬৩
মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ ৩৬৫
মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন ৩৬৮
ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা ৩৬৯
দেশ বিদেশ বর্ণন ৩৭১
জগন্নাথপুরীর বিবরণ ৩৭৩
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি ৩৭৫

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	৩৭৭	ভবানন্দের কাশী গমন	৪০৯
		ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি	৪১০
পাতশাহের দেবতা নিন্দা	৩৭৮	ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি	৪১২
পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর	৩৮১	বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য	৪১৪
দাসু বাসুর খেদ	৩৮৪	ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য	৪১৫
মজুন্দারের অন্নদাস্তব	৩৮৬	ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ	৪১৭
অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান	৩৮৭	মাধীকৃত সাধীর নিন্দা	৪১৮
অন্নপূর্ণা সৈন্যবর্ণন	৩৮৮	পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি	৪১৯
দিল্লীতে উৎপাত	৩৮৯	ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ	৪২২
পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন	৩৯৩	মজুন্দারের রাজ্য	৪২৪
		অন্নদার এয়োজাত	৪২৫
অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ	৩৯৫	রন্ধন	৪২৯
ভবানন্দে পাতশার বিনয়	৩৯৯	অন্নদাপূজা	৪৩২
গঙ্গাবর্ণন	৪০২	অষ্টমঙ্গলা	৪৩৪
অযোধ্যা বর্ণন	৪০৪	রাজার অন্নদার সহিত কথা	৪৩৮
রামায়ণ কথন	৪০৫	মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা	৪৪১

রসমঞ্জরী ৪৪৫

বিবিধ ৪৯১

দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ৫১১

টিপ্পনী ৫৩০

ভূমিকা

মঙ্গল-কাব্য :

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর বর্ত্তমান সংস্করণে মুদ্রিত 'রসমঞ্জরী' ও "বিবিধ" অধ্যায় ব্যতীত বাকী অংশ এক 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই 'অন্নদামঙ্গল'ই ভারতচন্দ্রের কবি-কীর্ত্তির একমাত্র নিদর্শন, ইহা বলিলেও ভুল হইবে না। বাংলা দেশে প্রচলিত অসংখ্য মঙ্গল-কাব্যের ইহা যে একটি, তাহা নামেই প্রকাশ। বাংলা ভাষার প্রায় জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত নানা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে লইয়া এই মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহাদের গঠন ও প্রকৃতি বিচিত্র হইলেও বিষয় এক—কোনও দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন। "এই সব মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে—সেই দেবতার ভক্তবিশেষ কোনো রাজা বা দেবাংশ মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও বংশ-বিবরণ অবলম্বন করিয়া।...মঙ্গল-কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত, এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত।...যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত, এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে, তাহাকেই মঙ্গল-গান বলে।"*

মঙ্গল-কাব্যগুলির বিষয়বস্তু, গঠন ও প্রকৃতি লইয়া অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বহুবিধ মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে চণ্ডী,

* চারু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী,' ২য় ভাগ, পৃ. ৮৯৭-৯৮।

কালিকা, অভয়া বা অন্নদা সম্পর্কিত মঙ্গল-কাব্যগুলির মূল কথা রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

…এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কি? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করিল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ৎ দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপরে স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম:—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি ক'রেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্ব্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ। ('কালান্তর', পৃ. ১৩৫-৩৬)

যে সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হোত। তখন চারি দিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্ দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিক মতো স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধি লাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন ক'রে নিজের

ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্ম্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষতঃ এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেন না তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ ক'রে আঘাত করত। ('কালান্তর', পৃ. ১৪৯)

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ঃ

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই অত্যুগ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের কালে ইহার জন্ম হয় নাই। "তখনকার নানা বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্ত্তন ব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে-ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয়, শেষ কালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলা দেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দররূপে দরিদ্র বাঙালীর ঘরে যে রস সঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার"* নিদর্শন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। মঙ্গল-কাব্যগুলির সূচনাকাল হইতে দীর্ঘ দিন ধর্ম্মঠাকুর, শিব, মনসা, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতারাই (বহু ক্ষেত্রেই অনার্য্য) প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই কাব্যগুলির রচনাপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি কবিদের হাতে পড়িয়া পুরাণানুগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের দেবতারাই লৌকিক দেবতাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কালিকা-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, ভবানী-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল প্রভৃতি এই পরবর্ত্তী কালের রচনা।

* রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যদিও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আজ্ঞায় রচিত হয়, তথাপি কবি মঙ্গল-কাব্যের প্রথা-অনুযায়ী স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিতে ভুলেন নাই। এই কাব্যের প্রথম অংশে অর্থাৎ আরম্ভ হইতে "অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা" পর্য্যন্ত এই স্বপ্নে-দেখা-দেওয়া দেবী অন্নদারই মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করা হইয়াছে ; এই অংশে ভারতচন্দ্র পূর্ব্বাচার্য্যগণের, বিশেষ করিয়া কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ অর্থাৎ "রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা" 'অন্নদামঙ্গলে'র পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অবান্তর কাহিনী, নিতান্ত গায়ের জোরে সন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তৎপরবর্ত্তী অংশ অর্থাৎ 'অন্নদামঙ্গলে'র তৃতীয় খণ্ড ("বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান" হইতে "মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা" পর্য্যন্ত) প্রথম খণ্ডেরই মঙ্গল-কাব্যসম্মত পরিশিষ্ট। মধ্যের অংশ অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়াই ভারতচন্দ্রের সমধিক খ্যাতি বা অখ্যাতি। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে বাংলা দেশের একাধিক কবি এই কাহিনী অথবা অনুরূপ কাহিনীকে স্বতন্ত্র মঙ্গল-কাব্যের বিষয় করিয়াছেন ; এগুলিকে কালিকা-মঙ্গল আখ্যায় আখ্যাত করা যায়। এগুলিতে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন নিতান্ত গৌণ, আসলে বিদ্যা ও সুন্দরের সুড়ঙ্গভেদী প্রণয়-কাহিনীই কবির মুখ্য অবলম্বন। এই কাহিনীর মূল যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে বর্জ্জিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রাচীন শ্লোকগুলি হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব কি না, তাহাও বিচার্য্য।

বিদ্যা ও সুন্দরের উপাখ্যান ঃ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত ও পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বলরাম কবিশেখর-বিরচিত 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের "মুখবন্ধে"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাধারণ ভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা?—না, 'বাররুচং কাব্যং' যাঁর, সেই বররুচির লেখা?—না, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বররুচির লেখা?—কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুথি পাইতেছেন এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন।

বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে—ইংরেজী ১১ শতকে। সেখানে বিল্‌হণ নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। সেই সময় তিনি ৫০টী কবিতা রচনা করেন। সেই ৫০টী কবিতার নাম চৌরপঞ্চাশিকা। রাজা তাঁহার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন ও তাহাদের দুই জনকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। তিনি কল্যাণী নগরে গিয়া চালুক্যবংশের রাজকবি হন, এবং অনেক কাব্য রচনা করেন। রাজা যদি তাঁহাকে মেয়ের শিক্ষকই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে চোর বলিলেন কেন, বুঝা যায় না।

এই গল্পটি বাঙ্গালাদেশে খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছড়াইয়া পড়িলে কি হয়, ইহা আর আদি রসের গল্প নাই, ইহা কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার কবিরা প্রথমেই স্বর্গের একটা বর্ণনা করেন। সেইখানে কোন-না-কোন দেবতা আপনার পূজা প্রচারের জন্য বড় ব্যস্ত হন; এত ব্যস্ত হন যে, সময় সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা কোন-না-কোন দেবযোনিকে শাপভ্রষ্ট করিয়া মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া দেন; তাঁহারা দেবতার পূজা প্রচার করিয়া আবার স্বর্গে ফিরিয়া যান। মর্ত্ত্যে তাঁহাদের যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাঁহারা দেবতাদের স্মরণ করেন, আর দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দেন।

গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার; ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহা-

ভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাঙ্গালায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।

এই সকল মঙ্গল-কাব্য এবং বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও চৌরপঞ্চাশৎ লইয়া শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৫৩শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মূল কথাগুলি আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিদ্যা ও সুন্দরের উপাখ্যান এবং কবি বররুচির মূল সংস্কৃত কাব্যের সহিত ইহার সম্পর্কের কথা বাংলা দেশে বহু কাল ধরিয়া প্রচলিত। ১৯২৯ সংবৎ (বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ ১৭ মে, ১৮৭২) কলিকাতার "প্রাকৃত যন্ত্রে" বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বররুচি-রচিত একটি সটীক সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ময়নাগড়ের ঈশানচন্দ্র ঘোষ। ইহাতে মূল কাব্যের ৫৪টি শ্লোক আছে এবং তাহার পরে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টি শ্লোক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' এই ৫৪টি শ্লোকই 'বিদ্যাসুন্দরম্' নামে ঐ বৎসরেই মুদ্রিত হয়। 'কাব্যসংগ্রহে'র প্রথম ভাগে "চৌরপঞ্চাশিকা" নামে ৫০টি শ্লোকও মুদ্রিত হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থেই শ্লোকগুলি অভিন্ন। পর-বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। তাহাতে (পৃঃ ১৫৬-৬০) তিনি লেখেন,—

> ...অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে।...জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী বাগেরহাট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক "সুন্দরকাব্য" নামে দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নহে—একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত।...

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি—এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত

রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তিপ্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগম-বিহার ও রাজসমীপে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোত্তম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে।...এ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই।

কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহা হউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর কাব্য] যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তক রচয়িতার যে কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলকথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন্ গ্রন্থ, তাহা স্থির বলা যায় না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই শেষোক্ত হস্তলিখিত পুথিখানিই যে মুদ্রিত বররুচি-বিরচিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্', পরে তাহা প্রমাণিত হইলে তিনি গ্রন্থমধ্যে পাদটীকায় তাহা স্বীকার করেন। মুদ্রিত পুস্তকে অধিকন্তু "চৌরপঞ্চাশতে"র শ্লোকগুলি ছিল।

১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রীঃ) বটতলার বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে মুদ্রিত নন্দলাল দত্ত-সম্পাদিত 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় একটি সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরে'র উল্লেখ আছে, যাহার সহিত রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'র "অনেক স্থানে" এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের "অল্প স্থানে" মিল আছে। সম্পাদক মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি চাক্ষুষ করেন নাই ; 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'-সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্নের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন। কলিকাতা ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের (১৯২২) বিবরণী-বহিতে (পৃ. ২১৫-২২০) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের "The Long-lost Sanskrit Vidyasundara" প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' ৫৪৬ শ্লোক-সমন্বিত একটি পুথি। বিষয়বস্তু নন্দলাল দত্ত-উল্লিখিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অনুরূপ।

এতদ্ব্যতীত ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খ্রীঃ) শ্রীরাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত 'চৌর-পঞ্চাশতে'র "কাব্যসন্দীপনী" টীকায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র উপাখ্যান কয়েকটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনও ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের কথা লিখিয়াছেন।* দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (ষষ্ঠ সং, পৃ. ৪৯১) ফার্সীতে বিরচিত সুপ্রাচীন একখানি বিদ্যাসুন্দরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৪টি শ্লোকের সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং ৫৪৬টি শ্লোকের বিদ্যা-সুন্দর-উপাখ্যানম্' আলোচনার ফলে আমরা দেখিতেছি যে, (১) কৃষ্ণরাম, বলরাম কবিশেখর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র, প্রত্যেকেরই ভাষাকাব্যে বিদ্যাসুন্দরের বিচারে ময়ূরনাদের যে শ্লোক দুইটি (পৃ. ২৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য) আছে, সংস্কৃত মূলেও সেগুলি আছে। সুতরাং মানিতে হইবে, ভাষাকাব্যগুলির আদর্শ সংস্কৃতে ছিল। (২) মূল সংস্কৃতে ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী, সুতরাং পর্ব্বতে ময়ূরডাক অস্বাভাবিক নয় ; কিন্তু বর্দ্ধমানে ইহা অস্বাভাবিক। সংস্কৃত আদর্শের অনুবাদের চিহ্ন এখানেও প্রকট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটকে'র প্রথম নাটক কাশীনাথকৃত "বিদ্যাবিলাপ"—অনুমান, ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত। ইহাতে বিদ্যা নিজেকে উজ্জয়িনী-নরপতির কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরে'র সহিত ইহার যোগ না মানিয়া উপায় নাই। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করা না গেলেও গোবিন্দ-দাসের বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর, বলরাম কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যে পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত এবং মূল সংস্কৃত আদর্শের অনুসারী, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

* *History of Bengali Language and Literature*, পৃ. ৬৫৪

এইবার বর্দ্ধমান প্রসঙ্গ। কাশীনাথ ('নেপালে বাঙ্গালা নাটক') বররুচিকে অনুসরণ করিয়া বিদ্যার জন্মভূমি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন ; কিন্তু বলরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, তিন জনেই তাহাকে বর্দ্ধমানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রচনাকাল আমরা জানি, অপর দুইটি কাব্যরচনার তারিখ আমরা সঠিক অবগত নহি। কিন্তু সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতচন্দ্রই বলরাম ও রামপ্রসাদের আদর্শ হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার বিরোধ ছিল, ভারতচন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উক্ত রাজপরিবারকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, বরঞ্চ ইহার স্বপক্ষে এই ধরনের একটা জনশ্রুতিও আছে। সুতরাং সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বাংলা দেশে প্রচারিত 'বিদ্যাসুন্দর'গুলি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কৃষ্ণরাম-রচিত বাংলা 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্যকে আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও বলরাম তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার অব্যবহিত পরেই রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। বর্দ্ধমান, হীরা ও শুক পক্ষী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব, তিনি এগুলি কাহারও নিকট ধার করেন নাই। কবিশেখর বলরামের কাব্য অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন রচনা।

কঙ্ক-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' ছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সকল 'বিদ্যাসুন্দর'ই 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত কাব্য এবং কালীমাহাত্ম্য প্রচারকল্পে রচিত। 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' পুথিতে সূত্রপাতেই "ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ" লিখিত আছে এবং তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার কালীকে তাঁহার কুলদেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালিকা-মাহাত্ম্য এক বঙ্গদেশেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র অবাঙালীদের মধ্যে কালীসাধনা বিরল। বাংলার বাহিরে কালীমাহাত্ম্যপ্রচারক কোনও কাব্যই দৃষ্ট হয় না। 'বিদ্যাসুন্দরে'র

কাহিনীও অন্যত্র প্রসার লাভ করে নাই। বররুচির 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যও বাংলা দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, পুথিও বাংলা অক্ষরে লিখিত। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে, সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য কোনও প্রাচীন বাঙালী কবিরই রচনা। গ্রন্থকারের নাম হয়ত বররুচি ছিল, না থাকিলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত, কি বাংলা 'বিদ্যাসুন্দরে'র সঙ্গে 'চৌরপঞ্চাশতে'র একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই। তথাকথিত বররুচি তাঁহার কাব্যের নায়ক সুন্দরের মুখ দিয়া পঞ্চাশটি শ্লোকে বিদ্যার সহিত অতিবাহিত সুখমুহূর্তগুলির বর্ণনা করাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অধ্যাপক মিত্র পুথিতে কবি, বিদ্যার মুখ দিয়াও ঐ প্রকার পঞ্চাশাধিক শ্লোক বলাইয়াছেন। পণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ তাঁহার চৌরপঞ্চাশতের টীকায় যে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী দিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ—রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লীর নৃপতি গুণসাগরের পুত্র সুন্দর বিদ্যার রূপ-লাবণ্য ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া গোপনে বিদ্যার গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। ফলে বিদ্যা গর্ভবতী হইলে সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হয়। সুন্দর ধৃত হন এবং রাজা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন। শ্লোকগুলির এক অর্থে বিদ্যার সহিত রতিসম্ভোগ এবং অন্য অর্থে কালিকার স্তুতি হয়। সুন্দরের স্তবে তুষ্ট হইয়া কালিকা রাজার জিহ্বাগ্রে ভর করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলান যে, ইনিই বিদ্যার পতি। বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের সহিতই চৌরপঞ্চাশিকাকে সংযুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এই চৌরপঞ্চাশিকা বা চৌরপঞ্চাশৎ একটি স্বতন্ত্র কাব্য। চৌর নামক কোন কবি অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন; ইঁহার নাম আমরা বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত

দেখিতে পাই। জয়দেব তাঁহার প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রারম্ভে চৌরকবি সম্বন্ধে প্রশস্তি করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিহ্লন ও চৌরকবি একই ব্যক্তি। শাস্ত্রী মহাশয়ও 'কালিকামঙ্গলে'র মুখবন্ধে বিহ্লনের কাহিনীটিকে "বিদ্যাসুন্দরের গোড়া" বলিয়াছেন এবং গল্পাংশ বিবৃত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যেও এই বিহ্লনকাহিনী একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত আছে। 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্য-প্রসঙ্গে এই বিহ্লন-রাজকন্যা-ঘটিত প্রেমের মূলে কতখানি সত্য আছে, তাহাও বিচার্য্য। কবি বিহ্লন-কৃত 'বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত' কাব্যের শেষ সর্গে কবির জীবনীর অনেক উপকরণ আছে। কাশ্মীরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিহ্লন দেশভ্রমণে বাহির হন। 'রাজতরঙ্গিণী' (৭-৯৩৬) হইতেও জানা যায়, বিহ্লন নৃপতি কলশের সময়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী দর্শন করেন। কিছুকাল তিনি চেদীরাজ কর্ণের রাজসভায় থাকিয়া পশ্চিম-ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। বিহ্লন সম্ভবতঃ অনহিলবাড়ে যথোপযুক্ত সম্মান পান নাই কারণ, দেখা যায়, তিনি তাঁহার কাব্যে গুর্জ্জরদিগের বেশভূষা, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। সেখান হইতে বিহ্লন সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। চালুক্য নৃপতি বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল (১০৭৮-১১২৬ খ্রীঃ) বিহ্লনকে "বিদ্যাপতি" উপাধি দিয়া তাঁহার সভাকবি করিয়াছিলেন। বিহ্লন-কাব্যের মহিলপত্তন যদি অনহিলপত্তন বা অনহিলবাড় হয়, তাহা হইলে সেখানে রাজা বীরসিংহেরও অস্তিত্ব প্রয়োজন। কিন্তু 'রাসমালা' হইতে প্রমাণ করা যায় যে, বিক্রমাঙ্কদেব বা বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের সমসাময়িক বীরসিংহ নামীয় কোনও নরপতিই সেখানে রাজত্ব করেন নাই। চাপোৎকট-বংশীয় বৈরীসিংহ নামে এক নৃপতি ছিলেন; তিনি ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। বিহ্লন-কাব্য বিহ্লনের রচিত, এরূপ ধারণাও ভ্রান্ত; কারণ, কবি নিজের

এবং নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে স্বয়ং এরূপ কাহিনী লিখিতে পারেন না। বিহ্লন ও চৌরকবিকে অনেকে অভিন্ন মনে করেন ; আমাদের বিশ্বাস, এ ধারণাও ভ্রান্ত। চৌরকবির উল্লেখ চৌর এই নামেই পাওয়া যায়। বিহ্লন ও চৌরকবি এক ব্যক্তি হইলে প্রায় সমসাময়িক কবি জয়দেব চৌরকবির প্রশস্তিকালে তাহার উল্লেখ করিতেন। চৌরকবিকে আরও প্রাচীনতর কবি বলিয়া মনে হয়। ধারাধিপতি মহারাজ ভোজ তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে পঞ্চাশিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। বিহ্লনের দাক্ষিণাত্য গমনের কিছু পূর্ব্বে (১০৬৩ খ্রীঃ) ভোজরাজ পরলোকগমন করিয়াছিলেন। জক্কন্ নামক এক তেলুগু কবি তাঁহার 'বিক্রমার্কচরিত' কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে বিহ্লন ও চৌরকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ধনঞ্জয়ের (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) 'দশরূপ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে চৌরপঞ্চাশতের একটি শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীর-সংস্করণ 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রারম্ভে "অথ চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিতবিহ্লনকৃতা" এইরূপ লিখিত আছে। এই 'চৌরী-সুরতপঞ্চাশিকা' বিহ্লন-কাব্য হইতে স্বতন্ত্র হওয়াই সম্ভব। চৌরকবি-রচিত 'সুরতপঞ্চাশিকা'র পূর্ব্বভাগে বিহ্লনের কাল্পনিক প্রেমকাহিনী জুড়িয়া দিয়া এই বিহ্লন-কাব্য সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে যে চৌরপঞ্চাশিকা সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহারও ঐ একই কারণ। চৌরপঞ্চাশৎ কাব্যের পরিপূরক-হিসাবে বিহ্লন-কাব্যের ন্যায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যও রচিত হইয়াছিল। "বিদ্যাপতি"-উপাধিধারী বিহ্লনকে বিদ্যার পতি বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। চৌরপঞ্চাশতের মূল যাহাই হউক, ইহার শেষ শ্লোক হইতে নায়িকার পিতার কোন প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—

> অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
> শেষো [কূর্ম্মো] বিভর্ত্তি ধরণীং খলু মস্তকেন [পৃষ্ঠকেন]।

অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুঃসহ [দুর্ব্বহ] বাড়বাগ্নিং
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ পৃ. ৩৩৪

বিহ্লন-কাব্যে এই অঙ্গীকারের কথা নাই, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে আছে। আরও একটি শব্দ আমরা চৌরপঞ্চাশিকায় পাই। বররুচি, ভারতচন্দ্র, বলরাম, রামপ্রসাদ এবং কাব্যমালার বিহ্লন-কাব্যেব চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তিতে এবং কাশ্মীর-সংস্করণের দ্বিতীয় শ্লোকে "বিদ্যাং" শব্দটি আছে। সম্ভবতঃ এই শেষ শ্লোক এবং "বিদ্যা" শব্দটি 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্য রচনার কারণ হইয়াছিল।

'চৌরপঞ্চাশৎ'-বর্জ্জন

বর্ত্তমান ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে চৌরপঞ্চাশৎ-বর্জ্জন সম্পর্কেও জবাবদিহি প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেকগুলি সংস্করণে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টি শ্লোক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অনুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটি গ্রন্থাবলীতে উক্ত অনুবাদ-গুলি ভারতচন্দ্রের কৃত—ইহা মানিয়া লইয়া স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্টে ইহাকে স্থান দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদ ভারতচন্দ্র-কৃত নয়, সুতরাং এই সংস্করণে উহা বর্জ্জিত হইয়াছে। এরূপ করিবার পক্ষে দুই একটি যুক্তি দিতেছি। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন,—

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥ পৃ. ৩৩২

অর্থাৎ ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশতের "গোটাকত" [তিনটি মাত্র] শ্লোক

উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ পঞ্চাশটি শ্লোক উদ্ধৃত থাকিলে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন। ইহার পরেই ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥ পৃ. ৩৩৪

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতচন্দ্রের সময়ে চৌরপঞ্চাশতের দ্ব্যর্থবোধক টীকা প্রচারিত ছিল; ভারতচন্দ্র ঠিক কোন্ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন জানা নাই। বঙ্গদেশে চৌরপঞ্চাশিকার দুইটি বিখ্যাত টীকা প্রচলিত ছিল—(১) কাব্যসন্দীপনী: রচয়িতা রাম তর্কবাগীশ, এবং (২) কাশীনাথ সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা। এতদ্ব্যতীত আরও ছিল। উপরে উদ্ধৃত অংশের শেষ পংক্তিতে "পণ্ডিত" শব্দেই প্রমাণ যে, ভাবতচন্দ্র প্রচলিত টীকার কথা বলিয়াছেন, নিজের অনুবাদের কথা নয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যে অনুবাদ দিয়াছেন, চৌরপঞ্চাশিকায় সে তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতচন্দ্র একই শ্লোকের অনুবাদ দুই স্থলে দুই প্রকার করিবেন, ইহা সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া তুলনায় চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

আসলে চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদ আদৌ ভারতচন্দ্রের নয়। ইহা নন্দকুমার নামক এক অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কবির রচনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে নন্দকুমারের 'চোরপঞ্চাশৎ'খানি আছে। তাহার সহিত তথাকথিত ভারতচন্দ্রের রচিত চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদের অক্ষরে অক্ষরে মিল। কেবল যে সকল ভণিতায় নন্দকুমারের নামোল্লেখ আছে, সেই পংক্তিগুলি সুকৌশলে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিংশ শ্লোকের পর লিখিত আছে,—

ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরসিংহরাজ সন্নিধৌ গুণসিন্ধুসুত নৃপসুন্দরকৃত পঞ্চাশত শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্ব্বাচার্য্য টীকামতে শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম বিস্তরিত তদর্থ প্রতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চোর-পঞ্চাশিকনামা গ্রন্থে প্রথমোল্লাস।

চল্লিশ শ্লোকের পরও ঐরূপ লিখিয়া "দ্বিতীয় উল্লাস" শেষ হইয়াছে এবং গ্রন্থশেষে আছে—

সুন্দর কাতর অতি, জানি মনে ভগবতী,
উপনীত হৈলা মশানেতে।
ভারত ব্যাখ্যানে তার, আছে অতি সুবিস্তার,
দেখ যথা বিদ্যাসুন্দরেতে॥
চোরপঞ্চাশিকনামা, গ্রন্থ অতি নিরুপমা,
টীকা মতে অর্থ করি সার।
রচিয়া বিবিধ ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

এই পুস্তকের কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এইরূপ আছে—

ইংরাজী ১৮২৫ সালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যেং গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়। ...

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নিম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (৩য় সং), পৃ. ৮২

ইহার পর আর 'চৌরপঞ্চাশিকা'কে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়।

STATE CENTRAL LIBRARY, W. B
Acc. No. P.R.A.D1........

ভারতচন্দ্রের প্রভাব :

১৬৭৪ শকে (বঙ্গাব্দ ১১৫৯ এবং খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫২) ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তখন অতিশয় দুর্দ্দিন চলিতেছে। মহাজন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গল-কাব্যের অতিশয় ব্যর্থ অনুকৃতিতে এবং অন্য নানাবিধ বিকৃতিতে বঙ্গভারতীর পদ্মাসনের তলাকার পাঁক ঘুলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র সরস বুলি এবং নিখুঁত ছন্দের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, এ কথা আমাদের মানিতেই হইবে যে, সে-যুগে ভারতচন্দ্র অসাধারণ ছিলেন; তাঁহার শিল্পজ্ঞান. ছন্দ ও শব্দের উপর দখলও অসাধারণ ছিল। নানা নূতনত্ব সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সাময়িকভাবে এমন প্রভাব বা মোহ বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বগামী প্রসিদ্ধ কবিদের দীপ্তিও কিছু দিনের জন্য ম্লান হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল বাঙালীর চিত্তে ভারতচন্দ্র যে অনেকখানি ঠাঁই জুড়িয়া ছিলেন, তাহা সে যুগের পুথিপত্র হইতে প্রমাণিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর ইংরেজী ভাষাতেও সে-সকল বাংলাভাষা-সম্পর্কিত গ্রন্থ বাহির হয়, সেগুলির ভূমিকায় অথবা দৃষ্টান্তবাক্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল,' বিশেষ করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অংশ ভূরি ভূরি উদ্ধৃত হইয়াছে। হাল্‌হেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮), ফরস্টারের অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডেফের ব্যাকরণ (১৮০১) প্রভৃতি পুস্তকে ইহার প্রমাণ মিলিবে। ভারতচন্দ্রের কাব্য উর্দ্দু ভাষাতেও অনূদিত হইয়া

প্রচারিত হইয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ নবেম্বর তারিখে রুশদেশ-বাসী হেরাসিম লেবেডেফের উদ্যোগে কলিকাতায় ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীটে) সর্ব্বপ্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রথম দিনের অভিনয়ের পরে ভারতচন্দ্রের কয়েকটি গান যন্ত্রসহযোগে গীত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাধামোহন সেন অন্নপূর্ণা-মঙ্গল' প্রকাশিত করিয়া ভারতচন্দ্রের রচনার যে যে স্থল ভ্রমাত্মক বা ত্রুটিপূর্ণ মনে হইয়াছে, সেই সেই স্থলে টীকাকারে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বটতলার কয়েকটি সংস্করণে রাধামোহন সেনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বাংলা নাটকের যে অভিনয় সর্ব্বপ্রথম হয় (৬ অক্টোবর ১৮৩৫), তাহাও এই 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ী এই নাটকের অভিনয়ের দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কবি গোপাল উড়ে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কে যাত্রা-গানে রূপান্তরিত ও প্রচারিত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকটি রাজা যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং প্রস্তুত ও প্রকাশ করেন (ইং ১৮৫৮): ইহাতে সমুদায় অশ্লীল ইঙ্গিত বর্জ্জিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বৈরাগী 'বিদ্যাসুন্দরে'র ইংরেজী গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। মোটের উপর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া বাংলা দেশের রসিকসমাজে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জীবনী-পুস্তক প্রকাশ করেন; বাঙালী কবির ইহাই সর্ব্বপ্রথম জীবনী। মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র (১৮৬৬) দুইটি কবিতায় ("অন্নপূর্ণার ঝাঁপি" ও "ঈশ্বরী পাটনী") ভারতচন্দ্রকে অমর করিয়াছেন; কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার 'বঙ্গভূষণ' কাব্যে (১৮৭৪) সর্ব্বাগ্রে ভারতচন্দ্রের প্রশস্তি করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য মুদ্রণ করিয়াই বাংলা দেশে বাঙালীর পুস্তক-প্রকাশ ব্যবসায় আরম্ভ হয়; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ইহার একটি চমৎকার সচিত্র সংস্করণ বাহির করিয়া 'পাবলিশিং বিজ্‌নেস' আরম্ভ করেন; বাংলা দেশে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম সচিত্র পুস্তকও এইটি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গলে'র একটি "পরিশোধিত" সংস্করণ প্রকাশ করেন। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে অন্য কোনও বাংলা পুস্তক এত অধিক প্রচারিত এবং পঠিত হয় নাই। ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা ইহা হইতেই অনুমেয়।

শিল্পী ভারতচন্দ্র:

নিখুঁত ছন্দ এবং বিপুল শব্দজ্ঞানের সাহায্যে ভারতচন্দ্র বাংলা-কাব্যকে অপূর্ব্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন; রূপহীন কাদার তাল লইয়া তিনি মনোহর মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। "অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা" (পৃ. ২০০-২০৪) অধ্যায়ে ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন। একান্ত লিরিক বা গীতিকবিতা রচনাতেও যে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, অধ্যায়ারম্ভে ধুয়া-গানগুলিতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি—

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হূলে।

যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে ।।—পৃ. ১১৩

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে ।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥—পৃ. ২১৫

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল ।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥—পৃ. ২৪১

আসলে ভারতচন্দ্র শুধু "ভাষার তাজমহল"ই গড়েন নাই, যুগের উপযোগী কাব্যসৃষ্টিও করিয়াছিলেন। রচনার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য যে বাঙালীর মনোহরণ করিয়া আসিতেছে, ছন্দ এবং "শব্দযন্ত্র"ই তাহার কারণ নয় ; ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভাই তাহার কারণ।

ভারতচন্দ্রের ভণিতা ঃ

কবি স্বয়ং তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ভণিতায় নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, জীবনীর উপকরণ হিসাবে তাহার মূল্য অধিক নহে। তৎসত্ত্বেও কবির স্বলিখিত বিবরণ হিসাবে প্রয়োজনীয় ভণিতা উদ্ধৃত হইল।—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত, ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি, তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হর বরদায়, ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ।।
—সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, চৌপদী, পৃ. ৪৯৭

শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥

আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায় ॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥
নীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠঅভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার ॥
যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে ॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥*

—"রাজার অন্নদার সহিত কথা", পৃ. ৪৪০-১

* ১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১১৫৭ বঙ্গাব্দ।

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ, কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে, যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তাঁর পরিজন নিজ, ফুলের মুখটি দ্বিজ, ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজাবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য, মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ, আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥

—'রসমঞ্জরী', পৃ. ৪৪৫-৬

'অন্নদামঙ্গলে' দুইটি ধুয়াগানের ভণিতায় রাধানাথ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :—

রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥—পৃ. ২৫

রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥—পৃ. ৪৩

রাধানাথ নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝাইতেছে।

রচনাকাল :

সত্যনারায়ণের পাঁচালীর ভণিতা "সনে রুদ্র চৌগুণা" লইয়াও বিবাদ আছে। গুপ্ত-কবি তাঁহার জীবনীতে ইহা হইতে কবিতার রচনাকাল ১১৩৪ সাল ধরিয়া, পরে নিজেই নিম্নলিখিতরূপ বিচার করিয়াছেন—

...ভারতচন্দ্র রায় "সত্যপীরের ব্রতকথা" যাহা চৌপদী ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ভণিতা স্থলে লিখিত আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা" ইহার অর্থ দুই প্রকারে নির্দ্দেশ হইতেছে, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচারিত হয় তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই, এজন্য তাঁহার জন্মের সাল ধরিয়া সনে রুদ্র চৌগুণার অর্থ প্রথমেই বাঙ্গালা "১১৩৪" সাল নিরূপণ করিয়াছি অর্থাৎ রুদ্র শব্দে ১১ একাদশ, এই একাদশ পূর্বভাগে

স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" ক্রমে চৌ, গুণার, অর্থ "৩৪" নির্ণয় করিয়াছি। এরূপ না করিলে তিনি ১৫ বৎসর বয়সের কালে গ্রন্থ রচিয়াছিলেন, তাহা কোন মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ "সনে রুদ্র চৌগুণা" রুদ্র শব্দে একাদশ, সুতরাং শুভঙ্করের গণনাক্রমে এগারোকে চারিগুণ করিলে "চারি এগারং ৪৪" নিরূপিত হইতেছে, যুক্তি ও বিবেচনা মতে যদি ইহার অর্থ এরূপ অবধারিত হয়, তবে "৪৪" সনে ঐ পুস্তকের জন্ম হইয়াছে সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু "১১৪৪" কি "১৬৪৪" তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হইল না, যদি বাঙ্গালা সন ধরিয়া "১১৪৪" নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থকর্ত্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৫ বৎসর নির্দ্দেশ করিতে হইবে,··

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (ষষ্ঠ সং, পৃ· ৫১৪) এই শেষোক্ত বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৮ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৮) "ভারতচন্দ্র ও ভুরসুটরাজবংশ" নামক একটি প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের বংশ-পরিচয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে "ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ" শিরোনামায় তিনি লিখিয়াছেন—

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম। কারণ, ভারত রচিত "সত্যপীরের কথা"র (দ্বিতীয়টির) রচনাকাল "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১১৩৪ সন এবং তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম "কতিপয় প্রামাণ্য লোকের" কথানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। এই জন্মাব্দ নির্ণয় অভ্রান্ত নহে। "রুদ্র চৌগুণা" স্থলে অঙ্কের বামগতি নিয়ম রক্ষিত হয় নাই; রুদ্র শব্দে ১১, চৌ শব্দে ৪ এবং গুণ শব্দে ৩ সংখ্যা ধরিতে হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত রচনাতারিখ হয় ১১৪৩ সন (১৭৩৬ খ্রীঃ) এবং তৎকালে ভারতচন্দ্রের বয়স নিঃসন্দেহ ১৫ হইতে অনেক বেশী ছিল। তৎকালে তাঁহার বয়স ১৫ ধরিলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১৭২১ খ্রীঃ এবং মৃত্যুকালে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স দাঁড়ায় মাত্র ৩৯। অথচ ভারতচন্দ্রের "নাগাষ্টক" রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল ৪০ এবং নাগাষ্টক তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই রচিত হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ

নাই। নাগাষ্টকের ২য় শ্লোকে আছে—"বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া।" দেখা যাইতেছে, "প্রামাণ্য লোকে"র উক্তিই এ স্থলে গুপ্ত কবির এবং তদনুসারী সমস্ত জীবনীলেখকের অপ্রামাণ্যের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যপীরের কথার প্রথমটির রচনাকালে তাঁহার "নায়ক" অর্থাৎ আশ্রয়দাতা ছিলেন "হীরারাম রায়"; ইঁহার সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন গবেষণা হয় নাই। তৎকালে এই নামে ভুরশুটরাজবংশীয় ভারতচন্দ্রের এক জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অসম্ভব নহে। হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পরই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং সত্যপীরের দ্বিতীয় কথা রচনা করেন। দেবানন্দপুরে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের জীবনের প্রধান ঘটনা বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭০২-৪০ খ্রীঃ) পিতৃরাজ্যনাশ, মাতুলগৃহে আশ্রয়, (১৪ বৎসর বয়সে) পরিণয় এবং সংস্কৃত শিক্ষা লাভ।...

দেবানন্দপুরে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথার রচনাকালে তাঁহার পারস্য শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১১৪৩ সনে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫।৩০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫-১০ খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।

ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুরে বাস এবং পুরুষোত্তম যাত্রার মধ্যে বেশী কাল ব্যবধান ছিল না। পুরুষোত্তমক্ষেত্র তখন মারহাট্টার অধিকারে গিয়াছে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছে (১৭৪২ খ্রীঃ)। সত্যপীরের দ্বিতীয় কথার রচনাকাল যদি ১১৩৪ সন (১৭২৭ খ্রীঃ) ধরা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যবধান দাঁড়ায় অন্যূন ১৫ বৎসর—ইহা সম্ভব নহে। নাগাষ্টক রচনার কালনির্ণয় দ্বারাও উক্ত জন্মকাল সমর্থন করা যায়। নাগাষ্টক রচনার কালে বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র (১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ) বর্গীর ভয়ে নবদ্বীপরাজের অধিকারে আসিয়া মূলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। এতদনুসারে ১৭৪৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে নাগাষ্টকের রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। তৃতীয় শ্লোকে আছে:

"পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী।"

অর্থাৎ তখন তাঁহার পিতা জীবিত এবং তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে প্রথমটির মাত্র জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ১৭৫০ খ্রীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে নাগাষ্টক রচিত হওয়ার কথা নহে।

ভারতচন্দ্রের জীবনী ঃ

ভারতচন্দ্র রায়ের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক জীবনী এখন পর্যন্ত সংগৃহীত বা লিখিত হয় নাই। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ দশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করেন। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়। পরে এগুলির সাহায্যে তিনি ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ় (ইং ১৮৫৫) 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এখন পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পুরোভাগে অথবা অন্যত্র তাঁহার যে-সকল জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির একমাত্র ভিত্তি গুপ্ত-কবির লিখিত এই জীবন-বৃত্তান্ত। আমরা হস্তান্তরিত উপকরণের সাহায্য না লইয়া এই মূল জীবন-বৃত্তান্ত হইতেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি "ভুরসুট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহারদিগ্যে সম্মানপূর্ব্বক "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি "ভরদ্বাজ গোত্রে" মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড়বন্দি ছিল, এ কারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ "চতুর্ভুজ রায়" মধ্যম "অর্জ্জুন রায়" তৃতীয় "দয়ারাম রায়" এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ "ভারতচন্দ্র রায়"। এই বিশ্ববিখ্যাত

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব, যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদসূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন, তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুই জন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুরস্ুট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোন মতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড়" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতে রাণী বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভূপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ এবং কর্ম্মচারী পুরুষ মাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, কেবল কতকগুলিন স্ত্রীলোকমাত্র অতিশয় ভীত ও কাতরা হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন করিতেছেন।—মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয়বাক্যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন "তোমারদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, স্থির হও, কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল গ্রহণ করিতে পারি।" এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে "লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা" আনয়নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন, রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে জলপান করিলেন; অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর ভবানীপুরের কালীর ভোগ-রাগের জন্য প্রতি দিন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, শুদ্ধ গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদানপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন।—এই সময় কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য "নওয়াপাড়া" নামক গ্রামে

আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎ'সনা-পূর্ব্বক কহিলেন "ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই, ও যজমান নাই, যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে।" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর হইল, কারণ তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমান-পরবশ হইয়া জিলা হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব মান্যবর ৺রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমন-পূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহপূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরি বর্ণনা করেন না।—সময়বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন।—নচেৎ প্রতিনিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধ ভাগ এবেলা এবং অর্দ্ধ ভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজার সির্ণি, এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে।—কর্ত্তাটি কহিলেন "ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম।—অতএব তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁতি পাঠ করিতে হইবেক,—গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে মুন্সী পুঁতি আনয়নের নিমিত্ত এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন, তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়!—পুঁতি আনাইবার আবশ্যক করে না।—আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁতি আনিয়া এখনি পাঠ করিব।"—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায়

উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁতি রচিয়া [দ্র° পৃ. ৪৭১-৭৫] শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন, যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাবতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে ভারতের নামের "ভণিতা" এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরো অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।--সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন।—ভারত!—তুমিই সাধু।—সরস্বতী তোমার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন।—তুমি সামান্য মনুষ্য নহ।—তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

... ...

এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। যদিও এতন্মধ্যে কোন কোন স্থানে মিলের কিঞ্চিৎ দোষ আছে, কিন্তু গুণাকরের এ দোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না,—কারণ একে বয়সের স্বল্পতা এবং সময়ের স্বল্পতা, তাহাতে আবার এই রচনা প্রথম রচনা—ইনি সর্ব্বশেষে যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেন তাহার তুলনা প্রায় দেখিতে পাই না।

উল্লেখিত ব্রতকথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে আর একটি কথা [দ্র° পৃ. ৪৭৫-৭৭] রচনা করেন।—লেখকের লেখার দোষে তাহার স্থানে স্থানে অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই, আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত।...

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্‌খানি প্রথম বিবেচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাববশতঃ প্রথম বারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের আদেশক্রমে দুইখানি পুঁতি দুই বার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেইখানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—

সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরুণ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোন ক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্যভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমারদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বর্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব।—ভাই! তাহা হইলেই আমারদিগের অন্নবস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না।" সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে গমন করত কিছু দিন অবস্থানপূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে কর প্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধপ্রকার গোলযোগ হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটি খাসভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তরে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিক কাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল, অতিশয় কাতর হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজানা বাকী আছে, আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লহ, আমাকে এরূপে বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে?" এতদ্রূপ বিনয় বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি

কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে সেইখানেই বিপদ্ ঘটিতে পারে; রাজা ও রাজকর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন।" ভারত উত্তর করিলেন "আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া "মারহাট্টার" অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।" কারাপালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র "রঘুনাথ" নামক একটি নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া "শিবভট্ট" নামক দয়াশীল সুবাদারের আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তমধামে কিছু দিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন।—সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচিত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী, ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন, যে "ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন সে পর্য্যন্ত যেন কেহ ইঁহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মানপূর্ব্বক স্থান পাইবেন, এবং ইঁহারদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি "বলরামী আট্‌কে" প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাসপূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থসকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার-প্রকার ও ভাবভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটি "মুনি গোঁসাই" হইলেন, দাসটি "বাসুদেব" হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট তদ্বিশেষ প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল, কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথাকার শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্ত্তনকারী গায়কেরা "মনোহরসাই" কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান

করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃত পানপূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল, এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ও দিগে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্রে দেবালয়ে আগত হইয়া গান সমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনারদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌত বস্ত্র পরাইলেন, আর নানাপ্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনারদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিব না।"

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহু কালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহাসমাদরপূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহবাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুরসদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন "যদি আমার বাবা কিম্বা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোন মতেই সেখানে যেও না" এবং শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমারদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না,

যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন।” এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধিবংশ্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে,) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন “মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক।” দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাস-বাক্যে সাহস প্রদানপুরঃসর কহিলেন “তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছু দিন অপেক্ষা কর. আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে কখনই সাধোব ক্রটি করিব না।” এতদ্রূপ করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের “মানস মুকুল” আনন্দমকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল।—তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতি-সম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়ানিবাসী ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন, প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া “উমেদারি” অর্থাৎ উপাসনা করেন। এই উপাসনা এবং সদ্‌গুণ জন্য উক্ত আশ্রিত জনের প্রতি আশ্রয়দাতার ক্রমশই স্নেহের আধিক্য হইতে লাগিল। কোন এক সময়বিশেষে কথোপকথন করিতে চৌধুরী কহিলেন “ভারত! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণী ব্যক্তি, তিনি

সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে।" এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিদ-বদন-বিনির্গত-বারি-বিন্দুপতন-প্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতি ক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনানন্তর কহিলেন "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে, এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, ইনি অমুক অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, যাহাতে প্রতিপালিত হয়েন এমত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক।"—মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।" —তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।" ভারত বলিলেন "মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় "চণ্ডী" রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক প্রস্তুত কর।" সেই আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল "পালা"ভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন

গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।" পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভাবতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে:—এই চারু গ্রন্থের পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একই পুস্তক, কেবল রসমঞ্জরীখানি স্বতন্ত্র।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বগুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদরূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছু দিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পবিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না? ভারত কহিলেন, "আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকারমধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়? কবি কহিলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "তবে তুমি "মূলাযোড়ে" গিয়া বসতি কর।" ভারত কহিলেন "যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবিপ্রতিপালক বিদ্যানুরাগী নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ এক শত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক মূলাযোড়-খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছু দিন তাহারি মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার

পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন "ভারত মূলাযোড়ে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছে, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না।" এই বলিয়া তিনি মূলাযোড়ে আগমন করিলেন, এবং এখানে অল্প কাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করত...বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা এবং আর আর কবিতা রচনা করেন [দ্র° পৃ. ৪১৭-৮]।

... ...

এই সময়ে ভারত কখনো কৃষ্ণনগরে থাকেন, কখনো বাটী আসেন এবং কখনো কখনো ফরাসডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ় দেশে "বর্গির" হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়নপূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ "কাউগাছী" নামক স্থানে আসিয়া দোহারা গড়বন্দী বাটী নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।—সেই বাটী এইক্ষণে ভঙ্গ হইয়াছে, কেবল কতকগুলিন ইষ্টক ও দুই একটা স্তম্ভ মাত্র চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে। গড় অদ্যাপি আছে, তাহার ভিতর অনেক বন্য পশু বাস করিয়া থাকে...

ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্মণ, আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবেক, অতএব মূলাযোড় গ্রামখানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে, এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণনগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন, রাজা কহিলেন, "বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার

অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর, এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে।” ভারত বলিলেন “এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না।” রাজা তাঁহাকে কহিলেন “যদি মূলাযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি “গুস্তে” নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।” এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তেবাসী মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫/ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি এককালে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগপূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন—“মহাশয়, কোন মতেই আমারদিগ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাযোড অন্ধকার হইবে।” এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূলাযোড়েই বাস করিয়া রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশপূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় “নাগাষ্টক” রচনা করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র এবং “নাগাষ্টক” [দ্র° পৃ. ৫০৫-৬] পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভারতের রচনা-কৌশলের প্রতি অনুরাগপূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন।…

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক যোগ্য ধামে যাত্রা করিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এককালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মক রোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৪ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মের বৎসর গণনা করিলে ১৪৩ বৎসর, এবং

মৃত্যুর বৎসর গণনা করিলে ৯৫ বৎসর হইবেক। আহা! কি পরিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎরের অধিক কাল এই বিশ্ববাসে বিরাজ করিতে পারেন নাই। এই ৪৮ বৎসরের মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহার পর দুই তিন বৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কারাভোগ করিয়া অনুমান ১৫/১৬ বৎসর উদাসীনের বেশে নীলাচলে দেবদর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় গত হইল,—তৎপরে এক বৎসর কাল শালীপতি ভ্রাতার বাটীতে ও শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকটে ক্ষয় করত ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কারণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে রচনা করেন, অন্নদামঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা॥"

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাতেও অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,……

মরণের কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাছলে সংস্কৃত ও হিন্দি-মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডী নাটক" [দ্র° পৃ. ৫০৬-৯] নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।…

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান্ রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পূজ্যবর শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের "জীবন-বৃত্তান্ত" এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ :

'অন্নদামঙ্গলে'র বর্ত্তমান সংস্করণে পাঠভেদ নিরূপণের জন্য নিম্ন-নির্দিষ্ট হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

গৃহীত পাঠ ব্যতীত অন্যান্য পাঠ পাদটীকায় নিরূপিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি ও সংস্করণের ভণিতার পাঠ প্রায়শঃই ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আমাদের অনুসৃত "বি" অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণের পাঠই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

পু১—১১৯২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৮৫) লিখিত 'অন্নদামঙ্গলে'র পুথি। নড়াইলের ১৮শ শতাব্দীর কবি গঙ্গারাম দত্তের বংশধর শ্রীসুকুমার দত্তের নিকট রক্ষিত। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৮শ ভাগ ২য়-৩য় সংখ্যা ও ৪৯শ ভাগ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পু২—১২২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮২১) লিখিত ও বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত 'অন্নদামঙ্গলে'র পুথি। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৯৫৪ নং পুথি।

পু৩—বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত ও সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ১৪০১ সংখ্যক 'বিদ্যাসুন্দরে'র পুথি। ১২০৯ বঙ্গাব্দে লিখিত।

পু৪—পারিসে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের (বিব্লিওতেক নাসিওনাল) ভারতীয় পুথি-সংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত ১১৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র পুথি।

পু৫—বর্দ্ধমান জেলায় প্রাপ্ত এবং সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৮৮৮ সংখ্যক বিদ্যাসুন্দরের পুথি। ১২০৪ বঙ্গাব্দে লিখিত।

গ—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' "অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিত হইয়া শ্রীযুত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা বর্ণ শুদ্ধ করিয়া" প্রকাশিত।

পী—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শেয়ালদহ পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত "অন্নদামঙ্গল"।

বি—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'। "কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত।"

মু—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'। "অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত।"

'রসমঞ্জরী' মুদ্রণকালে আমরা প্রচলিত পাঠই অনুসরণ করিয়াছি। ইহার সহিত ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'রসমঞ্জরী'র পাঠের বিলক্ষণ প্রভেদ আছে; উহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠভেদ-নির্ণয়ের কাজে অনেকে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ-শেষে সন্নিবিষ্ট "দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের সূচী" ও "টিপ্পনী" অংশ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়াছেন—শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। উপরে উল্লেখিত পারিসের পুথির প্রতিলিপি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এ দেশে আনীত হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাহা ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল

প্রথম খণ্ড

গণেশবন্দনা

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরূপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ॥
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল ॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার ॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে না পারি কভু[১]
বিধি হরি হর নাহি জানে।

১ বি, মু— …জানিতে নারিনু কভু

তব নাম লয় যেই আপদ[১] এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে ।।
আমি চাহি এই বর শুন প্রভু[২] গণেশ্বর
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব ।
কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর
ইথে পার তবে সে পাইব ।।
আপনি আসরে উর নায়কের আশা পূর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে ।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ।।

শিববন্দনা

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী ।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ।।
হর হর মোর দুঃখ হর ।[৩]
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ।।
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায় ।
ডাকিনীযোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ।।

১ গ, পী—আপদে ২ পু১—দেব

৩ পী— হর হর মোর দুঃখ হর হর শত্রুপক্ষ
হর ক্লেশ হর বিঘ্ন হর ।

সূর্য্যবন্দনা

অতিদীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত ।।
যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ।।
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়ামুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া ।।
নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ।।

সূর্য্যবন্দনা

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ব্রহ্ম তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর ।।
দিনকর চাহ দীনে।[১]

১ পী— স্থূল সূক্ষ্ম তুমি কি বর্ণিব আমি
দিনকর চাহি দীনে।

তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা[১]
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি ।
সর্ব্ব দেবময় সর্ব্ব বেদাশ্রয়[২]
আকাশ পাতাল ভূমি ॥
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয়গিরি হইতে ।
যাহ অস্তগিরি এক দিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে ॥
অতিখর কর পোড়ে মহীধর
সিন্ধুর জল শুকায় ।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে
তোমার তত্ত্ব কে পায় ॥
দ্বাদশ মূরতি গ্রহগণপতি
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা ।
শনি যম মনু তব অঙ্গজনু
যমুনা তোমার কন্যা ॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিতা
তাই[৩] সে সবিতা নাম ।
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার
করিএ কোটি প্রণাম ॥
কোকনদোপর থাক নিরন্তর
অশেষ গুণসাগর ।

১ পু১, পু২, পী—তোমার মহিমা কে জানিবে সীমা
২ গ, পু২, পী—দেবাশ্রয়
৩ গ, পু২, পী—তেঞি

বিষ্ণুবন্দনা

বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিকবর ।।
স্মরিলে[১] তোমায় পাপ দূরে যায়
আসরে সদয় হবে ।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে চাহিবে স্বরূপে
ভারতচন্দ্রের স্তবে ।।

বিষ্ণুবন্দনা

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুর্জ গরুড়বাহন ।
বরণ জলদঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভছটা
বনমালা নানা আভরণ ।।
কৃপা কর কমললোচন ।
জগন্নাথ মুরহর পদ্মনাভ গদাধর
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ।।
রাম কৃষ্ণ জনার্দ্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন ।
শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায় ।
কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
রতননূপুর বাজে তায় ।।
পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখসুধাকরে সুধা হাস ।

---

১ পু২—সেবিলে

সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ।।
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চানন ।।
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে[১]
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায় ।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ।।
উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে ।
ভারত ও পদআশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

কৌষিকীবন্দনা

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনি ।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি ।।
শঙ্করি সিংহবাহিনি ।

১ পু১—কদম্ব নিকুঞ্জবনে

কৌষিকীবন্দনা

মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিঘাতিনি[1]
রক্তবীজনিকৃন্তিনি ॥
দিনমুখরবি কোকনদ ছবি
অতুল পদ দুখানি ।
রতননূপুর বাজয়ে মধুর
ভ্রমরঝঙ্কার মানি ॥
হেমকরিকর ঊরু মনোহর
রতন কদলিকায় ।
কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর
অমূল্য অম্বর তায় ॥
কমল কোরক কদম্বনিন্দক
করিসুতকুম্ভ উচ ।
কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত
অমৃতপূরিত কুচ ॥
সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ
কনক মৃণাল রাজে[2] ।
নানা আভরণ অতি সুশোভন
কনক কঙ্কণ বাজে ॥
কোটি শশধর বদন সুন্দর
ঈষদ মধুর হাস ।
সিন্দূরমার্জ্জিত মুকুতারঞ্জিত
দশনপাঁতি প্রকাশ ॥
সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন
রবি শশী এক ঠাঁই ।
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা
ত্রিভুবনে হেন নাই ॥

---

১ পু১—দুর্গতিনাশিনী ২ পু১—সাজে

শিরে জটাজুট রতন মুকুট
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতীমালায় বিজুলি খেলায়
ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে॥
কহি জোড়করে উরহ আসরে
ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে
অভয় দেহ অভয়া॥

লক্ষ্মীবন্দনা

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী
কমলা কমলালয়া॥
সনাল কমল সনাল উৎপল
দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন কমল ভূষণ
কমলমাল ললিত॥
কমল চরণ কমল বদন
কমল নাভি গভীর।
কমল দু কর কমল অধর
কমলময় শরীর॥
কমলকোরক কদম্বনিন্দক[১]
সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাজে জিনি করিরাজে
কুম্ভযুগচারু উচ॥

১ গ, পু২, পী—কমল নিন্দক

সুধাময় হাস   সুধাময় ভাষ
দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।
লাক্ষার[১] কাঁচুলি   চমকে বিজুলি
বসন লক্ষ্মীবিলাস॥
রূপ গুণ জ্ঞান   যত যত স্থান
তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ   নাহি জানে দুখ
যে তব ভকতিলোভা॥
সদা পায় দুখ   নাহি জানে সুখ
তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয়   নাম নাহি লয়
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম॥
তব নাম লয়ে   লক্ষ্মীপতি হয়ে
ত্রিলোক পালেন হরি।
যাদোগণেশ্বর   হৈলা রত্নাকর
তোমারে উদরে ধরি॥
যে আছে সৃষ্টিতে   নাম উচ্চারিতে
প্রথমে তোমার নাম।
তোমার কৃপায়   অনায়াসে পায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
উর মহামায়া   দেহ পদছায়া
ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে   থাক সদা হাসে
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে॥

১ পু১, গ, পু২, পী—লক্ষের

সরস্বতীবন্দনা

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজনিবাসিনি॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী॥
আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম[১] মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক ধিক তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন॥

১ গ, পু২—সাত স্বর··· পী—সাত সুর·

অন্নপূর্ণাবন্দনা

দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
দূর কর কুজ্ঞান সকল॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়
ভারতের ভারতী ভরসা॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করিএ প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
শুন আপনার গুণগ্রাম॥[1]
কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ॥
রক্তসরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নবরবি[2] দেখা।
রক্তজবাপ্রভাহর অতিমনোহরতর
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ঊর্দ্ধরেখা॥
কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।

১ পু১—শুনহ আপন গুণগ্রাম॥ ২ গ, পু২, পী—দেন রবি

শোভে নিরুপম বাস দশ দিশ[১] পরকাশ
ত্রিভুবনমোহনকারিণী ॥
কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥
কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্বহর[২]
অঙ্গুলী চম্পকচারুদল।
ফণিরাজফণমণি কঙ্কণের ক্বণকণি
নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥
বাম করতলে ধরি কারণ-অমৃত ভরি
পানপাত্র রতননির্ম্মিত।
রত্ন হাতা ডানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া ॥
দেবতা অসুর রক্ষ অপ্সর কিন্নর যক্ষ
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ ॥
জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর
মণিময় মুকুট মাথায়।

১ পু২—দিগে গ, পী, মু—দিগ

২ গ, পু২, পী—কিবা মনোহর কর মৃণালের মনোহর

ললিত কবরীভার তাহে মালতীর হার
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায় ।।
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান ।
আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান ।।
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ-গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ ।
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ্ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস ।।[১]
স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে ।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ।।
বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায় ।
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ।।

গ্রন্থসূচনা

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা ।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ।।
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া ।
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া ।।
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব ।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব ।।

১ পু১—গায়েনের কণ্ঠে কর বাস ।।

সুজা খাঁ নবাবসুত সর্‌ফরাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।[১]
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব ॥
কটকে মুরসীদ্‌কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল ॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া ॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম ॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান ॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল ॥

[১] গ, পু২, পী—আলিবর্দ্দি খাঁ ছিল নবাব পাটনায়

আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায় ॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

নিবেদনে অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল ॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥[১]

১ পু১—কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা তেজময়

প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সৃজন।
পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার ॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটী জয়গোপাল জামাই ॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায় ॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম ॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার ॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত ॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল[১] কৃপারাম দয়ারাম ॥
মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার ॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি ॥

১ পু২—গোলক

ভূপতির পিসার জামাই তিন জন ।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন ।।
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর ।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর ।।
প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায় ।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায় ।।
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ ।।
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড় ।
মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড় ।।
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি ।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি ।।
বৈদ্যমধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায় ।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধায় ।।
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ।।[১]
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি ।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি ।।
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান ।
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ।।
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি ।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ।।
নর্ত্তকপ্রধান শেরমামুদ[২] সভায় ।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ।।
ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন ।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন ।।

১ পু১—হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গ ভঙ্গ ।। ২ পী— সেখমামুদ

সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর ॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম ॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত ॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা শত শত।
কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান ॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।[১]
দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায় ॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম ॥[২]
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ ॥
রত্নগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥

১ পু১—আমীন বাড়ুয্যা দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
২ পু২—ছোট পুত্র রামকৃষ্ণ অভিনব কাম ॥
পী—ছোট রামকৃষ্ণ অভিনব যেন কাম ॥

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার ।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার ।।
ফরমানী মহারাজ মনসবদার ।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ।।
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ ।
পাতশাহী শিরপা সুল্‌তানী সুলতানৎ ।।
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল ।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল ।।
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে ।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে ।।
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা ।।
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া ।[১]
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া ।।
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে ।
স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে ।।[২]
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী ।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ।।
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে ।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে ।।
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত ।
কেমনে রচিব গীত[৩] এ কি বিপরীত ।।
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয় ।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয় ।।

১ গ, পু২, পী—কবিরাজ গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া ।
২ পু১—স্বপন কহিলা আসি জননীর বেশে ।। ৩ মু—গ্রন্থ

গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা ।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা ।।[১]

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি ।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ।।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি ।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ।।
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা ।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ।।
গুণ সত্ত্বতমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ ।
শুন বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ ।।
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে[২] নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে ।

১ পু১—সেই রসে সুধাগীত ভারত রচিলা
২ গ, পু২, পী—জানাইলা

পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ।।
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা ।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ।।
বিধির বুঝিয়া সত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া ।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই[১]
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ।।
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা[২] ভবানী হইলা ।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি[৩]
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ।।
বিধির মানস সুত দক্ষ মুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া ।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গল ধাম
জনম লভিলা মহামায়া ।।
নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী ।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি ।।
সদাশিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে[৪]
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে ।

১ গ, পু২, পী—ঠাঞি ২ পু১, গ, পু২, পী—ভগরূপা
৩ পু১, গ, পু২, পী—লিঙ্গ হইয়া পশুপতি দুজনে সম্ভোগ রতি
৪ পু— ···বামদেব হৈল হরে

দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে ॥
আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে ।
যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড়করে ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো ।
অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো ॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো ।
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো ॥

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে ।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম ।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥[১]

পুঃ[১]—ক্রোধে সতী হৈলা তবে কালিকার বেশ

কালীরূপা

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা ।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা ।।
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে ।।
আর বাম করেতে কৃপাণ[১] খরশাণ ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান ।।
লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দু পাশে
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ।।

তারারূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ।।
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা ।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ একজটা বিভূষণা ।।
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল ।[২]
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ।।[৩]
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর ।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ।।

রাজরাজেশ্বরী

দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি ।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ।।

১ গ, পু২, পী—খড়্গ
২ গ, পু২, পী—অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি কপাল কপালে
৩ গ, পু২, পী—ত্রিনয়ন লম্বোদর পরি ব্যাঘ্রছালে ।।

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ।।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ ।।

ভুবনেশ্বরী

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ।।
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে[১] শোভে চারি ভুজ ।।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ।।

ভৈরবীরূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ।।
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা ।।
অক্ষমালা পুথী[২] বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর ।।

ছিন্নমস্তা

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত ।।
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাজে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ।।

১ গ, পু২, পী—বরাভয়   ২ গ, পু২, পী—পুতি

বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীত[১] মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ[২] হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন ॥

ধূমাবতী

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজরথারূঢ়া ধূমের[৩] বরণ ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥

বগলামুখী

ধূমাবতী দেখি ভীম[৪] সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।[৫]
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥

১ গ, পু২, পী—নাগযজ্ঞোপবীতী ২ গ, পু২, পী—কণ্ঠে
৩ গ, পু২, পী—ধুঁওার ৪ পু১—শিব
৫ গ, পু২, পী—রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মাঝে স্থিতা।

এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি ।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি ।।
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ।।

মাতঙ্গী

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া ।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ।।
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি ।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ।।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে ।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ।।

মহালক্ষ্মী

মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান ।
মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ।।
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে[১] শোভে চারি ভুজ ।।
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে ।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে ।।
ভারত কহিছে মা গো এই দশ রূপে ।
দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ।।

সতীর দক্ষালয়গমন

এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া

১ গ, পু২, পী—বরাভয়

নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া।
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া ।।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া ।।

পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর ।।
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ।।
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে[১]।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে ।।
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ।।
তিন জনে তোমরা কারণ-জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা ।।
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে ।।
পচা গন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ ।।
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন ।।[২]
পুরুষ[৩] হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে।
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ।।

১ গ, পু২, পী—সদাশিবে।

২ পু১, গ, পু২, পী—ভগ হৈয়া আমি তোমা করিনু ভজন

৩ পু১, গ, পু২, পী—লিঙ্গরূপ

লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হইলা সতী।
গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি ॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন ॥
আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।[১]
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস ॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া ॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।

১ গ, পু২—দেখেছি স্বপনে দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে। পী—দেখেছি স্বপন·

কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই[১]
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান ॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে[২] সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময় ॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচারবহিস্কৃত।
ক্ষত্রিয়কথন[৩] না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের[৪] পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথিসেবা।

১ গ, পু২—ঠাঞি
২ পী—স্বর্গেতে
৩ পী—ক্ষত্রিয় কথন
৪ পু১, গ, পু২, পী—সর্পের

সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে[১] কেবা ॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী
এ কি মহাপাপ হর ॥
সতী ঝি আমার বিদ্যুত আকার
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া ॥
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালি।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালি ॥
শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া
শ্রবণে কর আচ্ছাদি ॥
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর নাহি ঠাঁই
আমার মরণ নহে ॥
মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে আলি মোর ॥

১ গ ১, পু২, পী—বর্ণিবে

বিধবা যখন হইবি তখন
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব ॥
শিবনিন্দা শুনি মহাদুঃখ গুণি
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি ॥
যারে কালে ধরে যেই নিন্দে হরে
কি কহিব তুমি বাপ।
তব[১] অঙ্গজনু তেজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই ॥
যে মুখে পামর নিন্দিলে[২] শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া[৩] শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥
হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি
মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্বতপবরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া ॥

১ গ, পু২, পী—তোর ২ গ, পু২, পী—নিন্দিলি
৩ গ, পু২. পী—বলিয়া

সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহা রাগে
সত্বরে গেলা কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষগুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয় যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্টসদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।

উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেত্নিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞনাশ

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে ॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে ॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি ॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।[১]
যাও যাও হুঁ দিখাও[২] দক্ষ দেই হাঁকিয়া ॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন[৩] নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥

১ গ, পু২, পী—আত্মপক্ষ দেব যক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
২ গ, পু২, পী—দেখাও ৩ গ, পী—দেই পু২—দেয়

রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল[1]।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হূপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
কম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ[2] পূড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পূঁতিছে॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥

১ গ, পু২, পী, মু—ছিড়িল
২ গ, পু২—দেশ

মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের[১] ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে[২] শিবসদনে ॥
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিব সেবনে ॥
শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
শিব নিজপদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর পাপ তাপ সব হর
ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায় ॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা ॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর ॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া ॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ ॥

১ গ, পু২, পী—তূর্ণকের ২ গ, পু২, পী—যাইবে

দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয় ॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি ॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই ॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ় ॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল ॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী ॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার ॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি ॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময় ॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ[১] দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা ॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়[২] ॥
দক্ষের দুর্গতি দেখে হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন ॥

১ গ, পু২, পী—শুদ্ধ   ২ বি, মু—ন্যায়

বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব ॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥
শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ॥
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ ॥
শুনিয়া সম্মতি[১] দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয় ॥
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া ॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর ॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও ॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম ॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥[২]

১ গ, পু২, পী—আরতি
২ গ, পু২, পী—নিন্দিবার চিহ্ন হৈল মুখানি ছাগল ॥

বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া ।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া ॥
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর ।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর ॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন ।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর ।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর ॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি ।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥[১]
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর ।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির ॥
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব ।[২]
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব ॥[৩]
একমত না হয় পুরাণমত যত ।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

পীঠমালা

ভবসংসার ভিতরে ।   ভব ভবানী বিহরে ॥
ভূতময় দেহ   নবদ্বার গেহ
নরনারীকলেবরে ।

১ গ, পু২, পী—কাটেন সতীর দেহ করি খানি খানি ॥
২ গ, পু২, পী—একান্ন খণ্ড করি কেশব কাটিলা ।
৩ গ, পু২, পী—ভৈরব হইলা ভব বিধাতা পূজিলা ॥

পীঠমালা

গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে ।।
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে ।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে
দেহিদেহরূপে চরে ।।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
এ কি করে চরাচরে ।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে ।।

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব ।
দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব ।। ১
শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব [বৈভব ?] ।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব ।। ২
সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা ।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ।। ৩
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব ।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব ।। ৪
ভৈরব পর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায় ।
নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ।। ৫
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে ।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে ।। ৬
জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম ।
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম ।। ৭
গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ডখানি ।
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ।। ৮

গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায় ।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ।। ৯
ঊর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম ।
সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ।। ১০
পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার ।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার ।। ১১
করতোয়াতটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর ।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ।। ১২
শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি ।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ।। ১৩
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ।। ১৪
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ[১] ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ।। ১৫
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী ।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ।। ১৬
কাশ্মীরেতে[২] কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায় ।
ত্রিসন্ধ্য ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ।। ১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম ।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ।। ১৮
মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী ।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ।।[৩] ১৯

---

১ গ, পু২, পী—অনূপ   ২ গ, পু২, পী—কাশ্মীরে

৩ পু১— মহোদর ভৈরব সর্ব্বদা যাহা সেবি ॥
গ, পু২— মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাহা সেবি ॥
পী— মহোদর ভৈরব সর্ব্বথা যাহা সেবি ॥

চট্টগ্রামে[১] ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ।। ২০
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ।। ২১
উজানীতে কফোণি[২] মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে[৩] সেবি ।। ২২
মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ।। ২৩
প্রয়াগেতে দু হাতের[৪] অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ।। ২৪ ইং ৩৩
বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ।। ৩৪
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ।। ৩৫
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ।। ৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ।। ৩৭
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্ব সিদ্ধি সাথ ।। ৩৮
উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ।। ৩৯
কাঞ্চী দেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম ।। ৪০

১ গ, পু২, পী—চাটিগাঁয়
২ গ, পু২, পী—কনুই
৩ গ, পু২, পী—যাহা
৪ গ, পী—দু হস্তের

নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাঁহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥ ৪১
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥ ৪২
মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায় ॥ ৪৩
নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪
জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥ ৪৫
দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥ ৪৬
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥ ৪৭
কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পার।
নকুলেশ[১] ভৈরব কালিকা দেবী তার ॥ ৪৮
কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুল্‌ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব ॥ ৪৯
বিভাসেতে বাম গুল্‌ফ ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০
তিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর ॥ ৫১
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

১ পু১, গ, পু২, পী—নকুলীশ

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো ।।
পাপেতে জড়িত মতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো ।।
তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর[১] গো ।।

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর ।।
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব ।।
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ।।
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা ।।
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী[২] তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার ।।
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ ।।
আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ ।।

১ গ, পু২, পী, মু—তার ২ পী—স্ত্রী

ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একে তো নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে ॥[১]

শিববিবাহের সম্বন্ধ

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ[২] সঙ্গে ॥

১ পী—"উমা দয়া কর গো ॥" পংক্তিটি পরে যুক্ত আছে
২ গ, পী—বেশে

মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি[১] গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভর্ৎসনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।[২]
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহিরবাড়ি গিয়া।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥

১ পী—পুতুলী ; গ, পু২—পুতুলা ২ পু১—আমারে দেখিলে বৃদ্ধ·

কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
তুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইল দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম[১] তোমার ভাগ্যোদয়।
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিলভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥[২]
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥

১ পু১, গ, পু২, পী—অকথ্য

২ পু ১—তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্ব্বন্ধ
আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন আদি দেবগণ
পরম আনন্দ শুনি ॥
সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া
বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান দেখি চিন্তাবান
হইলা বিধি কেশব ॥
মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায়
পুষ্পশরাসন হাতে।
সমুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত
কোকিল ভ্রমর সাতে ॥
মলয় পবন বহে ঘন ঘন
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরু লতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ ॥
যত দেবগণ হৈলা অদর্শন
হরের ক্রোধের ভয়।

পূর্ব্ব নিয়োজন নিকট মরণ
মদন সমুখে রয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিয়া
সম্মোহন বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি
অনলে পতঙ্গ হয়ে ॥
কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান
যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ
নয়ন মিলিলা হর ॥
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি[১] ব্যস্ত
নেহালেন চারি পাশে।
সমুখে মদন হাতে শরাসন
মুচকি মুচকি হাসে ॥
দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে
অটল অচল টলে।
ললাটলোচন হৈতে হুতাশন
ধক ধক ধক জ্বলে ॥
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি ॥
মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে ॥

---

১ গ, পু২, পী—হেতু

কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

মনে মনে হাসি হেন কালে আসি
নারদ হৈলা সমুখ।
নারদে দেখিয়া সলজ্জ হইয়া
হর হৈলা হেঁটমুখ॥

খুড়া খুড়া কয়ে দণ্ডবত হয়ে
কহিছে নারদ হাসি।
দক্ষগৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি
জনমিলা সতী আসি॥

বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার॥

মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥

শুনি মুনি কয় এমন কি হয়
সর্ব্ব দেবগণে কহ।
প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ॥

শান্ত হৈলা হর যতেক অমর
এলা যথা পশুপতি।
কামের মরণ করিয়া শ্রবণ
কান্দিয়া আইলা রতি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

রতিবিলাপ

পতি শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থালু কেশবাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥

না দেখিব সে বদন   না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী   পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥

আহা আহা হরি হরি   উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান   করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই ॥

শিব শিব শিব নাম   সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে   তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে ॥

শিবের কপালে রয়ে   প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে   আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥

অনলে শরীর ঢালি   তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার   উপায় না দেখি আর
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥

অরে নিদারুণ প্রাণ   কোন্ পথে পতি যান
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে   মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥

অরে রে মলয় বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্লায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহীর শাপে ॥

রতির প্রতি দৈববাণী

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়।
হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায় ॥
শুন রতি তনু[১] ত্যাগ না কর এখন।
শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন ॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার ॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া ॥
শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন ॥

পা১—প্রাণ

দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে ॥
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন ॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয় ॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ॥
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া ॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে ॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে ॥
পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত ॥[১]
শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে ॥
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।[২]
নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া ॥[৩]
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ ॥

১ গ, পু২—মা বলে যদ্যপি তবে কাণে দিও হাত
২ গ, পু২—শুনি রতি সাত পাঁচ করিয়া ভাবনা।
৩ গ, পু২—নিভায় অনলকুণ্ড ছাড়িয়া কাঁদনা ॥

শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ যাত্রা

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈলা যত্নবান[১]।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান ॥
নিজগণ লয়ে বরযাত্র[২] হয়ে
চলিলা যত অমর।
অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর ॥
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে মরত[৩] ভুবনে
চলে যত রাজগণ ॥
কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভারি
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল আপনি অনল
হইলা আতস বাজি ॥
নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর
নারদ কহে তৎপর ॥

১ পু১—হৃষ্টমান ২ মু—বরযাত্রী ৩ বি, মু—মরুত

জটাজুটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা॥

কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণীতে
হেন বর কোথা পাই॥

ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনোলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥

রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে॥

অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস তবে সবে॥

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

ঝুপ ঝুপ ঝাপ তুপ তুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা[১] তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি
গেলা হেমন্তের ঘরে॥

১ গ, পু২, পী—কিবা

হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ ॥
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে[১] দেখি ভয় মনে
না সরে কারো উত্তর ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

শিববিবাহ

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু[২]
অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
লক লক ফণী জটবিরাজ
তক তক তক রজনিরাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনীবোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥

১ মু—বরযাত্রিগণে ২ পু১, গ, পু২, পী—করবিরাজিত প্রখর পরশু

ভভম ভবম ববম ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেই[১] বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া ।
সুরগণ কহে জয় মহেশ
পুলকে পুরল[২] সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া ।।

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে ।
বসিয়াছে দানসজ্জা[৩] বাম দিকে লয়ে ।।
উত্তরাস্তে রাখিয়াছে বরের আসন ।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ[৪] ।।
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ।।
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি ।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ।।
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে ।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে ।।
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া ।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া ।।
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ।।
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত ।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ।।

১ বি, মু—দেয়
২ বি, মু—পুরিল
৩ গ, পু২, পী—দানসজ্জ
৪ পু১—দ্বিজগণ

কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা ।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর ।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ॥
শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর ।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর ॥
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা ।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে ।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে[১] ॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া ।
শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া ।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া ॥
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা ।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া ।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর ।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা ।
নিবায়ে প্রদীপ দেয়[২] টানিয়া ঘোমটা ॥

পু[১]—ভেজাইতে [২] গ, পু[২], পী—দেই

নাকে হাত[১] এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥
শুন শুন[২] এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥
মেনকা নারদবাক্যে হুনা মনহুখে।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে ॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা

আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো ॥

১ গ, পু২, পী—হাতে ২ গ, পু২, বি, মু—এয়ো

উমার কেশ চামরছটা
তামার শলা বুড়ার জটা
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া
বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া
ছারকপালে ছাইকপালে
দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার
বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে ও মা উমা
করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া
ভাঙ্গড় পাগল ওই লো বুড়া[1]
ভারত কহে পাগল নহে
ওই ভুবনেশ্বর লো॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি।
আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি॥
পাখ[2] নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥

১ পী—ভাঙ্গড় পাগল আইলো বুড়া
বি, মু—ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া

২ বি, মু—পাখা

আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে[১] তোরে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরূলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এস চলে ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা।
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥
যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখিঠারে ॥[২]
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন ॥
সে বলে নাফানী আ লো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা ॥
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি ॥

১ পু১—কোটে ২ পু১—পথিকেরে ভুলাইতে সদা আঁখি ঠারে ॥

দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেঁট মুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত।
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁফ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে[১]॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥

১ পী—করে

আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মৃতে।
ভাগ্যবলে[১] এয়োগণে না পাইল ভূতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ

আমার শঙ্কর করুণাকর গো।[২]
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥
কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল
অনলে জলে সোঁসর॥
ভালে সুধাকর গলে বিষভর
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
এ শিবে নিন্দে পামর॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥

১ গ, পী—ভাগ্যে পুণ্যে ; পু২—ভাগ্যে গুণ্যে
২ গ, পু২, পী—আমারে শঙ্কর করুণা কর গো।

শিবের মোহন বেশ

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।[১]
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥
জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী ॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ!
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই ॥
এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন ॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস ॥
নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।[২]
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥[৩]

১ পু১—মেনকার হৈল বোধ উমার কৃপায়।
২ গ, পু২, পী—অন্নপূর্ণা মঙ্গলে রচিলা কবিবর।
৩ গ, পু২, পী—শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

সিদ্ধিঘোটন

বড় আনন্দ উদয় ।
বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয় ॥
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয় ।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক
রাগ তাল মান লয় ॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময় ।
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয় ॥

উমা পেয়ে মহেশের[১] বাড়িল আনন্দ ।
নন্দীরে কহেন কথা হাসি[২] মৃদুমন্দ ॥
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত ।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই ।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো ।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো ॥
নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই ।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর ।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥[৩]

১ গ, পু২—মহেশ্বরে ২ গ, পু২, পী—হাস্য
৩ পু১—সতী আইলা বসতি গেল অন্ধকার ॥
গ, পু২, পী—সতী আইল নিবসতি গেল অন্ধকার

যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি[১] ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা ॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত ॥
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে ॥
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া ॥
দু হাতে ঘোটনা দুই পায়ে কুঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি[২] ॥
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুরান[৩] ঘোর ঘন ঘন ডাক ॥
রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বতপ্রমাণ।
গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥
সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে ॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল ॥

১ মু—ঘন ২ গ, পু২, পী—করি ৩ গ, পু২, পী—ঘর্ষণ

সিদ্ধিভক্ষণ

মহাদেবের আখি ঢুলু ঢুল ।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল ।।
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লটপট জটাজুট গঙ্গা হুল থুল ।
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ।।
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল ।
ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল[১] ।।

সিদ্ধি ঘুটি আনি[২] নন্দী অন্তরে দাঁড়ায় ।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ।।
সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন ।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ।।
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে ।
ভবানীর নামে[৩] দিলা একভাব হয়ে ।।
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ ।
একই নিশ্বাসে পিয়া[৪] করিলা নিঃশেষ ।।
হুঙ্কার ছাড়িয়া রসে মগন হইয়া ।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ।।

১ পু১—ভাবেতে আকুল ২ গ, পু২, পী—দিয়া
৩ গ, পু২, পী—ভাবে ৪ গ, পু২, পী—প্রায়

নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে ।
ভৃঙ্গী কহে[১] মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত ।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত ॥
হাসিয়া কহেন হর[২] ভালা মোর ভাই ।
বড়[৩] কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই[৪] ॥
অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল ।
সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও ।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও ॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত ।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা ।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ ।
অগো মাতা[৫] তোমার মায়ের দেখ কাজ ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী ।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে ।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে ॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব ।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব ॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই ।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই ॥

১ গ, পু২, পী—বলে
২ পী—শিব ৩ গ, পু২, পী—ভাল ৪ পু১—খাই
৫ গ, পু২, পী—মাগো

তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।[১]
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥
কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন ॥
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন ॥
দেখিয়া আনন্দ ভূত ভৈরব সকলে।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহলে ॥
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।[২]
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥[৩]

হরগৌরীর কথোপকথন

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।[৪]
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এ ঘোর পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না ॥

১ গ, পু২, পী—তোমরা মায়ের মোর কি দোষ পাইলে
২ গ, পু২, পী—অন্নপূর্ণা মঙ্গলে রচিলা কবিবর।
৩ গ, পু২, পী—শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥
৪ পু১—আমারে দয়া ছাড়িয় না গো।
গ, পু২, পী—আমারে ছাড়িয় না। ভবানি।
আগম নিগম লাড়িয় না ॥

শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা[১]
তেমন এখানে খেলিও না।[২]
তব মায়াছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে[৩]
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না ॥[৪]

আনন্দসাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল[৫] বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী ॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।[৬]
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥[৭]
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।[৮]
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে ॥
হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয় ॥

১-৪ গ, পু২, পী— ক্ষণেক স্মরিয়া ক্ষণে বিসরিয়া
এমন করিয়া বুলিয় না।
ছাড়া গিয়াছিলে পুন দেখা দিলে
ভারতে রাখিলে ভুলিয় না ॥

৫ পু১—কারণ ৬ পু১—ভাগ্যে সে তোমারে আমি পানু আরবার।

৭ পু১—সত্য কর আমারে না ছাড়িবেক আর ॥
গ, পু২, পী—সত্য কর আমারে ছাড়িবে নাহি আর ॥

৮ বি, মু—অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন ॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে ॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥[১]
অর্দ্ধ[২] অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা ॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
তোমার সহিত নহে এমন মরম ॥[৩]
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া ॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া ॥
অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে ॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আর বার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া ॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে ॥
পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাবে[৪] অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুখ ॥

১ গ, পু২, পী—আর নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥

২ বি, মু—নিজ ৩ গ, পু২, পী—তোমা সহ নহে মোর এমন মরম

৪ বি, মু—সমভাগে

দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাবে[১] অর্দ্ধ ভাগে হইবে[২] উৎপাত ॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার ॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই ॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥
পঞ্চ তালে নাচিতে অধিক আট হাত।[৩]
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত ॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা ॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন ॥
দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।[৪]
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥[৫]

১ বি, মু—সমভাগে ২ গ, পু২,—তোমারে; পী—তোমার
৩ বি, মু—চারি তাল ধরিতে অধিক…
৪-৫ গ, পু২, পী—অন্নপূর্ণা মঙ্গলে রচিলা কবিবর।
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরগৌরী রূপ

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম
হর গৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায় রাঙ্গা দুটি পায়
নিছনি লইয়া মরি রে॥

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ কণ্ঠে[১] শোভে গরল কালা
আধই সুধামাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ[২]
আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন[৩]
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন[৪]
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন[৫]
আধই সিন্দূর পরি রে॥[৬]

১ বি, মু—গলে ২ গ, পু২, পী—চর্ব্বণ

৩-৬ পু১—কাজলে রঞ্জিত এক নয়ন
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুল আর লোচন
আধ ভালে শোভে সিন্দুর চন্দন
আধ হরিতাল পূরি রে॥

কপাল লোচন আধই আধে
মিলি এক[১] হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগে অগ্নি এক অবাধে
হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধ শশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি[২]
আধ জটাজুটে গঙ্গা সরসী[৩]
আধই চারু কবরী রে ॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধকস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া পালা হইল সায়
সবে বল হরি হরি রে ॥

কৈলাসবর্ণন

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস ॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।

১ বি, মু—মিলন ২ গ, পু২, পী—অৰ্দ্ধচন্দ্র শোভা করিল বসি
৩ পু১—আধ জটাজুট গঙ্গা শিরসি

তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত ।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে ।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল
কেশরী হস্তিরাখাল ।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সব পিয়ে সুধা নাহি তৃষা[১] ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে ।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
ছোট বড় সমতুল ।[২]
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল কৈবল্য মূল ॥[৩]

১ বি, মু—তৃষ্ণা
২ বি, মু—শত্রু মিত্র সমতুল ।
৩ পু১—সকল সুখের মূল ॥
বি, মু—কেবল সুখের মূল ॥

হরগৌরীর বিবাদসূচনা

চৌদিকে তুস্তর   সুধার সাগর
    কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে   চিন্তামণি ঘরে
    বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তি মেলা   নানা রসে খেলা
    দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব   সে সব কি কব
    বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
নন্দী দ্বারপাল   ভৈরব বেতাল
    কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ   ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
    গণিতে কার শকতি ॥
এক দিন হর   ক্ষুধায় কাতর
    গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ   করে নিবেদন[1]
    দয়া কর কাশীবাসি ॥

হরগৌরীর বিবাদসূচনা

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥
    এ বড় বিষম ধন্দ
    যত করি ছন্দ বন্দ
    ভাল ভাবি হয় মন্দ
        পড়িনু প্রমাদে।

১ পু১— কহে সুবচন ভারত ব্রাহ্মণ

ধর্ম্মে জানি সুখ হয়
তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়
তবু তাই স্বাদে ॥
মিছা দারা সুত লয়ে
মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে
সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের
আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের
গুরুর প্রসাদে ॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে[১] সহিতে না পারি
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য[২] খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥

---

১ গ, পু২, পী—বলে ২ পী—শক্তি

সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায় ।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর ।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা ।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায় ।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র ।[১]
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্ছল ।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীকন্দল

কেবা এমন ঘরে থাকিবে । জয়া ।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে ।
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥
বিষপানে নাহি লয়[২] কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে ।
মা বাপ পাষাণ-হিয়া ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া[৩]
ভারত এ দুঃখে[৪] ঘর ছাড়িবে ॥

১ পু১—পরস্পর লোকমুখে শুনি এই সূত্র । ২ পী, বি, মু—ভয়
৩ বি, মু—…হেন ঘরে দিল বিয়া ৪ বি—দুখে

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ।।
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ।।
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী ।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ।।[১]
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক ।[২]
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ।।
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি ।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ।।
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া ।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ।।
আমার কপাল মন্দ তাই[৩] নাই ধন ।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন ।।
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয় ।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ।।
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই ।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি[৪] ধন কই ।।
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে ।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ।।
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু ।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ।।

১ পু১ —চণ্ডের কপালে পড়ে হইলাম চণ্ডী ॥
২ পু১—গুণের না দেখি লেশ রূপ ততোধিক ।
বি, মু—গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক ।
৩ গ, পু২, পী—ভেঞি ৪ পু১—পূর্ব্বকার

তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
বড় পুত্র গজমুখ[১] চারি[২] হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।[৩]
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥[৪]
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায় ॥[৫]
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ॥
ভারত কহিছে মা গো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার ॥

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ

ভবানীর কটুভাষে ; লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।

১ পু১—গজানন ২ গ, পু২, পী—পাঁচ
৩ পু১—ভিক্ষা করি সদা যাহা আনেন ঠাকুর।
৪ পু১—গনাইর ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
৫ ইহার পরে এই দুইটি পংক্তি আছে :—পু১—ধনু বাণ হাতে করি সদাই বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ ময়ূরে শিখান ॥

বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায় ।
আন শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায় ॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি[১] ধুতুরার ফল ।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল ॥
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব[২]
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস ।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস ॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার ।
সকেল নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই[৩]
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া ।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর[৪]
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥

১ পী—লৈয়ে আইস
২ পু১—এ ঘর তেজিয়া যাব··· ; গ, পী—ঘর উজাইয়া··· ;
পু২—ঘর উড়াইয়া···
৩ গ, পু২, পী—···না ঘুচিল কাঞি কাঞি
৪ গ, পু২, পী—বৃষোপর

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।[1]
কি করে গৃহিণীপনে খন খন ঝন ঝনে
আসে লক্ষ্মী বেড়[2] বান্ধে নাই॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ॥
হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমন উচিত নয়
নিষেধ[3] করিয়া কহে জয়া॥

জয়ার উপদেশ

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
এ কি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালী॥

---

১ গ, পু১—নাহি ঘরে সদা খাঞি খাঞি
২ গ, পু২, পী—বাস ৩ পু১—বিশেষ

মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখমোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগরে ভেলা ॥
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে[১] নাছে ॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া[২] ॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে ॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে ॥[৩]
কমল আসন আদি দেবগণ
কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি
এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য ॥

১ গ, পু২, পী—পাবা ২ পু১—অন্নছাড়া
৩ বি, মু—রাখ আপনার কাছে ॥

ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর
কোথাও অন্ন না পেয়ে।[১]
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
তোমার এ গুণ গেয়ে ॥[২]
অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে
আপনা প্রকাশ কর।
প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্রে
লোকের যন্ত্রণা হর ॥
তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে ॥
পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে
হইবে লক্ষ্মী অচলা।
আর যত আছে সব হবে পাছে
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ দেবীপুত্ররূপ[৩]
অন্নপূর্ণা ব্রতদাস।[৪]
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন[৫]
অন্নদা পুরাও আশ ॥[৬]

১ বি, মু—কোথায় না পেয়ে অন্ন। ২ বি, মু—হইয়া অতিবিষণ্ণ
৩-৬ গ, পু২, পী—কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ

অন্নপূর্ণা জয় জয়।
দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয়
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর কত কায়া[1] ধর
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয়।
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয় ॥

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
জোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন ॥
শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ ॥
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতননির্ম্মিত দিলা হাতা পানপাত্র ॥
রতনমুকুট দিলা নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচুলি শাড়ী উড়নি যে আর ॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ।
আশিস করিলা মাতা হও নিরাপদ ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে ॥

---

১ গ, পু২, পী—মায়া

কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয় ॥
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাই।
কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই।
অন্নের পর্ব্বত পরমান্নসরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর ॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।[১]
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায় ॥[২]
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু পিনাক রসালা ॥[৩]
নাচত ভূত বাজাওত ভৈরব
গাওত তাল বেতালা।
নন্দী কহে তাতা- কার[৪] মনোহর
ভৃঙ্গী বাজাওত গালা ॥

১ পু১—কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে কেহ কেহ খায়।
২ পু১—কি হইল গণ্ডগোল কহন না যায় ॥
৩ পু১—শিঙ্গা ডম্বরু হাড়ের মালা ॥
৪ গ, পু২—তাড়াকার

গঙ্গা ঝরে জল চাঁদ সুধারস
অনল হলাহল জ্বালা।
ভারতকে হর শঙ্কর মূরতি
নাশ কপাল কপালা।।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া।।
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান।।
ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল।।
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে।।
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা[১]।।
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।।
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল।।
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই।।

১ পু১—রিঙ্গাডিঙ্গা গ—রিঙচিঙ্গা পু২—রিঙচেঙ্গা পী—রিঙ্গা চিঙ্গা

চেত রে চেত রে চিত[1] ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ।।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী ।।
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ।।
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল ।।
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ।।
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি ।।
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ।।
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ ।।
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর ।।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে   অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ।।
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই   মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।

১ গ, পী, বি, মু—চেত

শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥
গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই[১]
কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে ॥
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ ॥
দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ ॥[২]
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥

১ পু১—…তমু ভিক্ষা নাহি পাই ২ পু১—ঘরে যাও না ভাব প্রমাদ

আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে[১]
এই আমি যাই সেইখানে॥
এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার সাজ শিবের হইল লাজ[২]
তত্ত্ব[৩] কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত॥
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবে অন্নদান

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
কারণ-অমৃত পূরিত করি।
রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥

১ গ, পু২, পী—…আমি মাত্র ছিনু ঘরে
২ বি, মু—দেখি অন্নদার ক্রীড়া শিবের হইল ব্রীড়া ৩ পুঃ—ভাব

পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত ॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া ॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে[১] অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদমণ্ডল ॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥
ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা ॥

---

১ গ, পু২, পী—সরস

পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল[১] ভবের নাচে॥

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য

জয় জগদীশ্বরী জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে।
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহ হেরম্বে॥
তব জন যেবা তস্য রিপু কেবা[২]
যম দেই সেবা শিরপরিলম্বে।
ভবজল তরণে রাখহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা[৩] যতেক মায়া মহামায়া[৪] হাসি॥
বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সম্মুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥
দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥

১ গ—ভনিল ২ বি, মু—তব জন যেবা সুরপতি কেবা
৩ গ, পু২, পী—হরিয়া ৪ পু১—মনে মনে

অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর ॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিত কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত ॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যামাজ।
যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা ॥
শিবের শিবত্ব যার উপাসনাফলে।
নিগম আগমে যারে আদ্যা শক্তি বলে ॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী ॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হেমহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী ॥
হইলা নন্দের সুতা হরিসহায়িনী।
হেরি হাহাকার হর হরিণীহেরিণী ॥
কামরিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥[১]
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥

---

১ পু১—করুণা করিয়া রক্ষা কর কৃপা করি ॥

গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ।।
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয় ।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয় ।।
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায় ।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিতা ।
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিতা ।।
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে ।
মণিকর্ণী পুষ্করিণী মোক্ষপদবিধায়িনী
সার বস্তু অসার সংসারে ।।
দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টি যোগিনীপাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান ।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান ।।
মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারাণী
যাহে কালভৈরব প্রহরী ।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরি ।।
যাহে জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব
পুন নহে জঠরযাতনা ।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে মাননা ॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
যাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর ।
যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে ।
দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনোলোভা
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥
সর্ব্বসুখময় ঠাঁই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব ।
অনেকের হৈল বাস সকলের অন্ন আশ
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥[১]
আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
অন্ন সনে নাহি দরশন ।
এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥
এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে ।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে ॥

১ গ, পু২, পী—কোন্ মতে অন্ন যোগাইব

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি

ভব ভাবি চিতে পুরী নির্ম্মাইতে
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি প্রবেশিলা কাশী
জোড়হাতে সাবধান ॥
বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা সত্বর[1]
শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী
দেউল দেহ বনাই ॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি নিরুপম অতি
নিরমায় সাবধান ॥
রতন দেউল ভুবনে অতুল
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ ব্রহ্মান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ
দেখি সুখী কৃত্তিবাস ॥
দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা
অনন্ত নামমহিমা ॥
মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ
অরুণচিকণশোভা[2]।
ভুবনমণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল
মহেশের মনোলোভা ॥

বি, মৃ—বিস্তর ২ বি, মৃ—অরুণচরণশোভা

তাহার উপরি পদ্মাসন করি
অন্নদামূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে দেখি অষ্ট অঙ্গে
অরুণ চরণে পড়ে॥
অতি নিরমল চরণ যুগল
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন
কত শোভা হবে চাঁদে॥
মণিকরিকর ঊরু মনোহর
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণী॥
শোভাসরোবর[১] নাভি মনোহর
মদনশফরীধাম।[২]
কামের কুন্তল অতি সুকোমল
রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর উচ কুচবর
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে।
রতনকমল মৃণাল কোমল
সুবলিত ভুজ সাজে॥
কারণ অমৃত পলান্ন সঘৃত
পানপাত্র হাতা শোভে।
সমুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর বদন সুন্দর
রতন মুকুট শিরে।

১ বি, মু—সুখসরোবর ২ গ, পু২ পী—মীনকেতু মীনধাম

অর্দ্ধ শশী ভালে কেশ মল্লীমালে
অলি মধুলোভে ফিরে ॥
অন্নদা মূরতি দেখি পশুপতি
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ

কি এ শোভা হয়েছে কাশীমাঝে ॥
দেখ রে আনন্দ কাননশোভা।
সরোবর মনোহর হরমনোলোভা ॥

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল ॥
সমুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন ॥
তুলিল পাতালগঙ্গা ভোগবতীজল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া গড়িল কমল।
চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িল উৎপল ॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকরপাঁতি।
নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি ॥

ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিতর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥
চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা[১] শৌল শাল॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥
শিঙ্গীময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুল্লা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশা॥
চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর॥
শেহলী পীয়লী দোনা পারুল[২] রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥
জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন॥

১ গ, পু২, পী—উলফা ২ বি, মু—পাকল

কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী ।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল ।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী ।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরিতকী ॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর ।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥
ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া ।
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া ॥
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ ।
কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ ॥
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী ।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধুতী ॥
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল ।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল ॥
ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড় ।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড় ॥
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল ।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ॥
চড়ুই মণিয়া পাবছুয়া টুনটুনি ।
বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি ॥
বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে ।
বনশোভা যে সব পক্ষীর কলরবে ॥
ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি ।

গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥
সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুকুর ভেড়া খটাস সজারু ॥
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালি ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু ॥
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গৌলা গবয় বিড়াল ॥
কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই ॥
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামত নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥
কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল ॥
শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ॥
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ॥
ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া ॥
বিছা বিছু পিপিড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর ॥
সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

দেবগণনিমন্ত্রণ

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥
শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপীকূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।
শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানীভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি।
গণ সহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণ সহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।[১]
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥
নৈঋর্ত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ ॥

পৃ১—স্বগণ সহিত আইলা ইন্দ্র দেবরাজ

সগণ পবনবেগে আইলা পবন।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥[১]
শিবের বিশেষমূর্ত্তি আইলা ঈশান।
মূর্ত্তিভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্ ॥
আইলা ভুজঙ্গপতি ত্যজিয়া[২] পাতালে।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥
দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর।
ষোল কলা সহিত আইলা শশধর ॥[৩]
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা।
বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥
দেবগণগুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য।
দৈত্যগুরু মহাকবি[৪] আইলা শুক্রাচার্য্য ॥
মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর ॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥[৫]
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ ॥

১ পু১—কুবেরের সঙ্গে আইলা যত যক্ষগণ ॥
২ গ, পু২, পী, বি, মু—থাকিয়া
৩ পু১—পরিপূর্ণ হইয়া আইলা শশধর ॥ ৪ পু১—মহাকায়
৫ গ, পু২ পী—একে একে আসি সবে দিলা দরশন ॥

যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব মনু শাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥
জয় শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টারব।
বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব॥
অন্নপূর্ণাপুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।
এত দিন যাঁর ধ্যান[১] না শুনি শ্রবণে॥
নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে[২] নিয়োজন॥
ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়।
কেবল কৈবল্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥

---

১ বি, মু—নাম ২ পু১—যার

ভবদুঃখসাগরে সকলে কৈলা পার।
বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার ॥[১]
তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা ॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে।
নির্ম্মাণসদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে ॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখনো আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম ॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে ॥[২]
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবে ত মহিমা ॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের পঞ্চতপ

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া ॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড় ॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে ॥

১ পু১—বিশ্বনাথ বিনে আর কার লাগে ভার ॥
২ গ, পু২, পী—তবে তো সার্থক নহে অনর্থক করে ॥

দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর ॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী ॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত ॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥
ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্ট করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায় ॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥
পৌষ মাসে দারুণ হিমানী পরকাশ।
রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর ॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥

ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চ মুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রসবিয়া তুমি।[১]
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥
এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ ॥
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

১ বি, মু—সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি
২ গ, পু২, পী—…অস্থি অবশেষ।

ব্রহ্মাদির তপ

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে[১]
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥
সুখমুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥
উর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদা ধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বল্মীক জন্মিল কলেবরে ॥
নৈঋর্ত রাক্ষস রীত কঠোর তপেতে প্রীত
নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।
পুনর্ব্বার মাথা হয় নিজ রক্ত মাংসময়
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥

---

১ গ, পু২, পী—···অন্নদা ধেয়ান মনে

বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁস
প্রাণ বলিদান দিতে মন।
অন্নদার অনুগ্রহে পরাণ বিয়োগ নহে
অস্থিমধ্যে অস্ত্যথ জীবন ॥
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোঘৃত ঘৃত ঢালি
ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল ॥
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিক দিক[১] ভেদ নাই টলমল সর্ব্বঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥
সহস্রমুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নরসমাজ ॥
যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।

১ বি, মু—দিকাদিক

একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে
দেহে তরু জন্মিল সফল ॥
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণা হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূরে গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব ॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে ॥
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে ॥

মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।
ঘরে ঘরে নানা যন্ত্রে[১] বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্যা নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মসুনির্ম্মিত অপার মহিমা॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার॥
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥

১ বি, মু—ছন্দে

দৃষ্টিসুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥
শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর।
সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥
করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী[1] হাসিতে হাসিতে ॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন ॥
বাম করে পানপাত্র রতননির্মিত।
কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত ॥
সঘৃত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী ॥
পিষ্টকপর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ ॥

১ গ, পু২, পী—মাতা

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥
অন্নে পূর্ণ হৈল[১] বিশ্ব বিশেষত কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥
তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।
লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে॥
বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আনি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥
সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপন গণ সহ
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥

---

১ বি, মু—কর

নারদ আদি যত দেবর্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদ গান।
বিবিধ উপাচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান ॥
অন্নদা জয় জয় সকল দেবে[1] কয়
ভুবন ভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি করিয়া যোড়পাণি
পূজেন চরণকমল ॥
দেউলবেদীপর প্রতিমা মনোহর
তাহাতে অধিষ্ঠিত[2] মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা ॥
সমুখে হেমঘট আচ্ছাদি চারু পট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি ॥
পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন
কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ সহ
বিবিধ আবরণগণ ॥
চরণ সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বিবিধ উপচার যত ॥
সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া
মঙ্গল ইতিহাস গানে।

১ গ, পু২, পী—বেদে ২ গ, পু২, পী—অধিষ্ঠাত্রী

বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে ॥
পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে
সকলে পাইলেন বর ।
অন্নদা পদতলে বিনয় করি বলে
ভারত রায় গুণাকর ॥

অন্নদার বরদান

ভবানী বাণী বল একবার ।
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবানী ভবের সার ॥

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর ।
শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর ॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি ।
ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি ॥
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস ॥
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন ।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই চৈত্র মাস হৈল মোর ব্রতমাস ।
শুক্ল পক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস ॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি ।
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥
অষ্টাহ মঙ্গল যেই[১] শুনে ইতিহাস ।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ॥

১ পু১, গ, পু২, পী—গীত

একমনে মোর গীত যে করে মাননা।
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী পাইয়া।
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া॥
দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশীর উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন॥
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে॥
ধাতুময়ী মোর বারি[১] প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া॥
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল॥[২]
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥
পালা কিংবা জাগরণ যে করে মাননা।
গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা॥
যেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥
বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥

১ পু১—মূর্ত্তি ২ পু১—গান করে কিম্বা শুনে তার এই ফল॥

নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে।
করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহ মঙ্গলে ॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা আকর[১] বিনা কেবা কৃপা করে ॥
মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ ॥
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈলা স্তব।
যে কালে সারথি তার হইলা কেশব ॥
সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী ॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ব্যাসবর্ণন

ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস
যাঁহা হইতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান ॥

১ বি, মু—করুণাসাগর

সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা পারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী ॥
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু ॥
কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা ॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে লম্বি[১] মালা করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা ॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।

১ প১-

কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার ॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
একদিন দৈববশে শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে[১]
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা ॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া ॥
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর ॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক ভূতেশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর ॥
এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন ॥[২]

১ গ, পু২, পী—নানা রসে ২ গ, পু২, পী—বুঝা যাবে অভ্রান্ত কেমন ॥

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হরি ভজ রে ।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে ।।
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে ।
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরী তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে ।।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে ।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে ।।

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ।।
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই ।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ।।
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম ।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ।।
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে ।
মোক্ষ ফল[১] পাবে যদি ভজ নারায়ণে ।।
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি তাহার ।।
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় ।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ।।

১ বি, মু—পদ

সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে ।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ।
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি ।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্ব দেবে হরি ॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে ।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে ।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে ॥
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময় ।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয় ॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে ।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে ॥
সত্ত্বরজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয় ।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব ।
সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব ॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম ।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে ।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে ॥
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান ।[১]
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥

---

১ পী—রজোগুণে বিধাতার নাভিতটে স্থান ।

তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ।
পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবনামাবলী

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক[১] মহত্তর॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর॥

১ গ, পু২, পী—হুতাশনালক

জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
খলান্ধকান্তক হৃতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবের বান্ধব
ভবাব্জ ভৈরব পরাৎপর॥
জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হুতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত পিচাশমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত কলেবর॥
জয় কপালধারক কপালমালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর[১]।
জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঙ্গিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয়চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত[২]
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা

এইরূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কানে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা
বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা॥

১ গ, পু২—শুভঙ্কর ২ গ, পু২—মশেবভারত পী—মহেশভারত

রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে ।।
কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে ।।
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁপে বিশদ চামর ।।
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ।।
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে ।।
একেবারে হরি হরি হর হর রব।
ভাবেতে অধীরা ধরা মানি মহোৎসব ।।[১]
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ।।
অভেদে হইল ভেদ এ বড় দুর্ব্বোধ[২]।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ।।
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ।।

হরিনামাবলী

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন ।।

১ বি, মু—ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব ॥
২ বি, মু—বিরোধ

জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণ[১] মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূতনাবক নাশন॥
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ
দেবদুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক
পদ্মনন্দক মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয়
নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয়
দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত
শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয়
ভারতাশ্রয় জীবন॥

ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া॥
কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।
পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥

১ গ, পু২, পী—গোপিনীগণ

বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিষ্ণুপদ ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।
একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপী সাথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন ॥
সুধাসমুদ্রের মাজে চিন্তামণি বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্বকানন।
নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
গোলোক সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।

কংস আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে ॥
বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে বিষস্তনপান ছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল অর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।
মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে যশোদারে কুতূহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥
ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদূখলে লইলা[১] বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥
বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চূর
বল হাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন গিরি ধরি
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া যজ্ঞ অন্ন আনাইয়া[২]
করিলেন কাননে ভোজন ॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥

১ বি, মু—করিলা ২ বি, মু—সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকার আনাইয়া

গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নীব্রত
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥
করিতে আপন ধ্বংস অক্রূরে পাঠায়ে কংস
হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুব্জারে সুন্দরী করি
সুশোভিত মালীর মালায়॥
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চাণুরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
দূর করি নিগড়বন্ধন॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবন্তী গিয়া
দ্বারকাবিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥

ব্যাসের শিবনিন্দা

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে[১] যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥

১ গ, পু২, পী—জানে

একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ ॥

এইরূপে বেদব্যাস কহে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ববেদে হরি ॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে ॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায়[১] রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে।
কুণ্ঠভাবে উত্তরিলা ব্যাসের নিকটে ॥[২]
বিস্তর ভৎর্সিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥

১ গ, পু২, পী—মত
২ বি—শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥

শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয় ॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া ॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ।
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥
এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে ॥
এত শুনি বেদব্যাস[১] পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস ॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে ॥
ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত ॥
ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥

১ বি, ম—ব্যাসদেব

ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম ॥
এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ

হর[১] শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত কলেবর ॥
তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
কুবের বান্ধব বিভূতিবৈভব[২]
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদীন ভারত শুভঙ্কর ॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির[৩] ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায় ॥

---

১ গ, পু২, পী—শিব ২ গ, পু২, পী, বি, মু—গণেশশৈশব·
৩ পু১—হরিমঞ্জরি

হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি ॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরিহরে থাকি কুতূহলে[১] ॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস ॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের অন্ন[২] শিব কৈলা মানা ॥
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥
বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।[৩]
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী ॥[৪]

১ গ, পু২, পী, বি, মু—গলে গলে ২ বি, মু—ভিক্ষা
৩ পু১—বালক কুকুর নিয়া দেয় তাড়াইয়া।
৪ পু১—অন্যের বাড়ীতে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া ॥

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায় ॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত ॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া ॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া ॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস ॥
পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা ॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

কাশীতে শাপ

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে ॥[১]
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব[২] পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী ॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী ॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥

১ গ, পু২, পী—শরণ লয়েছি শুনি করুণা আকর
২ গ, পু২, পী—কর

ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥
হেন কালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥
জগতজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল[১] শরীরে অধিষ্ঠান ॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥
মেঘে করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ॥
হরি হর প্রভৃতিরো শক্র মিত্র আছে।
শক্র মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে ॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া।
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল ॥

১ গ, পু২, পী—সবার
২ গ, পু২, পী—সমুখে চলিলা জয়া পশ্চাত বিজয়া ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ

তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে পাপে[১] ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে
এখনো যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া ॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন[২] মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা ॥
হইতে সোঁসর শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা।
থাকিয়া অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা ॥

১ গ, পু২, পী, বি,মু—শাপে ২ গ, পু২, পী—কারে

ফুলধনুতনু লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু ধনু বক্রিমা ।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা ॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া ।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া ।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে[1] ।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে ॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে ।
পদনখে রহিয়াছে দশগুণ[2] হয়ে ॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া ।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া ॥[3]
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী ।[4]
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
চক্ষে যিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু ।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু ॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা ।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা ॥
রতন[5] কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে ।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥

১ বি, মু—হৃদিমূলে ২ বি, মু—দশরূপ
৩ পু১—হার হয়ে রহিলেক বুক বিদারিয়া ॥
৪ গ, পু২, পী—বিনানিয়া বিনোদিয়া... ৫ গ, পু২, পী—অমূল্য

কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিল ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি ॥
শুন ব্যাস গোসাঁই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন ॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান।
অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান ॥
তপস্বী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥[১]
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা[২] উত্তরিলা আসি ॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া ॥

১ গ, পু২, পী—ত্বরাপর আস্তো... ২ পু১—অন্নপূর্ণা

তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে ॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা ॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥

শিবব্যাসে কথোপকথন

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি
রিপুনিন্দিনি গো।
জয়কারিণি ভয়হারিণি
ভবতারিণি গো॥
জটজালিনি শিরমালিনি
শশিভালিনি সুখশালিনি
করবালিনি গো।
শিবগেহিনি শিবদেহিনি
শিবরোহিণি শিবমোহিনি
শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি ঘনঘোষিণি
হঠদোষিণি শঠরোষিণি
গৃহপোষিণি গো।
মৃদুহাসিনি মধুভাষিণি
খলনাশিনি গিরিবাসিনি
ভারতাশিনি গো॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ভেদ[১] প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥

---

১ বি, মু—ধর্ম্ম

ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস ।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ।।[১]
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া ।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া ।।
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন ।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ।।
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপঃক্রিয়া ।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ।।
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয় ।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ।।
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর ।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর ।।
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহি লক লক ।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক ।।
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল ।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ।।
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন ।।
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক ।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক ।।[২]
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে ।
ভৎর্সিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে ।।
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর ।
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ।।

১ গ, পু২, পী—ভাষায় কি কব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ।।
২ পু১—শূল আন বলিয়া নন্দীরে দিলা ডাক ।।

বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া[১] হরি হরে কর ভেদ ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে ॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামন ॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও ॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর ॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে ॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥
জগৎপিতা মহাদেব তুমি জগন্মাতা।[২]
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয় ॥

১ গ, পু২, পী—পাইয়া
২ বি, মু—জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা

পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ॥
পড়িনু পড়ানু মত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে ॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী হৈতে যান ॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস ॥
এ বড় রহিল[1] শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকলি হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর ॥
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥
যদি করি বিষপান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঁই ॥
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস এইখানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকলি করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥

---

১ বি, মু—দারুণ

কাশীতে মরিলে জীব রামনাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকল পাইব এথা বসি।[১]
পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থুব ব্যাসবারাণসী ॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি
আগে ত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ-কপাটের কুঁজি
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥

১ বি, মু—সকলে পাইব যথা বসি।

গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম[১]
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ।।
এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে যান
বেদব্যাস মহাবেগবান্ ।
গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া
গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ।।
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
রচিবারে অন্নদামঙ্গল ।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল ।।

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে
আমি এই[২] অভিলাষী।
কাশী মাঝে ঠাঁই শিব দিল নাই
করিব দ্বিতীয় কাশী ।।
তমোগুণী শিব তারে কি বলিব
মত্ত ভাঙ্গ ধুতুরায়।
ডাকিনীবিহারী সদা কদাচারী
পাপ সাপগুলা গায় ।।
শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায়
গলে মুণ্ডঅস্থিমালা।

১ পী—গঙ্গা মোক্ষধাম জানি সেই হেতু তাকে আনি
২ গ, পু২, পী—এক

বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ
পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা ।।
যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল
তাহারে বেড়িয়া ফিরে ।
কেবল আপনি পতিতপাবনী
তুমি আছ তেঁই শিরে ।।[১]
জটায় তাহার তব অবতার
তাই সে সকলে মানে ।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অন্য জন কিবা জানে ।।
যত অমঙ্গল শিবে সে সকল
মঙ্গল তোমার প্রেম ।
নানা দোষময় লোহা যেন হয়
পরশ পরশি হেম ।।
যে কারণ নীর ব্রহ্মাণ্ড বাহির
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে ।
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কত হয় কত নাশে ।।
সে কারণ নীর তোমার শরীর
তুমি ব্রহ্ম সনাতন ।
সৃজন পালন নাশের কারণ
তোমা বিনা কোন জন ।।
যেই নিরঞ্জন চিৎরূপী হন[২]
জনার্দ্দন যারে কয় ।

১ গ, পী, বি, মু—গঙ্গা আছ সেই শিরে
২ বি, মু—সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপি জন

দ্রবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই
ইহাতে নাহি সংশয় ॥
তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্ষণে
না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্তভয় সেখানে কি হয়
যেখানে তোমার জল ॥
তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর ॥
যে মরে কাশীতে তারে মোক্ষ দিতে
রামনাম দেন শিব।
আর কত দায় ভোগ হয় তায়
তবে মোক্ষ পায় জীব ॥
কাশীতে আমার কৃপায় তোমার
এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি নির্ব্বাণ তখনি
বিচার না রবে তাহে ॥
ব্যাসের এমন শুনিয়া বচন
গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
তুমি কি করিবে কাশী ॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস ॥

কে তুমি কি শক্তি[১] আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল।
লীলায় অন্ধক সেই বধিল ॥
কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই।
কামিনী লইয়া বিহরে সেই ॥[২]
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।
ভব নাম ভব করিতে পার ॥
যাঁহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম ॥
কারণজল মোরে বল যেই।
কারণজলের কারণ সেই ॥
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন।
কাশীপতি কাশী কৈলা তখন ॥
থুইলা আপন শূলের আগে।
পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে ॥
করিবেন যবে প্রলয় হর।
রাখিবেন কাশী শূলউপর ॥

১ বি, মু—কীর্ত্তি

২ ইহার পরে এই ছয়টি ছত্র বি, মু-তে আছে—

অন্ন অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী।
গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী ॥
ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যার।
চক্রপাণি বাণ শাণিতধার ॥
চন্দ্রসূর্য্য রথচক্র আকার।
ত্রিপুর এক বাণে মৈল যার ॥

তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি[1] ॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জলনাশে নহে তার নিপাত ॥
তবে যে কহিলা তারক নামে।
মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে ॥
তুমি কি বুঝিবা তার চলনি।
আপনার নাম দেন আপনি ॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস ॥
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়।
শিবপদে মন করহ দড় ॥
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে ॥
পুন না নিন্দিহ[2] আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে ॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি ॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।

১ গ, পু২—জলনিবাসি ২ বি, মু—কহিও

কালের উচিত কর্ম্ম বুঝিনু[১] তোমার মর্ম্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে ॥
তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগলপাণি
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত আর কহ অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার ॥
আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে ॥
উচিত কহিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত ॥
জহ্নু মুনি করে ধরি পিলেক গণ্ডূষ করি
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে জানাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥
শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা
তোমা সমা পুণ্যবতী কেটা ॥
পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূতভৈরবের রোল
কোন সুখে আছ কোন রাগে ॥

---

১ বি, মু—জানিনু

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার

স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে পতি ভাব কর তারে
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম ॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও ॥
আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবা
বিষ্ণুপদোদক বিনা নহ ॥
শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান ॥
ব্যাসদেব এইরূপে মজিয়া কোপের কূপে
গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান ॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে ॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা ॥

নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা ॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি ॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি ॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা ॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে।
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে ॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান ॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম ॥[১]
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
ব্রাহ্মণের লক্ষণে ব্রাহ্মণ বটে সেই ॥[২]
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী ত নহে।
তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে ॥
পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া ॥

১ গ, পু২, পী—বুঝিয়া বুঝাও মোরে তার কিবা মর্ম্ম ॥
২ বি, মু—অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্ম সেই ॥

বৈপিত্র দু ভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটি[1] বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর ॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা।
যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সারা ॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি ॥
তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন[2]।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন ॥
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া ॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন ॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল ॥
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া ॥
জন্ম কর্ম্ম কথা সব সমান তোমার।
তুমি কলঙ্কের ডালি কলঙ্ক আমার ॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয় ॥
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায় ॥

---

১ গ, পু২, পী—নামেতে   ২ গ, পু২—রমণ

তুই কি জানিবি[1] ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
সে জানে মহিমা মোর[2] তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান।[3]
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥
ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥
দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া
ভাবেন ব্যাস গোসাঁই।
এই বড় শোক হাসিবেক লোক
মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে তারে আনি কাছে
সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায় শেষ করা যায়
ব্রহ্মার বর লইয়া॥

১ গ, পু২, পী—বুঝিবি ২ বি, মু—কিছু
৩ গ, পু২, পী—এত বলি ভাগীরথী কৈলা অন্তর্দ্ধান।

করি আচমন যোগে দিয়া মন
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্বরে
আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥
বিশাই দেখিয়া সানন্দ হইয়া
বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম জান বিশ্বমর্ম্ম
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥
তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড়
তেঁই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা
কেবা জানে গুণগ্রাম ॥
বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিয়া
পালহ হইয়া হরি।
শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর
তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥
আমারে কাশীতে না দিল রহিতে
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে আমি এইখানে
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥[১]
ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমায়
নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান করিতে বিধান
সে ভার আছে আমার ॥
এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে
তবে ত তোমারি হব।

১ পু১—প্রকাশিব ব্যাসকাশী

ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া
তোমারে পুরাণে কব ॥
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাসবারাণসী গড়ি দেখ বসি
আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥
যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ
মোরে পুরীভার লাগে।
কাশীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর
তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥
বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্বশুভধাম[১]
বিশাই যেই কহিল।
দৈব রুষ্ট[২] যার বুদ্ধি নাশে তার
ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥
অরে রে বিশাই তুই ত বালাই
কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ
তাহারে আনিতে চায় ॥
সভয় অন্তর নহ স্বতন্তর
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি যারে তারে মানি
বেগার খাটিতে জান ॥
তপোবলে কাশী দেখ পরকাশি
দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর যত কারিকর
হইবে দুঃখী বেগার ॥

১ গ, পু২, পী—সর্ব্বগুণধাম ২ গ, পু২, পী—দুষ্ট

বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা কাশী প্রকাশিবা
কেন কর হেন আশ॥
নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর অনন্ত অজর
আদ্য বিভু নিরঞ্জন॥
কার্য্য সাধিবারে এই যে আমারে
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন দেখহ তুর্জ্জন
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত[1] কয়ে নানা মত
লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান গেলা নিজ স্থান
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত
করিবে কথামথায়॥

ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্।

১ গ, পু২, পী—যত

রঙ্গতরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয়
অর্পয় সর্পকলাপম্‌।
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয়
মম রিপুশমনলুলাপম্‌ ॥
কনক কুসুম পরিশোভিত কর্ণে
কর্ণয় ভক্ত কপালম্‌।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব
দেহি পদং দুরবাপম্‌ ॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি[১] করিয়া ॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ॥
শিবনাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী ॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে।
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন ॥

---

১ পু১—করুণা

কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর ॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে[১] কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে ॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল ॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল ॥
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই ॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥
যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর ॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা ॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা ॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী ॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মনে কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥[২]

১ গ, পু২, পী—কহিতে   ২ পু১—অন্নদার ধেয়ানেতে বসিলেন ধীর ॥

বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি[১] পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।
কত মুখ কত জন বেতাল ভৈরবগণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগী
বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে ॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ ॥
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও ॥

১ গ, পু২, পী—লয়্যা

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে ।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ।।
ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে ।
কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে
উছট লাগিলা পদ টলে ।।[১]
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ।।
ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর ।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর ।।
তুমি ঠাঁই নাহি নিলে কাশী হৈতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান[২] ।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান ।।[৩]
হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিবা[৪] বর
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও ।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও ।।

১ পু১—উছট লাগয়ে পদতলে ।। ২ গ, পু২, পী—অভিমান
৩ পু১, গ, পু২, পী—বর লৈতে করে মোর ধ্যান ।
৪ বি, মৃ—দিলা

সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাসবারাণসী ॥
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥
বলি রাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥
মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণাপদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে ॥
কত মায়া কর কত কায়া ধর
হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে ॥
এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।

যদি না তারিবে যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে ॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কুটকুটি কানকোটারির কিলিবিলি ॥
কোটরে নয়ন ছুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥[১]
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে ॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন·বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে ॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায় ॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি ছুই হাতে চুলকান চুল ॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥

১ পু১—থুতি মিলাইয়া নাসা…

বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই
কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড় ॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর ॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥
তোর মনে আমি বুঝি এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব ॥
উর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা সুখায়েছে আঁত ॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া[১] চলি গুড়ি গুড়ি।
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥
কানকোটারিতে মোর কান কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এ ত বড় জ্বালা ॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান ॥

---

১ পু১—বৈঁকা

জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥
বুড়ী দেখি[১] অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এ ত বড় জ্বালা ॥
পুনশ্চ চলিলা দেবরী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥

---

১ পু১—বলে

বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু ॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায় ॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব ॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী ॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয় ॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী

ভুল না রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর ॥
দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।

শঙ্কর শঙ্কর এ তিন অক্ষর
মালা করি গলে পর ॥
এ ভব সাগরে না ভজিয়া হরে
কেন মিছা ডুবি[১] মর ।
ভারতের মত শুন রে ভকত
ভবে ভজি ভব তর ॥

বিরসবদন দেখি ব্যাস তপোধনে ।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে ॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ ॥
জ্ঞানঅহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া ।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিযা ॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে ।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে ।
সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আরো কৈলা পাপ ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ ॥
অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে ।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর ।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে ।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া ।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া ॥

১ গ, পু২, পী—বুড়্যা

তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ ॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার ॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।[১]
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এখানে মরিবে যেই গর্দ্দভ হইবে।[২]
এই হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে ॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া ॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাসবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥

---

১ পু১, গ, পু২, পী—পার না পাইয়া কেন…
২ বি, মু—এখানে যে মরিবে সে গর্দ্দভ হইবে।

কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ

কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া॥

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি॥
কুবেরের আজ্ঞা পায় বসুন্ধর বেগে ধায়
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানা জাতি তুলে ফুল যাহে মত্ত অলিকুল
যার গন্ধে মদন মোহিত॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিয়া টান
ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোর আর বিলম্ব না সহে।
কোকিলহুঙ্কার কাল ভ্রমর ঝঙ্কার শাল
মলয়পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি ফুল দিয়া
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
এ সময় নাহি দিও ফের॥
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয় ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।
আমার বচন ধর আজি রতি পরিহর
পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু
এ কথা শিখিলা কার কাছে।

সাপে যারে কামড়ায় রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে ।।
কাম কাল বিষধর বিষে আমি জর জর
তুমি সে ঔষধ জান তার ।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে অন্নদার নাম লয়ে
আরম্ভিলা কত ফের ফার ।।
অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে ।
দেবাসুরে সুধা লাগি সিন্ধু মথি দুঃখভাগী
সে সুধা সঘনে পেও মুখে ।।[১]
এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে ।
দেখ দেখি মহাশয় সম্ভোগে কি সুখ হয়
তোমায় আমায় গলে দিলে ।।
মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে ।
বিপরীত রতি রঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ।।
এইরূপে বসুন্ধরে বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে
বসুন্ধরা মোহিত করিল ।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
বসুন্ধর মদনে মাতিল ।।
সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
রতি রসে দুজনে রহিল ।
এথায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি
একমনে ধ্যান আরম্ভিল ।।

১ পু১—সে সুধা চুম্বনে প্রিয়ামুখে ।।
গ, পু২, পী—সে সুখ চুম্বনে প্রিয়ামুখে ।।

সংহতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ কুবের যক্ষের রাজ
সভয় হইল কম্পমান ॥
অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে
আনি দিল অন্নদা গোচরে ॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে শাপ দিল দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও মনুষ্যশরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয়

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া[১]
শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা ॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ
তুমি দেবী জগতজননী।
ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন
কোন সুখে যাইব ধরণী ॥

১ পু১—দেহ মোরে পদছায়া

অপরাধ অল্প মোর শাপ দিলা অতি ঘোর
নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ না পাব জ্ঞানের লেশ
পরদুঃখে হইব দুঃখিত।
মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার
নিগম আগমে সুবিদিত ॥
গর্ভবাস পাছে হয় ব্রহ্মাদিরো এই ভয়
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।[১]
ভব ঘোর পারাবারে তোমা বিনা কেবা পারে
যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥
অপরাধ হইয়াছে আর কত শাস্তি আছে
কুম্ভীপাক রৌরব প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয় মরতে যাইতে ভয়
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি ॥
ক্রন্দনেতে দুহাঁকার দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা ॥
হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত[২] পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥

১ গ, পু২, পী—সেই ভয়ে লোক তোমা ভজে ॥
২ গ, পু২, পী—পূজা

শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয় ।
তব অনুগ্রহ যথা কৈলাস কৌশল তথা
চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয় ।।
যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া ।
পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া ।।
এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল ।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা দুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল ।।

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে ।
সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে ।।
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে ।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ।।
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার ।
কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ।।
সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ।।
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান ।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ।।
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান ।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ।।

পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥
হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা[১] একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি ॥[২]
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া ॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায় ॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে ॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন ॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥[৩]

১ পু:—খাড়ু   ২ বি, মু—পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥
৩ পী—আমি যে পদ্মিনী হবো চিহ্ন কি জননী ॥

ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে ॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে[১] হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড় ॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥
এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে ॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর ঠাঁই বল কিবা কার্য্য আছে ॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥
আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা[২] তাহাতে ॥
কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।
হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে ॥

১ গ, পু২, পী—পদ্ধতিতে ২ গ, পু২, পী—থুইলা

পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।
অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা ॥
হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয়।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয় ॥
স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ভিণী হইল ॥
শুভ ক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল ॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।

বনে মাঠে বেড়াইয়া কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে ॥
এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে[১] ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথনরঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে ॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাট খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি ॥
হরিহোড় যেথা যান কাট ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা ॥
দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে
বোঝাবান্ধা কাট আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায় ॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥

---

১ গ, পু২, পী—নানা রসে

দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
অরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধ লাভ মনে গুণি
মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর
সাঁঝ হৈলা সেইখানে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
কহেন চলিতে নারি রেতে॥
কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে॥
অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।

গেল চারিপর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥
হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
অরে বাছা না ভাবিহ দুখ ।
ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে
ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া

ভবানী বাণী বল এক বার ।
ভবানী ভবের সার ॥
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবনদী করে পার ।
ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া
ভব তরে ভবভার ॥
ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে
ভবনে ভবানী তার ।
ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ
ভবানী ভরসা যার ॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি ।
না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী ॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে ।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে ॥
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয় ।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয় ॥

১ গ, পু২, পী—ইহলোকে নানা ভোগ শেষে মোক্ষ হয় ॥

অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায় ॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি ॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া ॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে ॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম ক'রিল ॥
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি ॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী ॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও ॥
হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি ॥
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ ॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল[১] হয়ে ॥

১, গ, পু২, পী—হাস্যমুখী

ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে॥
ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
এ কি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয়॥
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥
হেমঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর।
অনিমিক নয়নে সলিল ঝর ঝর॥
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ হাসিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ে বরদান

ভয় কি রে অরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।[১]
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥

১ গ, পু২, পী—ওরে বাছা হরিহোড় না করিহ ভয়।

দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ ।।
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে ।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ।।
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে ।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে ।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয় ।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ।।
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান ।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ।।
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয় ।
ভেলকীতে কত ভাত ঘুঁটে সোনা হয় ।।
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া ।
বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া ।।
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে ।
দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে ।।
কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে ।
শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে ।।
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে ।
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ।।
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া ।
প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া ।।
হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা ।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা ।।
হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে ।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে ।।

হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান ॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে ॥
তবে সব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥
কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা ॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর ॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায় ॥
মুখপদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে।
মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরিহোড়ে ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।[১]
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ ॥[২]
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায় ॥
এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বসুন্ধরার জন্ম

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর ॥

১ পী—চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস ছয়।
২ পী—ভোজন করিল হরিহোড় মহাশয় ॥

কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া ॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন ॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥
হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে ॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে[১] রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া ॥
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ॥

১ গ, পু২, পী—আপনি

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে ॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি ॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য।
হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য ॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভর্ৎসনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায় ॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে ॥
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা ॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।
তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত ॥
ধুমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া ॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া ॥

ভবিতব্য ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে ।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ।।
শুভ ক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈলা আসি ।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী ।।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া ।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া ।।
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল ।
চারি সতিনীর সদা বড়ই[১] কন্দল ।।
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে ।
নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে ।।
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার ।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর ।।
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে ।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে ।।
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা ।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা ।।
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল ।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল ।।
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে ।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে ।।
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায় ।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ।।

নলকূবরে শাপ

কুবেরের সুত রূপ গুণযুত
বিখ্যাত নলকূবর ।

১ পু১, গ, পু২, পী—বাড়য়ে

তাহার কামিনী চন্দ্রিণী পদ্মিনী
দুঁহে প্রেম অতিতর ॥
চৈত্র মধু মাস বসন্ত প্রকাশ
তরু লতা সুশোভিত ।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
সৌরভে বিশ্ব মোহিত ॥
কুঞ্জবনে গিয়া রমণী লইয়া
বিহরে নলকূবর ।
রমণী সঙ্গেতে বিহরে রঙ্গেতে
আর যত সহচর ॥
শুক্ল অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে
পূজা লইবার মনে ।
অন্নদা জননী চলিলা আপনি
লয়ে সহচরীগণে ॥
যাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে
নলকূবরের খেলা ।
দেখি বনশোভা মন হৈল লোভা
কৌতুক দেখিতে গেলা ॥
নৃত্য বাদ্য গীত গন্ধে আমোদিত
নানা ভোজ্য আয়োজন ।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা প্রফুল্ল মল্লিকা
শীতল মন্দ পবন ॥
কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া
কে বুঝি পূজে আমারে ।
এ কৈল যেমন না দেখি এমন
এই সে ধন্য সংসারে ॥

হাসি জয়া কহে ও মা এ সে নহে
এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে
উহারে আঁটয়ে কেটা ॥
ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী
ও করে কামবিহার।
পূজিছে তোমারে বল কি বিচারে
কি কব আমি ইহার ॥
ধনমত্ত যেই সে কি সেবা দেই
আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া
এখনি মর্ম্ম পাইবা ॥
পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে
না যেও নারীর বেশে।
মত্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে
লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥
শুম্ভনিশুম্ভারে বধ করিবারে
মোহিনী হইয়াছিলে।
গৃহিণী করিতে আইল লইতে
মো সবারে লাজ দিলে ॥
জয়ার বচনে হাসি মনে মনে
আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে কৌতুক অশেষে
নিকটেতে উত্তরিলা ॥
কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সুজন
কেমন বুদ্ধি তোমার।

পণ্ডিত হইয়া　　পর্ব্ব না মানিয়া
করিছ রতিবিহার ॥
এই যে অষ্টমী　　পুণ্যদা এ তমী
অন্নদার ব্রততিথি।
ইহাতে অন্নদা　　অবশ্য বরদা
তাঁহারে কর অতিথি ॥
এই দিব্য স্থল　　এ দ্রব্য সকল
অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে　　যুবতীবিহারে
কেন কর প্রেতভোগ্য ॥
এমন শুনিয়া　　হাসিয়া ঢুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া　　অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িমযুক্ত বচনে ॥
অতিমত্ত মদে　　না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে　　ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥
এ সুখযামিনী　　এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া　　পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক ॥
জানি অন্নদারে　　সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন　　কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥

শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার ॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া
বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেত্নিনী
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
নলকূবরেরে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে বান্ধিয়া রঙ্গেতে
দিল অন্নদা গোচরে ॥
অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া
শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্ত্যলোকে যাও নরদেহ পাও
রায় গুণাকর ভণে ॥

নলকূবরের প্রাণত্যাগ

কান্দে নলকূবর দুঃখিত।
চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত ॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ।
দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥

কেন দিলা নিদারুণ শাপ।
ভূমে গেলে বাড়িবেক তাপ[১] ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে।
সুঁপে দেহ শমনের কাছে ॥
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব।
তথাপি ভূতলে না যাইব ॥
ভূমে কলি বড় বলবান্।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান ॥
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া।
পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া।
মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥
ভয় নাহি ও নলকূবর।
চল তুমি অবনী ভিতর ॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস।
ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥
পুনরপি এখানে আসিবে।
কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে।
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে।
আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা।
এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা ॥
অধম নরের ঘরে যাব।
কোন গুণে অন্নদারে পাব ॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে।
কি জানিব ভজন পূজনে ॥

১ গ, পু২, বি, মু—পাপ

সন্তান কেমন মেনে হবে ।
তাহে কি দেবীর দয়া রবে ॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি ।
ভয় নাহি চল রে অবনী ॥
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে ।
মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে ॥
আপনি তোমার ঘরে যাব ।
বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে ।
তাহাতে আমার দয়া রবে ॥
এত শুনি কুবেরনন্দন ।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন ॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে ॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত

অভয়া দয়া কর আমারে গো ।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো ॥
দানবদমনী শমনশমনী
ভবানী ভবসংসারে গো ।
সংকটতারিণী লজ্জানিবারণী
তোমা বিনা কব কারে গো ॥
জঠরযন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা
কত সব বারে বারে গো ।

দয়াদৃষ্টে চাহ ত্বরায় তরাহ
ভারতেরে ভবভারে গো ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে ।
উত্তরিল ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে ॥
ধন্য ধন্য পরগনা বাগুয়ান নাম ।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম ।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম ॥
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে ।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে ॥
তাহে রাম সমদ্দার নাম এক জন ।
শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী ।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি ॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা ।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা ॥
শুভ ক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস ।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে ।
ভবানন্দ নাম হইল ভবের আনন্দে ॥
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায় ।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায় ।
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে ।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার ।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার ॥

চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত।
সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত ॥
নানা রসে মজুন্দার দুঁহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী ॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী ॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে ॥

অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা

কে জানিবে তারানামমহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগম নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধাম নাম
শিবের সেই সে অণিমা গো॥
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাময়ী মা গো॥[১]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥

১ বি, মু—কি কর কৃপাবক্রিমা গো॥

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥

পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥

ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয় পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোনার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥

আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবত হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার ॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥
করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

অন্নদামঙ্গল

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

যশোর নগর[১] ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হইল বর্দ্ধমান॥

১ পু২, গ—নগরে

দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালি লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার ॥
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে ॥[১]
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥

বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥

১ পু২, গ—প্রসঙ্গ শুনিলা সেইখানে ॥

বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার ॥
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল ॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা*

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখি তাহারে।[১]
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥[২]

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার ॥

* "সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা" অংশের পূর্ব্ব অংশ পু৪ ও পু৫-তে নাই
১ পু৪—আল আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে ॥
পু৫—অরে আমার প্রাণ কেমন করে রে না দেখে তাহারে।
পু২, গ—প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে।
পী—আমার প্রাণ কেমন করে না দেখে বিদ্যারে।
২ পু৫—যে করিছে আমার মন কহিব কাহারে ॥

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥[১]
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাবিদ্যমানে[২] যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাসসাগরে ॥[৩]
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা[৪] শরীর পাতন ॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির[৫] অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ ॥

১ পু৪—বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ ॥
পু৫—বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ ॥
পী—বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ ॥
২ পু৪, পু৫—বিদ্যা বর্দ্ধমানে
৩ পু৫—খেয়া দিনু প্রেমতরী সমুদ্রের নীরে ॥
৪ পু৫, পু২, গ, বি—কিবা
৫ পু৪—মনরথ পু৫—মনরম পু২, গ, পী—মনোহর

বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥[১]
গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক ধক।[২]
মণিময় আভরণ করে চকমক ॥[৩]
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর ॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়[৪]।
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায় ॥
অতসীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥
অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল ॥
তীর তারা উল্কা বায়ু[৫] শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার ॥[৬]
বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাথে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে ॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥

১ পু৫—মাণিক কলগা ডুরে চকমকি হীরা ॥
২ পু৪, পু৫—গলে দোলে ধুকধুকি তার ধকধকি।
৩ পু৪, পু৫—মণিময় আভরণ তার চকমকি ॥
৪ পু৪, পু৫, পী—গলায়
৫ পু৫—বাত
৬ পু৪—কত ঠাই কত দেখে পথেতে কুমার ॥
পু৫—কত ঠাঞি কত গ্রাম কত কব তার ॥

জানিলা লোকের মুখে এই বৰ্দ্ধমান ।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ।।

সুন্দরের বৰ্দ্ধমানপ্রবেশ

দেখি পুরী বৰ্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ ।[১]
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ ।।
চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময় ।
কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের হুড়হুড়ি
সলখে বাণের গড় হয় ।।[২]
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি ।[৩]
তীর গুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ।।
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস ।।
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা ।
দয়া সৰ্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ।।

---

১ পু৪—ধন্য২ এই গৌড দেশ । পু৩—ধন্য২ গৌড প্রদেশ ।
২ পু৫—সমুখে প্রধান গড ছয় ।। ৩ পু৪—শঙ্খ ঘণ্টা ঘন বাজে ঘডি ।

যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হইতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর[১]
না কহিলে যাইতে না পাও ॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য[২] কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥
দ্বারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবা হরকরা ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর ॥
বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী হেতের ধরা[৩]
ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥
ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার[৪] ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি ॥

---

১ পু৪—…কোন বা বেবসা কর ২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—দক্ষিণেতে
৩ পু৪, পী—ঘোড়াচড়া জোড়াপরা পাচ হাতিয়ার ধরা
৪ পু৪, পু৫, পী—খুরধার

সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখি লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বখশীরে কয়ে ॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥
ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়[১]
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

গড়বর্ণন

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায় ॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরু চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া
হেলয়ে মলয় বায় ॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন ইঙ্গিতে
ভারতে ফিরিয়া চায় ॥

---

১ পু৪, পী—ভুরসিট পরগণায় নরেন্দ্র নরেন্দ্র রায়
পু৩—ভুরসিট পরগণায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়

দ্বারীরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম[1] বস্ত্র ॥
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥
সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন।[2]
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন ॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে ॥

১ পু৪, পু২, গ—দিব্য

২ পু৪—সেই গড়ে বৈসে দেখে যত মহাজন।

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া ।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া ॥[১]
সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর ।[২]
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥
চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা ।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা ॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার ।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম ।
যমালয়সমান লেগেছে ধুমধাম ॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি ।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি ॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায় ।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায় ॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া ।[৩]
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥[৪]
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি ।
ঠেকিবা যখন সুখ[৫] জানিবা তখনি ॥

১ পু৫—প্রবেশে ভিতর গড় কালিকা স্মরিয়া ॥
পু৩—প্রবেশে ভিতর গড়ে ভবানী ভাবিয়া ॥
২ পু৪, পু৩—সমুখেতে দেখে চক চান্দনি সুন্দর ।
৩ পু৪, পু৩—ছাতি ফাটে তৃষায় না দেয় কেহ পানি ।
৪ পু৪—দেখিয়া সুন্দর রায় ভাবেন ভবানী ॥
পু৩—দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবয়ে ভবানী ॥
৫ পু৫, পী—দায়

পুরবর্ণন

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী[১] জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী ॥
উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার[২] স্মৃতি দরশন ॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥

পু৪—টাঙ্গন ২ বি—অভিধান

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী[১] কামার কুমার॥
আগরী প্রভৃতি[২] আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল[৩] বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন॥
কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।[৪]
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥[৫]

১ পু৪—চাসা ২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—ময়রা ৩ বি—মালি
৪ পু৩—কুহুং শবদে কোকিলগণ ডাকে।
৫ পু৪, পু৫, পু৩, পী—রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়।

শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বৰ্দ্ধমান নামখানি ॥[১]
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয় ॥[২]
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা ॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
করে[৩] লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই[৪] ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥
হেন কালে নগরিয়া[৫] অনেক[৬] নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী ॥

১ পু৪, পী—কাম বুঝি থুইল নাম বৰ্দ্ধমানখানি ॥
পু৩—নাম বুঝি থুইল তেঞি বৰ্দ্ধমানখানি ॥
২ পু৪, পু৩—এ জল দেখিয়া জ্বালা দ্বিগুণ জ্বলয় ॥
৩ পু৪, পু৫, পু৩, পী—হাতে ৪ পু৪, পী—সেই
৫ পু৪—নগরের ৬ পু৩—যতেক

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী[১] খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কষিয়া ॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিয়া ছাদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে ॥
দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদনজ্বালায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥
কহে এক জন লয় মোর মন[২]
এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥

১ পু৪, পু৩—ঘোমটা
২ পু৪, পু৫, পী—বলে আর জন লয় মোর মন

আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী[১] জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥
সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না[২] জানি তখন কি করে শেষে॥
রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর[৩] না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে॥

১ পুঃ—নবনী ২ পুঃ—কি ৩ পুঃ—ভার

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
মোহন চিকনকালা নানা ফুলে বনমালা[১]
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিম[২] ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে ॥
কস্তূরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥[৩]

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
আন ছলে পুন[৪] চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখিমত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে ॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি[৫] কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে ॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

১ পু৪, পু ৫—গাঁথি মালা ২ পু৪, পী—কালিয়া পু৫—চিকন
৩ পু৫—রমণী কেমনে রবে··· ৪ পু৫—পাছু ৫ বি—কড়ে

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে[১] কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি॥[২]
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে[৩] ফুল আইল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি[৪] রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া[৫] যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥
খুঙ্গী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্‌খানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥

১ পু৪, পু৫—জানে
২ পু৩, গ. পী, বি—চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
৩ পু৫, পু৩, গ, পী—বৈকালী
৪ পু৪, পী—কভু
৫ পু৪, গ, পী—জিজ্ঞাসি

মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা[১] আসি যাই ॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয় ॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব[২] সবিশেষ ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা[৩]
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—নিত্য ২ পু৪—পাইব ৩ পু৪, পু৫, পী—ঘুচা

নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি[১] বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়[২]
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
নিকটেতে সরোবর[৩] স্নান করি কবীশ্বর[৪]
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব[৫] হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব॥

---

১ পু৪—ডালে ২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—মালিনীর যত্নে রায়…
৩ পু২, গ, বি—দামোদর ৪ পু৪, পু৩, পী—কবিবর
৫ পু৪, পু৫, পু৩, পী—গোন

কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ[১] মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে[২] মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের[৩] কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী[৪]
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিল তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে[৫] আজবোজ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।[৬]
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।[৭]
যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর॥

১ পু৫, পু৩—চক্ষু ২ পু৪, পু৩—লাগি ৩ পু৫—কুলের
৪ পু৪—সুন্দর বলেন মাসী… ৫ পু৪—বেটা
৬ পু৪—চলে হাটে… ৭ পু৪—অরে বান্যা…

রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া ॥
দর করে এক মূলে ঝুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ী নিরূপণ কাহনেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥[১]
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥
দিয়াছে যে কড়ি যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।[২]
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥

লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে ॥

১ পুঃ—টাকাটায় শিকাটা বেপার ॥
২ পুঃ—নাগর হে গিয়াছিলাম নগরের হাটে।

তোমার কথায়[১] টাকা লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥[২]
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা ॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে[৩] কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা ॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক ॥

১ পু৪—হাতে ২ পু৪, পু৩—মাসী ভাল কিবা মন্দ বুঝহ আপনি
৩ পু২, গ—বাপু

দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি ॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে ॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি ॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥[১]
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল ॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে।
শুয়েছে[৩] সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে ॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজদরবার।
কহ শুনি[৪] রাজার বাড়ীর সমাচার ॥

১ পু৩—যে লাজ পেয়েছি হাটে কি কব উত্তর ॥
২ পু৫—সুন্দর নিকটে···
৩ পু৩—শুতিল
৪ পু৪, পু৫, পু৩, পু২, গ, পী—দেখি

রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন ॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে[১] কে বট আপনি ॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে ॥
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে ॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাঁহার ঠাকুর ॥
সুন্দর আমার নাম তাহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয় ॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয় ॥
বাপধন বাছা রে বালাই যাউক দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥
কৃপা[২] করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এক ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির ॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজার এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি ॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা[৩] বড় চমৎকার ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—মোরে
২ পু৪, পু৩, পী—দয়া
৩ পু৪, পু৫—কথা

লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিত কহি বুঝ অনুসারে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার রূপবর্ণন

নবনাগরী নাগরমোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী॥
শারদ পার্ব্বণ শীধুধরানন
পঙ্কজকানন মোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারত মানস মানস সারস
রাস বিনোদ বিনোদিনী॥

বিনানিয়া[১] বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী[২] তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।[৩]
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥[৪]

১ পু৪, পু২—বিননিয়া ২ পু৫, পু৩, পু১, গ—পাপিনী
৩ পু৪, পু৩—কে বলে শারদ শশী মুখের তুলনা।
৪ পু৪, পু৩—পদনখে তার আছে পড়ে কত জনা॥

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল[১] দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি[২] ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরিমধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি[৩] তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥

১ পু৪, পু৫—কদম্ব ডরে ২ পু৫—অমাবস্যা ৩ পু৪—জিনি

জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত ॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন ॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায় ॥
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত ॥
ইথে বুঝি রূপসম নিরুপমা গুণে।[১]
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম ॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে ॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত ॥
দেখি[২] আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।

---

১ পু৫—ইথে বুঝি তার সম নাহি রূপ গুণে।

২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—বুঝি

কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড় ॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥
ভাল বলি হাস্যমুখে[১] হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু[২] বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।[৩]
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধুমে ॥[৪]
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

মাল্যরচনা

কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রতপালিকা ॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।

১ পু৪—হাস্যা হাস্যা ২ পু৩—গাঁথিলে
৩ পু৫—বোলে চালে গেল দিবা ঘুমে বিভাবরী।
৪ পু৪—ভারত পড়িয়া গেল মালা গাঁথা ধুমে ॥
পু৫—ভারত বলিছে ভাল মালা গাঁথ্যা মরি ॥

কুসুমআকর কিঙ্কর[১] তায়
মলয় পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিবে ভূপতিবালিকা ॥
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নবরবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
অশোক কিংশুক মধুটগর
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর[২]
গন্ধরাজ জুতি ঝাঁটি মনোহর
বাসক বক সেফালিকা ॥
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাঁতি
গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী
আচু কুরচীর জালিকা।
ধুতূরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা ॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।

১ পু৪, পু৫, পু২, গ—চাকব ২ পু৫—চম্পক পলাশ নাগেশ্বব

যে দিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়নকমল কামে টালিয়া রে ।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি ।
অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি ॥
পাতা কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে ।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু ।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
গড়িয়া[১] অপরাজিতা থরে কৈল চুল ।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিলফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী ।
চাঁপার পাকড়ী[২] দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া ।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া ।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর ।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—গাঁথিয়া ২ পু৩—কলিকা

থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ॥
চিত্র কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে ॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয় ॥
করিসুতশুণ্ড সমউরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা ॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার ॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায় ॥
বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে ॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিতলোচনে ॥

মালিনীকে তিরস্কার

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥

এত বেলা হৈল পূজা না করি ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ।।
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে ।
কালি শিখাইব মায়ের আগে ।।
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট ।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট ।।
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম ।
এত ক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ।।
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা ।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা ।।
কি করিবে তোরে আমার গালি ।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি ।।
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে ।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ।।[১]
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি ।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ।।
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা ।
তোমার কাজে কি আমার হেলা ।।
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ ।
করিনু ভাল রে হইল মন্দ ।।
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম ।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম ।।
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস ।।
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার ।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার ।।

পুঃ—ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে

পুন কি যৌবন ফিরি আইল ।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল ।।
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে ।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ।।[১]
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর ।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর ।।
ছাড় আই বলা জানি সকল ।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায়[২] জল ।।
বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ।।
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া ।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ।।
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল ।
শর হেন ফুল[৩] বুকে ফুটিল ।।
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল ।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল ।।
ডগমগ তনু রসের ভরে ।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ।।

মালিনীকে বিনয়

কহ ও লো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে ।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না ছলে ।।

১ পু৪—জীবন যৌবন গেলে না ফিরে ।। ২ পী—আগায়
৩ পু২, গ, বি—ফুলশর

হীরা কহে শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল ॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া ॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে ॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে ॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল ॥
কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর ॥
বঞ্চি বাপ মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।

পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয় ।।
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম ।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম ।।
বুঝিতে তোমার আচার বিচার
সে কৈল এ ফুলখেলা ।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা ।।
তোমার লাগিয়া নাগব রাখিযা
গালি লাভ হৈল মোর ।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর ।।
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচল ধরিল ধনী ।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী ।।
থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর ।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর ।।
কামানল জ্বেলে যেতে চাহ টেলে
নাতিনীঘাতিনী বুড়ী ।
কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে[১]
বাপার ভাল শাশুড়ী ।।

১ পু৩——...আই মা কি বলে

এসে বৈস এয়ো হৌক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন ॥
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে ॥
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমরপাঁতির দেখা ॥
গৃধিনীগঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুঁড়াইয়া[১]
থুলা ভুরু ধনু ছুলে ॥
অধরবিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখি ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত[২]
কামের কনকআশা।[৩]
রসের[৪] আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণিপরকাশা ॥

১ পু৩—চড়াইয়া ২ পু৫, পু২, গ, পী, বি—সুললিত
৩ পু৫—কামের কামান আশে। ৪ পু৪, পু৫, পু৩, পী—মদন

যুবতীর মন সফরীজীবন
নাভি সরোবর তার।
ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই[১]
ভারত রসের চূড়া ॥

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥[২]

১ পুঁ৪—তেঁঞি
২ পুঁ৪-এ ইহার পর নিম্নোক্ত চারি পংক্তি অধিক আছে,—
যতনে রাখিবে তাঁরে গোপন করিয়া।
সত্য কর আই মোর মাথে হাত দিয়া ॥
সাবধান হয়ে আই যতনে রাখিবে।
তুমি আমি তিনি বিনে অন্যে না জানিবে ॥

অনুমানে বুঝিলাম[১] জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা ॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥[২]
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই।
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময়[৩] হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনি আই তাহার উপায় ॥
মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥
পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩—জানিলাম
২ পু৫—বিদ্যার যে পতি তারা দাস যে বিদ্যাব
পু৩—বিদ্যার কি পতি তারা দাস হয়া ভার।
৩ পু৪, পু৫, পু৩, পী—মণিময়

কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী ।
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি ।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্ ॥

কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয় ।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয় ॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার ।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষরে গণ তিন বার ॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে ।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায় ।
বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর ।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা[১] দেবীগলে দিতে ।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে ॥
দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥[২]
ব্যস্ত দেখি তারে কালী[৩] কহেন আকাশে ।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥

১ পু৪—কুসুমমালা পু৫, পু৩—চন্দনমালা
২ পু৩—সাঙ্গ না হৈলা পূজা হৈল অঙ্গহীন ॥ ৩ বি—দেবী

পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময় ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইলা আশ ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেতস্থান রথের নিকটে ॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া[১] রথের কাছে কহিল বিদ্যায় ॥
আথিবিথি[২] সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা তুঁহারে দেখায় ॥
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥
শুভ ক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥
দুহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে ॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা তুঁহে তুঁহা হৃদয় লইয়া ॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল ॥[৩]

১ পু৪, পু৫, পু৩—থুইয়া ২ পু৪, পু৩—আস্তে ব্যস্তে
৩ পু৪—ভারত কহিছে প্রেম এমতি জঞ্জাল ॥

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি[১]
পুরুষের আটগুণ মেয়ে॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
ব্যাপার না হইবে প্রত্যয়॥
তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট॥
এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নট তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার॥
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোনরূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শিহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা ত না রবে॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পু২, গ—কত জাতি

ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থহেতু
তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল ॥
তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ[১]
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই[২] উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায় ॥
এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার ॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মতছাড়া কভু[৩] নয় ॥
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়[৪]
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া ॥

১ পু৫—···মোর যাবে নাক কান ২ পু৪, পী—দেখি
৩ পু৪—কেহ ৪ পু৪, পু৫, পু৬—সহচরীগণ কয়৷

কেবা তুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বূল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি ॥
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল[১]
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে[২]
নারিকেলে জলের সঞ্চার ॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী ॥
বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি[৩]
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥
এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল ॥

১ পু৪—·· বিশেষ বুঝিয়া বল
পু৬, পী—বিদ্যা বলে হীবা চল বিশেষ বুঝায়া বল
২ পু৩—কালী অনুকূল হবে···
৩ পু৪—রুক্মিণীর মত কর্যা মোরে যান লইয়া হর্যা

সন্ধিখনন

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে ॥
লকলকরসনে কড়মড়দশনে
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অটঅটহাসে কটমটভাষে
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥
লটপটকেশে সুবিকটবেশে
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার ॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি[১] কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥

১ পু৪, পু৩, পু২, গ—সিঁদ

তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া।।
পূজা[১] করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়।।

অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল।।
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়।।
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে।।
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়।।

কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনীবিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ।।
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার।।[২]
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল।।

১ পু৪, পু৩—যত্ন

২ এই পংক্তির পর পী-তে আছে—
বান্ধিল স্ফটিক দিয়া তার চারি পাশ।
দেখিতে সুড়ঙ্গ শোভা বাড়িল উল্লাস।

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা[1]
মদন মোহিত লাজে ॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের[2] সাগর
রসিক রসের শেষ ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া তুরু তুরু
কাঁপয়ে আবেশ রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে ॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে।
ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুখের শূল ॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখি এড়াইতে নারে।

১ পু৪—রতিকামলোভা

২ পু৪—রসের পু৫, পু৩, পু২, গ—···প্রেমে গরগর

আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে ।।[১]
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তারে ।
তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে ।।
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা ।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা ।।
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর ।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের প্রায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর ।।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর ।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর ।।
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী ।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা[২] হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী ।।

---

১ এই পংক্তির পর পী-তে আছে—
কাটিয়া ধরণী আইসে অমনি
করি যাতায়াত পথ ।
কপালে কি আছে কব কার কাছে
পুরাবে কে মনরথ ।।

২ পী—লজ্জা

রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা।।
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে।।
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়।।
দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়।।
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে।।
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায় না চিন ইহায়
সুন্দর বিদ্যার বর।।

সুন্দরের পরিচয়

এ কি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই।
ভুবনমোহন রূপ ।।
কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন না দেখি এমন
মদনমোহন কূপ ।।
থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনূপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ।।

বিদ্যার আজ্ঞায়[১] সখী সুলোচন কয়।
কে তুমি আইলা এথা দেহ পরিচয় ।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ।।
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ।।[২]
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ।।
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে ।।[৩]

১ পু৪—আদেশে

২ পু৪, পু৩—দেবতা গন্ধর্ব্ব নহি... পী—দেব যক্ষ নাগ নহি.

৩ ইহার পর পু৪-এ নিম্নের দুই পংক্তি আছে—

তোমার ঠাকুরঝির প্রতাপ এমনি।
আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন অবনী ।।

প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত[১] অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥
দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার ॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন ॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর ॥

পু৪—অনাহূত পু৫, পু৩, পী—অভুক্ত

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ॥[১]
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার ॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর ॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদু স্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে ॥
চোরবিদ্যাবিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধু জন ॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে ॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা ॥
এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি ॥
হেন কালে ময়ুর ডাকিল গৃহপাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি ॥

১ পু৪, পু৩—কে বলে কোথায় মিলে উত্তমে অধমে ॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ[১] লোচন ধরণী
সিংহের[২] মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর ॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে[৩] ॥
লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে ॥

১ পু৪, পু৩, পু২—বজ্র   ২ পু৪, পু৩, পু২—বজ্রের
৩ পু৪, পু৫—উপরে

সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন ॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥[১]
পবন অশন[২] করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ ॥[৩]
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।[৪]
যার পিচ্ছে চাদছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা[৫] রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে[৬] শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥

১ পু৪—পর্ব্বতশিখরে নাচে হিত পরমাদ ॥
পু৫—পর্ব্বতগহ্বরে বীর ধীর পরমাদ ॥
২ পু৪, পু৫, পু৩—আহার
৩ পু৪, পু৫, পু৩—তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
৪ পু৪ —...অঙ্গ দেখ এই। ৫ পু৪, পু২, গ, পী—মেলা
৬ পু৪, পু৫, পু৩, পী—নানা

মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন ।[১]
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন ।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর ।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ ।
কিছু স্ফূর্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক ।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে ।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল ।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া ।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত ।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন ।
তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি ।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥

১ পু৫, পী—মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হইলা মদন ।

শুভ ক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।[১]
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা[২] ॥
ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায় ॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজভয়ে আর কি করে ॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে[৩]।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥
সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে ॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥

---

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—এত বাল··· ২ পু৪—পুষ্পমালা
৩ পু৪, পু৩—বিহরে

নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায় ।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ।
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায় ।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ।।
নয়ন অধর কর জঘন চরণ ।
তুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ।।
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্নবিহার ।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ।।
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী ।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ।
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী ।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি ।।
মল্লিকা মালতী চাঁপা[১] আদি পুষ্পমালা
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ।।
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি ।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ।।
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত ।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত ।।
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া ।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ।
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল ।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ।।
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী ।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ।।[২]

১ পু৪—জাতি পু৫—যুতি

২ পু৪, পু৩, পী—সুগন্ধি মারুত মন্দ প্রায় পূর্ণ শশী

কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গাররসে লেগে গেল রঙ্গ॥
প্রস্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥[১]

---

১ পুঃ—লাজেতে আইল লোভ ভারতচন্দ্র কয়॥

বিহারারম্ভ

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধানধুতি পড়িছে খসিয়া ॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল ॥[১]
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই অঞ্চল[২] ঝাঁপি লয়ে ॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়হাত ধরে ॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে ॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।[৩]
করুণা কর না কর পীড়িত হে ॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু ॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥

---

১ পু৫—নলিনী অমনি পুলকে পুরিল ॥ ২ পু২, গ—অম্বর
৩ পু৪, পু৫, পৌ—তুমি কামরসে অতি পণ্ডিত হে।

নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে ॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে ॥
তুহি[১] পঙ্কজিনী মুহি[২] ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো ॥
কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা ॥
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা ॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে ॥
রতিরঙ্গরণে[৩] মজিলা[৪] দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে ॥

১ পু৪—তুমি
২ পু৪—আমি
৩ পু৪, পু৫, পু৩, পী—রতিরঙ্গরসে
৪ পু৪, পু৩, পী—মাতিল

বিহার

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে ।[১]
বিষম কুসুমশর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে ॥[২]
রতিমদপাগর নাগরী নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে ।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলুপিল কুলুপ কপাটে ॥[৩]
ঝম্পই সঘন নিতম্বধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে ।
জঘন ঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে ॥
ঝন ঝন কঙ্কণ রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে ।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে ॥
শ্বাসপবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে ।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
দুহু তনু দুহু অবলম্বে ॥

১ পু৪—খেলে কুমারী কুমার রঙ্গে ।

২ ইহার পর পু৫-তে আছে—

রসময় নাগর রসের সাগর
সুন্দর সুন্দরী কোরে ।
বদনে বদন ঘন ঘন চুম্বন
লোহিত কুচ নখজোরে ॥

৩ পু৪—আঁটিল খিল কপাটে ॥ পু৩—আঁটিল আট কপাটে ॥

দুহু ভুজ পাশহি দুহু জন বন্ধন
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহু তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদনতরঙ্গে॥
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চিরদিন ভূক পিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা॥
পূরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ ধরণী ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥
চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহবণ
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে॥
অলস অবশ দুহু অঙ্গ অচেতন
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরে যায়ে॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি
লাজ করো কোন কাজে॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে[১] লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
সহচরী চামর ব্যঞ্জন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে ॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥
এ নয়নচকোর ও মুখসুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধাপান ॥

১ পু৪, পু৩, পী—সুগন্ধি

রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥[১]
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আর বার ॥
এত বলি বিদায় হইলা থুথি[২] ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি।
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার ॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে[৩] ॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয় ॥[৪]
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায় ॥

---

১ পু৩, পী—কেমনে বিচ্ছেদ হবে নাহিলে মরণ ॥
২ পু৪, পী—হাতে
৩ পু৪, পু৫, পু৩—হীরারে
৪ পু৪—বাঁচাইতে আপনায় মায়েরে যদি কয় ॥

হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায় ।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে ।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে ।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে ।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায় ।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায় ।
ধর্ম্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায় ॥
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল ।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল ॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর ।
মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর ॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া ।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান ।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী ।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি ॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা ।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি ।
চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি ॥

কোন পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে ।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে ॥
লুকায়ে করিতে কাজ তুজনারি সাধ ।
হায় বিধি ছেলেখেলা এ কি পরমাদ ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে ।
কার ঘাড়ে তুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে ॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায় ।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥[১]
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী ।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী ॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল ।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে ।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা ।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা ॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥
শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী ।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী[২] ॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা ।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে ।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥

---

১ পু৪, পু৫, পু৩—সুড়ঙ্গ উপরে শয্যা করি শুল রায় ॥
২ পী—বুনিপোভুলানী

রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥
এত বলি তুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি।
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী ;
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী।
গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ ॥[১]
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর।

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিন দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥

১ ইহার পর পু৪-তে আছে—পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন।
সুরতান্তে শান্ত হইয়া বসিলা দুজন ॥
বিহারে মদনরসে অধিক করিয়া।
ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়া ॥

কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে ।
তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার[১]
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ।।
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ।।
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয় ।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ।।
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণালভুজপাশে ।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়আকাশে ।।
নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর
দুহে মিলি হাসিবে এখনি ।
ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ।।
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে ।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে ।।

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—তুমি ত রাজার কন্যা রূপে গুণে মহীধন্যা

পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি ॥
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।

কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন[১]
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।
এ কি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ[২]।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ ॥[৩]

বিপরীত বিহার

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে ॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে ॥

১ গ, বি—…দিয়াছি সে যে চুম্বন
২ বি—না পারিব প্রদীপ থাকিলে।
৩ বি—অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে ॥

আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে ।।
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে ।।
দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে ।।
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি ।।
ঘন ঘন ভুরুকামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষবাণে ।।
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে ।।
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম ।।
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে ।।
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে ।।
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর ।।
অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ।।
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায় ।।
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার ।।

কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায় ॥

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে ॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে ॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী ॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥

টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এ ত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃতছালা বসিলা আপনি[১]॥

---

১ পু৪, পী—অবনী

সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাঁই।
কোথা হৈতে আসন[১] আসন কোন্ ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে[২] করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরুকাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দেব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥

১ পু৪, পু৫, পু৩—আইলে ২ পু৪, পী—রাজারে

তীর্থব্রতে[১] লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥
কানাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা ॥
হারিলে ইহাকে না কি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া ॥
হায় কেন মাটি[২] খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥
যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাহি বিয়া ॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার ॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই ॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার[৩] প্রসঙ্গ ॥

১ পু৪—তীর্থভ্রমে ২ পু৩—মাথা ৩ পু৪, পু৫, পু৩—শাস্ত্রের

সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
সন্ন্যাসী প্রত্যহ কহে আনহ বিদ্যারে ॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোরচূড়ামণি ॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া[১] মণি টানিয়া ফেলিলে ॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোবে সেই ধনী
মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আন আর বার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে ॥

---

১ পুঁ৩—মাথার

রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই ॥
যবে আমি এথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।[১]
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে ॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ॥
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায় ॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ॥
স্নান পূজা হেতু গেলা দামোদরতীরে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে ॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে ॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে কানাকানি[২] ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩—রূপে গুণে ভাল পাবে… ২ বি—জানাজানি

কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী ॥
দাড়ি তার তোমার বেণীর না কি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড় ॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায় ॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার ॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতূরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা ॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর ॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক ॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি ॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই ॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥

বিদ্যা বলে বটে[১] আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর ॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে[২] নার ছাড়িবারে ॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই ॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুই ত মাসাস ॥
আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে[৩] নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই ॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায় ॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকি।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি ॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে ॥
তখনি কহিনু রাজা রাণীরে কহিতে।
কি বুঝে করিলে মানা নারিনু বুঝিতে ॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর[৪] প্রায় ॥

১ পু৪—শুন ২ পু৪, পু৫, পু২, গ—ভোলে ৩ পু২, পী—ঘুচে
৪ পু৪, পী—ভালুকের

সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত ॥
হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥
সুন্দর বলেন মাসী ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে ॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে ॥

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যাঅনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইযা
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে ॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ ॥
দিবসে রজনীজ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥

সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে এ কি হইল দিবসে॥
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম[১]
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেঁটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥

১ পুঃ—মর্ম্মামর্ম্ম

কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥
ফুল[১] হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্ব প্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥
এরূপে সুন্দর যত চাতুরি কহেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায়॥
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূর যায়॥
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।

১ পু২, বি—বৃক্ষ

চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া ॥
জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল ।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দররায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ হ্রদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে ।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥

সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ

তোমারে ভাল জানি হে নাগর ।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর ।
আগে[১] ভাল বল যারে পিছে[২] মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥
আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলাদেলা গুণের সাগর ।
কথা কহ কতমত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র[৩] যত ভারতগোচর ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা ।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা ॥

১ পু৪, পী—কাছে ২ পু৪, পী—পাছে ৩ পু৪—চাতুরী

সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর ॥
সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেলা এক দিন হীরার আগারে ॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী ॥
সারীশুকবিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই ॥[১]
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায় ॥
দুজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানা মতে করেন বিহার ॥
সুন্দরীর ছিল দিবাসম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন ॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥

---

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—সুন্দর বলেন মাসী শুকেরে পড়াই ॥

নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥
আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন ॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময় ॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু ॥
অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল ॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥
পরনারীমুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভৎর্স আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥

তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন ॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।[১]
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
কখন না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায় ॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে ॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয় ॥
ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে ॥[২]
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার ॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল ॥
খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥

১ পু৪, পী—…প্রতি দিন হও। ২ পু৫—…কামহোম রঙ্গে

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ভ

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥[১]
উদর আকাশে সুতচাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥

১ পুঃ—…চারি পাঁচ মাস॥

স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥[১]
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে ॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥[২]
অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায় ॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল ॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার ॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায় ॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস ॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী ॥
হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু ॥

১ পু৪—সময় পাইয়া দেখা দিল যত শির ॥

২ ইহার পর পু৪, পু৫-তে আছে—

বসন পরয়ে যত আঁটিয়া আঁটিয়া।
সহিতে না পারে নাভি ফেলায় ঠেলিয়া ॥

ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥
লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
লোকে বলে পাপ কাপ[১] কদিন লুকায় ॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার ॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার

যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায় ॥
ঠাকুরকন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি ॥
দেখিলে আপনি যে হৌক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত ॥

১ পু৹—কর্ম্ম

আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি ॥
ও লো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
আনিলি ডাকি ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায় ভেকেরে[১] নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা ॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে ॥

১ পু৪, পু২, গ, পী—বেঙ্গেরে

রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস॥

আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ কালি দিলি গালে ॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে ॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥

বিদ্যার অনুনয়

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননী
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই জানেন গোসাঁই
ভাল মন্দ ফলাফল ॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চি এ বন্দীর মত।
নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত ॥

রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হইল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে॥
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেতনিশান॥
তেমনি আমারে স্বপনবিহারে
পুরুষ সহিতে ভেট।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট॥

বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইল মায় ॥

রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায়[১] পড়ে
আলু থালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন ॥
শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে ঝির বিয়াদায় ॥
কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুনপ্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥

---

১ পু৪, পী—ধূলায়

উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমনি আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে ॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥
যে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে শুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিল বাহির দেয়ানে ॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে ॥
হুঙ্কারে[১] হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার ॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।

১ পু৪, পু৩—ইঙ্গিতে

যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায় ॥

কোটালে শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুঠিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জান বাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া[১]
দূর গেল ধরম[২] ভরম ॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ ॥

১ পুঃ, পী—ক্রিয়া ২ পুঃ, পী—সরম

পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজিরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥
রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়ে বারি হৈলা দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে ॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ[1] সন্ধান করে
কোন্ পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর ॥
কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ ॥
পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেদমত ॥
রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার ॥

১ পু৪, পু৫, পী—সুলুক

কূট বুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ[১] হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া[২]
দশ দিক দেখে নিরখিয়া।।
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দ মনে
কালী পূরাইলা মনোরথ।।

কোটালের চোর অনুসন্ধান

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর।।
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর।।
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর।।

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল।।
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ।।

১ পু৪—বিরস ২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—···শয্যা ফেলে উঠাইয়া

নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনি গাইয়া॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধিশুদ্ধি যায়॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খাক সাপে॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান

যে মারি খেয়েছি আমি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক ।।
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায় ।।
যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর ।।
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয় ।।
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য ।।
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ।।
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে ।।
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে ।।
যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে ।।
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই ।।
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর ।।
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার ।।
ভারতবিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ ।।

কোটালগণের স্ত্রীবেশ

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডলফাঁদ দিয়া ॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া ॥
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিয়া মোরা
পীত ধরা লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া ॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায় ॥
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন ॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর ॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘরীতে ॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী ॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী ॥
ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী ঝুমী ॥

বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যে বা যত জানে ॥
শরীর পাঁচিয়া[১] সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি[২] বাসুকি পলায় ॥
এইরূপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে ॥
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা ॥
সোনারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল শহর পনার চারি দ্বার ॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল ॥
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধুমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম ॥
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী[৩]।
এমনি কুহক[৪] জানে দিনে হয় নিশি ॥

১ পু২—কাটিয়া ২ পু৪—নেড়ে ৩ পু৩—মাসী
৪ পু৩—হিকমত

রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দূর কপালভরা খাঁড়া করতলে ।।
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে ।।
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধুম কাঁপিল শহর ।।
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায় ।।
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায় ।।
ক্ষণমাত্রে শহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার ।।
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ।।

চোর ধরা।

আজি ধরা গেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী ।।
ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভূরি অনেক করেছ চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি ।।
হৃদি কারাগার ঘোরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি ।।

ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ।
না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে ॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।[১]
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দরচাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥
সূর্য্যকেতু বলে[২] এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধুমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায় ॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে ॥
চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া ॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা ॥

১ পুঃ—এথায় করিয়া বেশ···   ২ পুঃ, পী—ভাবে

চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর বার স্তন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত ভ্রম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥
জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥

ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বৰ্দ্ধমান বলবান ভারে ॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে ॥
করে ধুম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ি পায় দড়ি মারে ছড়ি বেত্রে ॥
নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক কাঁপে বুক লাগে লুক আঁতে ॥
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার যমধার দাপে ॥
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে
ছাড় শোর হৈলে ভোর দিব চোর ভূপে।
সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল সুখ শত মুখ ভাষে ॥
সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে ॥
মরি মেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষমনে কত জনে মারে ॥
হরি হরি মরি মরি কি বা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে ॥

যার লাগি দুখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায়॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥
দিক্ দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম বদনাম শেষে॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই॥
এই মত শত শত ভাবে কত তাপ।
নত শির যেন ধীর হুড়পীর সাপ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ॥

সুড়ঙ্গদর্শন

সুড়ঙ্গের লৈতে টের কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায়॥
ঘোরতম নিরুপম কূপসম খানা।
কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে দেখি বলে ভাল।
চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আল॥
পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে ধুম করে হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে॥

আলো জ্বালি যত ঢালী গালাগালি করে।
কহে চোর ঘরে তোর দে লো মোর তরে ॥
সুড়ঙ্গের পথে ফের কোটালের তরে।
কহে গিয়া বার্ত্তা দিয়া তুষ্ট হিয়া করে ॥
কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে ॥
আগুসরে চুলে ধরে দর্প করে কয়।
কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয় ॥
দেই গালি বলে শালী কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল কেটা মোরে ॥
ভারতের রচিতের অমৃতের ভাব।
ভাষাগীত সুললিত অতুলিত সাব ॥

মালিনীনিগ্রহ

মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া।
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন ॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিলা খাইলি জাতি ॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়
হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥

হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা[১] জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা ॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ম্বাগী ॥
হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলে মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে ॥
যুবতী বেটী বহূড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহূ বেটী কারে দিনু ভেটী
যে বলে সে হবে কুড়ী ॥
লোকের ঝি বহূ লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥
ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গন্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে ॥
আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর ॥
হীরারে হইল ভয় কানে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোসাঁই
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥[২]

১ পু৪, পু৫, পু৩, পু২, গ, পী—গুণাপনা
১ পু৪—যত ধর্ম্ম তত জয় ॥ পু৩—যথা ধর্ম্ম তথা জয়

শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে ॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম ॥
হাতে লোতে[1] ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁধ সে কি যায় নিদ[2]
ইহা কব কার কাছে ॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে ॥
খুঙ্গী পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে ॥
মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ে ছেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে ॥
সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসি হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী ॥
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর ॥

১ পু৪—নাতে ২ পু৪, পু৩—…সেই যায় নিদ

যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁধ কাট সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগো বাঁচে মোর জাতি॥
যত দিন আর জীব কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব॥
অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্যহেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ফুল॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা॥
কোটাল কহে এ নয় তুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ

প্রভাত হইল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে[1]
ধরা তিতে নয়নের জলে।[2]
কপালে কঙ্কণ হানে   অধীর রুধিরবানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে।।
হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ   মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ।।[3]
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে   যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ।।
হায় হায় কি কব বিধিরে
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের   মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে।।
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে   এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া।।

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—পড়িয়া ভূতলে
২ পী—ধারা বহে নয়নের জলে।
৩ ইহার পর পু৪, পু৫, পু৩, পী-তে আছে—
যুবতীজনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পরের মরণে মরে   পরঘরে ঘর করে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ।।

প্রভু মোর গুণের সাগর
রসময় রূপের[১] নাগর।
রসিকের শিরোমণি[২] বিলাসধনের ধনী
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥
জননী ডাকিনী হইল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু[৩] ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥[৪]
চোর ধরা গেল শুনি রাণী
অন্তঃপুরে করে কানাকানি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে[৫]
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোসাঁই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

১ পু৫—রসিক পু৩—গুণের পী—রসের
২ পু৪, পু৩, পী—চূড়ামণি ৩ পু১—আজ্ঞা পেয়ে
৪ পু৪—বিনি অপরাধে ধরে চোর ॥
৫ পু৪, পু৫, পী—কেহ উঠে কেহ পড়ে দেখিবারে ধায় রড়ে

এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে[1] লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কানা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥
কেহ বলে এ চোর কেমন
এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে[2]
পতি নিন্দে আপন আপন॥

নারীগণের পতিনিন্দা

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—সুন্দরে
২ পু৪, পু৫,—বিদ্যার কুবোল বলে ভারত বলিছে ছলে

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ।।
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ।।
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ি।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি ।।
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ।।
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ।।
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ।।
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ।।
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ।।
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ।।
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ।।
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ।।
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ ।।

মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরা পূরা যৌবন উদাসে[১] বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।[২]
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভূড়ো পেট।[৩]
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একবার নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥

১ পু৪—সকলি পু১, পু২, গ, পী—ঐ দোষে
২ পু৫, পু৩, পী—ঝাঁপনি কাঁপনি সার নহে বিন্দুপাত
৩ পু৫, পু৩—রাজার দেওয়ান পতি বড় উঁচা পেট॥

আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ ॥
বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়।
ত্পাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায় ॥
তাপেতে হইনু জরা না পুরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোলশোভা[১] হয়ে থাকে এহ বড় সুখ ॥
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি[২] কামজ্বরে সে বলে উল্বণ ॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায় ॥
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে ॥
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥[৩]
ঋতু হৈলে[৪] একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥

---

১ পু৪, পু৫—কোলজোড়া
২ পু৪, পু৩, পী—মরি
৩ ইহার পর পু৪, পু৩, পী-তে আছে—
পান বিনে মুখে গন্ধ নাহি ছিবসন।
কি কব আমার পতি গোগ্রাসে ভোজন ॥
৪ পু৪—যোগে

অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥
পাতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে॥
পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে॥
আর রামা বলে সই এ ত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি।
আমার[1] আরজবেগী পতি বড়[2] গুণী॥

---

১ পুঃ—রাজার ২ পুঃ—মোর

আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।
করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে ॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম ॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা[১] পাইতে জঞ্জাল ॥
কহে আর রসবতী গালভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণপ্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর ॥
শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা ॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর ॥
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥

---

১ পুঃ—জলবিন্দু

জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয় ॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক ॥
যম সম ধরিতে পরের বাজেজমা।
নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা ॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন ॥
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগা নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায় ॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায় ॥
আর রামা বলে সই এ ত শুনি ফাল।
ঘড়েল পতির জালে আমি হৈনু ভাল ।
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে ॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায় ॥[১]
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥[২]
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।[৩]
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥

১ ইহার পর পু৪-তে আছে—আর রামা বলে বাজকবি মোর পতি।
সারা রাত্রি ভেবে মরে নাহি করে রতি ॥
২ পুঃ—বয়স ফুরালা মোর··· ৩ পু৪—দৈবে যদি দিল বিভা···

বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি যাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সুতাবেচা[১] কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার।
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
গোদা কুঁজো কুষ্ঠে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

১ পুং, গ—পৈতাবেচা

রাজসভায় চোর আনয়ন

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায় ॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বন্দিবারে চায় ॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুটিব এ চরণধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্রপদ পায় ॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল।
গোলামগদ্দিসে খাড়া গোলাম সকল ॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত ॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল ॥
সমুখে সেপাই সব কাতারে কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার ॥
ঘড়িয়াল দুই পাশে হাতে বালী ঘাড়।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি ॥[১]

[১] ইহার পর পু৮-তে আছে—সমুখে আবজবেগী আবজী লইয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥

মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর॥
মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকের রাজা রাজি॥
রবাব তুম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ॥[১]
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই[২] নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥
উজ্‌বক কজলবাস হাবশী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা[৩] খানেজাদ॥
সম্মুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল॥
সারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত।
হাজীর করিল চোরে নাজীরবিদিত॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার॥
হেঁটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায়॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥

১ পু৪—পাঞ্জাবি গায়ক গান করে নানারঙ্গ॥
২ পু৪, পু৫, পু৩, পী—ভাঁড়ামো
৩ পু৪—খোজা

কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥[১]
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর ॥
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥
বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভাল বাসি মাসী মাসী কয় ॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে ॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা তুটি চক্ষু খাই ॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপনা তুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥

পু৪, পু১, গ—এটা কেটা কোন জাতি···

ধর্ম্মঅবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায় ।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

লোকে মোরে বলে মিছা চোর ।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোরবাদ দেই মোর ।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর ।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে ।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া ।
গঙ্গাপার কর গালে চূণ কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায় ।
ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয় ।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥

জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম[১] কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল ॥
তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে ॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয় ॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ ॥
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী ॥
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে ॥
বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার ॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায় ॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায় ॥

১ পু৪, পু৩, পী—জাতি

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়

কহে বীরসিংহ রায়   কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম   কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয়   কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর   শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিত নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয়   শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার   আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥[১]
বিদ্যাপতি মোর নাম   বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুরঠাকুর   শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥

১ ইহার পর পুঃ, পী-তে আছে—
কি দেখাও যমভয়   কি দেখাও যমভয়।
কালীর কৃপায় যম জানেন আমায়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়

তুমি ধর্ম্মঅবতার তুমি ধর্ম্মঅবতার ।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার ।।
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ।।
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায় ।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ।।
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ।।
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে ।
বিচারে হারিয়া পতি করিল[১] আমারে ।।
আই যে হই সে হই আমি যে হই সে হই ।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ।।
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ।।
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ।।
ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল ।
নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল ।।
চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল ।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ।।
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া ।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ।।
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায় ।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ।।

১ পু৪, পু৩, পু২, পী—বরিল

তুমি নাহি দিলা যেই   তুমি নাহি দিলা যেই ।
সুড়ঙ্গ করিয়া[১] আমি গিয়াছিনু তেঁই ॥
শুনি সভাজন কয়   শুনি সভাজন কয় ।
সেই বটে এই চোর আর কেহ নয় ॥[২]
চাহে কাটিতে কোটাল   চাহে কাটিতে কোটাল
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া   চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া ।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥
শুনি চমকিত লোক   শুনি চমকিত লোক ।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক ॥

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ

মোর পরাণপুতলী রাধা ।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায়   মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা ।
রাধা সে আমার   আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা ॥
রাধা সে ধেয়ান   রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা ।
ভারত ভূতলে   কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ॥

১ পু৪, পু৫, পী—কাটিয়া
২ পু৩, পু২, গ, পী, বি—...মানুষ ত নয় ॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্ ।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

এখনো সে কনকচম্পকসুবরণী ।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা ।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার ।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার ॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা ।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা ।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে ।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল ।
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল ॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য[১] ভাবিয়া ।
ক্রিয়ায় রহিল জীব কথা না কহিয়া ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই ।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই ॥

[১] —বৈধব্য

ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা ॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥

অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়বঅগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয় ॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয় ॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায় ॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন্ জন ॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।[১]
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥[২]

১ পু৪—আচার বিচারে বুঝি…
২ পু৪, পু২, পী—সহসা কাটিলে তবে হইবে প্রলয় ॥

কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥[১]
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন ॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥[২]
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

শুকমুখে চোরের পরিচয়

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
সারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
শুক পাকসাট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।

১ পুঃ৪—সবংশে মজিল ॥

২ ইহার পর পুঃ৪, পুঃ৫-তে আছে—

অকার অবধি পড়ি সমাপ্ত ক্ষকার।
পঞ্চাশ অক্ষরে স্তুতি করয়ে কুমার ॥

আ লো সারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী ॥
তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে[১] বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি
সেইমত ভূষণ বাহন ॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি
রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত।
মালিনী কহিল যাহা শুকপাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥

১ পু৪, পু৫, পী—মোর

শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়[১]
বড় মানুষের রীত[২] এই ॥
নিজপরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিলা ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার[৩] নিবেদিল গঙ্গ ভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
ভাটেরে আনিতে দূত ধায় দশ রাজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকার স্তুতি করে
কবিরায় গুণাকর কয় ॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
সৃক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥

১ পু৪—·· ঘটকে সম্বন্ধ কয়
২ পু৫, পু৩, পু২, গ, পী, বি—রীতি ৩ পু৪—সর্দ্দার

অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে ॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে।
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে ॥
ভীতচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে।
শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ॥
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে ॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে ॥

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥১॥
আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥২॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা ॥৩॥
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া[১] ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী ॥৪॥
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগউপবীতা ॥৫॥
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষরমৃত্তিকা ॥৬॥
ঋতুরূপা তুমি ঋষিঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥৭॥

---

১ পুঃ—ঈশানজায়া

ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋরূপিণী।
ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী[১] ॥৮॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥৯॥
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡভব দানব।
ৡকারস্বরূপা তবু বধিলা ৡভব ॥১০॥
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥১১॥
ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥১২॥
ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥১৩॥
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥১৪॥
অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥১৫॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥১৬॥
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥১৭॥
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥১৮॥
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥১৯॥
ঘনঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘুনুঘুনু ঘাঘর ঘণ্টিণী ॥২০॥

[১] পু২, গ, পী—ঋপদদায়িনী

ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ।।২১।।
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষকচূষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ।।২২।।
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ।।২৩।।
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ।।২৪।।
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত ।। ২৫ ।।
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ।। ২৬ ।।
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ।। ২৭ ।।
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে ।। ২৮ ।।
ডাকিনী ডমরুডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ।। ২৯ ।।
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢঙ্কিনী ।। ৩০ ।।
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ।। ৩১ ।।
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ।। ৩২ ।।
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ।। ৩৩ ।।

দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী ।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ।। ৩৪ ।।
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন ।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ।। ৩৫ ।।
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ।। ৩৬ ।।
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
পতিত পবিত্র পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ।। ৩৭ ।।
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ।। ৩৮ ।।
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে ।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ।। ৩৯ ।।
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী ।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ।। ৪০ ।।
মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশমহিলা ।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ।। ৪১ ।।
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা ।
যমালয় যাই প্রায় এস যবযুতা ।। ৪২ ।।
রক্তবীজরক্তরসে রসিতরসনা ।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ।। ৪৩ ।।
লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহ্বী ।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহি ।। ৪৪ ।।
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা ।
বদ্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ।। ৪৫ ।।
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি ।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ।। ৪৬ ।।

ষড়াননমাতা ষড়রাগবিহারিণী।
ষট্‌পদবরণী ষড়ঋতুবিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮ ॥
হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯ ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥

দেবীর সুন্দরে অভয় দান

বরপুত্র চোর হৈল   কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব   ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ ॥
ডাকিনী হাকিনী[১] ভূত   শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে   যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥
লোল জটা কেশপাশ   অট্ট[২] অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বা লক লক   ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন ॥
মুখ অতি সুবিস্তার   সৃক্কেতে রক্তের ধার[৩]
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।

---
১ পুঃ—যোগিনী ২ পুঃ, পী—মুখে ৩ পুঃ—····ওষ্ঠেতে রুধিরধার

খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল ।।
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার ।
রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে রবে ভুবন চমৎকার ।।
পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকালপ্রলয় নিবারণে ।
শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিতলোচনে ।।
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশযানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয় ।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা[১]
তবে আজি করিব প্রলয় ।।
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া ।
তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া ।।
দেবীর আকাশবাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায় ।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায় ।।
কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন ।
কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ ।।

১ পু৪—তুমি ত আমার বেটা·

এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গ ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাট ভূপে কথা সুললিত ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতিনন্দন সুন্দর
কোঁ নহি আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া ॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া ॥
য়্যার কহা বহু প্যার কিয়া গজ বাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া ॥
গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জনায়া ॥

ভাটের উত্তর

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥

হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমি নায়কে ।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে ।।
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়কে ।
এক মে হজার লাখ মৈ কহা বানায়কে ।।
বূঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে ।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে ।।
য়্যাহি মে কহা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে ।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে ।।
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তঁহ গমায়কে ।
আগুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে ।।
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈঁ গয়া জনায়কে ।
পূছহূ দিবানজীসো বখ্‌সিকে মঙ্গায়কে ।।
বূঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে ।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ।।
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে ।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে ।।
বেগমে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে ।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে ।।
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে ।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ।।
চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে ।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হূ মনায়কে ।।
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে ।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ।।

সুন্দর প্রসাদন

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী।
কুঠার[১] বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাথী॥
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা[২] ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিলে দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান অবতার॥[৩]
দেব অনুভব[৪] জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥
হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জ্ঞেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায়॥

১ পুঁ৪—কুড়ালি ২ পুঁ৪, পুঁ৫, পুঁ৩, পী—কালীরে
৩ পুঁ৪, পুঁ৫, পুঁ৩, পী—মশানে দিবসে অন্ধকার॥ ৪ পুঁ৪—অনুগ্রহ

বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা কর সবাকার
ইহ পর লোকের মঙ্গল॥
বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গুণি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥
হাসিয়া সুন্দর রায় অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্য জ্ঞান।
দেখি কাল রাঙ্গা পায় আনন্দে অবশ কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্ব জন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
বীরসিংহ[১] জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিল গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ॥

১ পু২, গ, বি—রাজ রাজ্য

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে
কত দিন বিহারে[১] রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পী—আনন্দে

বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর ॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট ॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী ॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে ॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন ॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে ॥
তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া ॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী ॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই ॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥

কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি ॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরদায়ে লুঠিয়া লইলা মহারাজ ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায় ॥
খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সে সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই ॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া ॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে
রস সিন্ধু তরে ভবতারণিয়া।
নূপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্ঝন ঝনননন কঙ্কণিয়া ॥
লপট লটপট ঝপট ঝটপট
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর
বিষমশর শর দমনিয়া ॥

সখীসকল মিলত মধুমঙ্গল গাবত
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঁঝিঁতক ঝিমতক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
তত তত্তত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া॥

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছি কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে[১] লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ॥

১ পু৪—তীর্থভ্রমে

বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ।
জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥[১]
ছি বলিয়া ছাই হেন[২] চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে ॥[৩]
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ ॥
পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে ॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস ॥

১ পু৪, পু৫, পু৩, পু২, পী—ছাড়ি মেঘডম্বুর পরিলা বাঘাম্বর ॥
২ পু৪—মাখে
৩ ইহার পর পু৫-তে আছে—
সম্মুখে দর্পণ থুয়ে হাসে মনে মনে।
অনিমিখে পরস্পর করে নিরীক্ষণে ॥

বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর ॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর ॥

বার মাস বর্ণন

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ।
এইখানে বার মাস রহ হে ॥
বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে ॥
বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ূরের নাট
মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমল কুল সাজাবে মূলার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয় ॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে ॥১॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥ ২ ॥

আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ ৩॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥ ৪॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ ৫॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমাপ্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥ ৬॥
কাত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥ ৭॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ ৮॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥

সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥ ৯ ॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি ॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥ ১০ ॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন ॥
কোকিলহুঙ্কার আর ভ্রমরঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর ॥ ১১ ॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদনবিলাস ॥ ১২ ॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর।
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর ॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥
বিস্তর নিষেধবাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥

মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥[১]
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা ॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ॥
রাজা গুণসিন্ধু রায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত
নানামতে কালীরে পূজিলা ॥
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ॥
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ॥

১ ইহার পর পু৩-তে আছে—
কাঁদিতে লাগিল হীরা সুন্দরের মোহে
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।
তুষিলা তাহারে তবে মহাকবি রায়।
নানা ধন পায়া হীরা নিকেতনে যায় ॥

দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা ॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা ॥
বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা ॥

বিদ্যাসুন্দর কথা সমাপ্ত

অন্নদামঙ্গল

তৃতীয় খণ্ড

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলদঙ্গে ॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কলকল তরলতরঙ্গে।
পুটকিত শিরজট বিদটিত সুবিকট
লটপট কমঠভুজঙ্গে ॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধি কর নিকরকরঙ্গে।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভবিকময়
ভারত ভবভয় ভঙ্গে ॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা ॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে ॥

মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান ॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে ॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া ॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই ॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।[১]
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে ॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও ॥
ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভ দৃষ্টি।
শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি ॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে।
দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে ॥

দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥

---

১ পু২, গ—···যদি পড়য়ে সঙ্কটে

ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিদ্যুত চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারি দিকে তরঙ্গ জলের তরতরি॥
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ি॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে[১]॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥

১ বি, মু—হা ভাষে

বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্য্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায়॥
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥

মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈল মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা[1] কত ॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে[2] বিতরিয়া দিলা ॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোরযাত্রা

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পয়দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
ঝকমক চকমক খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণঅনিবারা।
ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীত সুধারা ॥

১ গ—তার ২ পুং, গ—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সব

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান ॥
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির ॥
আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদু বাজার ॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
ধাড়ী[1] গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড় ॥
আগে পাছে দুই পাশে দু সারি লস্কর।[2]
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥[3]
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিগে মুরুচা করিয়া ॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার ॥

১ পু২, গ—চাটী ২ পু২, গ—আগে পিছে দুই পাশে লস্কর সুসার।
৩ পু২, গ—গজপিঠে মানসিংহ ইন্দ্র অবতার ॥

প্রতাপআদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ

ধৃধৃ ধুধুধৃ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দমামা দম্‌দম্
ঝনন্ন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে ॥
কত নিশান ফরফর নিনান ধর ধর
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান[১] রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে ॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীপ পহিরণ
সিপাইগণ রণমাঝে।
পরি করাইবখতর পোশাক বহুতর
সুশোভি শিরপর তাজে ॥
বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর
হুলায় গজবররাজে।
পুর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুঁসার ফুকরত কাজে ॥

[১] পুঃ, গ—জওয়ান

হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি ভরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপদিনকর সাজে॥

যুঝে প্রতাপআদিত্য যুঝে প্রতাপআদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপআদিত্য সাজে॥
ধধ্ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দমামা দম্দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে॥
সিন্দূর সুন্দর মন্দিত মুদ্গর
ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান
অযুতেক ঘোড়া সাথী॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি॥

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধুমে তমঃ রণভূমে
আত্ম পর নাহি সুঝে॥
তীর শনশনি গুলি ঠনঠনি
খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপআদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্যে লৈল॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।

ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায় ॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে ॥
রণ জয় করি মুণ্ডমালা পরি
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব সে নীল রাজীব
রাজী রাজে রে ॥
গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত কি কবে ভারত
সেনামাঝে রে ॥

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণমনস্কাম ॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হজুরে আমার সঙ্গে চল ॥
পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥
নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া ॥

অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহসংহতি চলিলা দরবার॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী॥
কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণাআকর॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র রায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
দিল্লীযাত্রা কৈলা মজুন্দার।
জননী তাঁহার সীতা রাম সুমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥
শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতী খেলাত গায়
নানা বন্ধে কমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবের প্রণমিলা॥
বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।
জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর॥

ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
পূর্ণ ঘট বাম পাশে রামাগণ যায় বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালি ॥
শুক্ল ধান্যে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান
শিবারূপে শিবের বনিতা ॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥
শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে[১]।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥[২]

১ পু২, গ—গঙ্গাতীরে ২ পু২—গঙ্গানীরে

মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিবজটাজুটে অবতার ।।
বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুন ভূপতি তব দূরে।
রাজ্য লোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ।।
স্তবে হয়ে তুষ্টমন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ।
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
অনেক হইবে রাজা তার ।।
দিয়া এই বর দান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ।।

দেশ বিদেশ বর্ণন

চল চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ।।
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয় বটতলে।

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥
রহে চম্পা নগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।[১]
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস ॥
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥

---

১ পু২, গ—জানু মানু ছিল…

এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥
এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতূহলে ॥
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥
কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে ॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
জয় লক্ষ্মি জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
ধন্য নীলাচল তপোধন ॥
পূর্ব্বে ছিলা অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
নীলমাধবের এই স্থান ॥

পুরোহিতে পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান দেখিলাম অন্ন খান
সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥
করি তার কন্যা বিয়া তাহারি সংহতি গিয়া
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণীকুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গুণি
রাজ্য সুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণীজল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥
দেখে সেই পুরী নাই বালিপূর্ণ সব ঠাই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের
আর পুরী গড়িতে হইল ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময়[১] পুরী কৈল
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপাতামাময় আর পুরী কৈল দুই বার
শেষে পুরী পাথরের এই ॥
গোদানে গরুর খুরে মাটি উড়ে যায় দূরে
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ ॥

১ পুং, প—সোনাময়

হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥
দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা
ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন॥
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় বুলায় হাত
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই
শমন সহিত নাহি দায়॥
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত দূর দেশে সমানীত
কুক্কুরের বদনগলিত।
এই অন্ন সুধাময় ভুক্তিমাত্র মুক্তি[1] হয়
উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত॥
শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পূরিতকায়
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
জগন্নাথচরণকমলে॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া পর্ব্বত॥

১ পু২, গ—মোক্ষ

স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ॥
মারহট্ট বরগীর দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া॥
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী॥
কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন॥
প্রতাপআদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপআদিত্যে ভেট দিলা।
কত কব যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপআদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন ।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন ॥

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ ।
কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ ॥
মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত ।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত ॥
হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম ।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥
পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি
কহ রায় কি চাহ ইনাম ।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নাম ॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়
সাত রোজ দারুণ বাদলে ।
বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষ যাহা রৈল
উপবাসী সহ দলবলে ॥

ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার
বাঙ্গালি বামণ এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
ফতে হৈল ইহারি কারণ ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার ॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে বাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায় ॥
দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হৈল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে সুঝে বুঝে যেবা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী দেবা।
নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে[১]
বুঝি কিছু বুঝে[২] সে বা ॥

১ পু২, গ—স্বরূপে যে ভাবে সে রূপ প্রভাবে ২ পু২, গ—সুঝে

ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা ॥

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর ॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া ॥
সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম ॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পাড়ি মরে আগম পুরাণ ॥
গোসাঁই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ি গোঁফ দিয়া ॥
হেন দাড়ি বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ি গোঁফ সাঁই দিল তারে ॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই ॥
হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক ॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥

আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দূর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥
দাড়ি রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান কোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥

জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি ॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥
প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠান্থ তোমায় ॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন ॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া ॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত ॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায় ॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর

এ কথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে ॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে তুই মত ॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে।
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার।
সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার ॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই ॥
সাকার না ভাবিয়া[২] যে ভাবে নিরাকার
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায় ॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া ॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে ॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড় ॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ ॥

পু২, গ—টিকি মুড়্যা নেড়া থাকা···   ২ পু২, গ—দেখিয়া

সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোসাঁই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাঁহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এ ত বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥
নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায় ॥

দাসু বাসুর খেদ

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল ॥
কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
দাসু বাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায় ॥
দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি[১] পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামণের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥

---

১ পু২—ঠাকুর

দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড়[1] কেবা আছে দুখী ॥
কান্দিয়া কহিছে বাস্থ উচিত কহিলা দাস্থ
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে ॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥
হেদে বামনের ছেলে আগু পাছু নাহি চেলে[2]
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল ধেয়ে
এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রাজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই
ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥

১ পু২, গ—বাড়া ২ পু২, গ—ভালা।

উজ্‌বক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারি পাশে
রোহেলা জল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
কত জনে কহে কতমত ॥
অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভূত
নহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক।
ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক ॥
ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
চৌদিকে যবনে ধুম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥
ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্মদে ॥
করস্থরত্নদর্ব্বিকাসুপানপাত্রশর্ম্মদে।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে ॥

সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে ।
স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে ॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে ।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা ।
জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী কয়ে
মজুন্দারে অভয় করিলা ॥
ভয় কি রে অরে ভবানন্দ ।
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ ॥
পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব ।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধুমধাম
ভূত দিয়া সব লুঠাইব ॥
যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ ।
মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলি মিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ ॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার ।
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর ॥

এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে শহরে চলিলা ॥
জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিলা মজুন্দার।
মোগলে ছুঁইতে যায় ভূতে ঢেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার ॥
যবনের ধুম ধাম ভূত হাঁকে হুম হাম
মহামারী পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

অন্নপূর্ণাসৈন্যবর্ণন

ধৃধৃ ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে ॥
হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥
বড় বড় দাড়ি চামর ঝাড়ি
গোঁফ উঠে শিরতাজে।
গোলা ধম ধম গোলী ঝম ঝম
গম গম তোপ আবাজে ॥

ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরিখত বরকন্দাজে।
পদ নখ হননে বধিছে যবনে
খগগণ যেমন বাজে॥
মারিয়া লাথী বধিছে হাথী
ঘোড়া অনলে ভাজে।
শোণিত পানা সহিতে দানা
চর্ব্বই যেমন লাজে॥
ভৈরব লম্ফে ধরণী কম্পে
বাসুকি নতশির লাজে।
ভারত কাতর কহিছে মুরহর
রিপুবধ কর অব্যাজে॥

দিল্লীতে উৎপাত

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস
সমরে দিলেক হানা॥
লপটে ঝপটে দপটে রপটে
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্ফে
দিল্লী কাঁপে থর থর॥
টাকরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে
মরিছে[১] যবন সেনা।
রক্তের পাঁতারে ভৈরব সাঁতারে
গগনে উঠিছে ফেনা॥

১ পু২, গ—মারিছে

তা থই তা থই হো হো হুই হুই
ভৈরব ভৈরবী নাচে ।
অট অট হাসে কট মট ভাষে
মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডূষ করিয়া
মাতঙ্গ পূরিয়া গালে ।
সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া
খেলিছে তাল বেতালে ॥
রথরথি সঙ্গে মুখে পূরি রঙ্গে
দশনে করিছে গুঁড়া ।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া
খেলিছে আবীর উড়া ॥
নরশিরমালা সমরবিশালা
শোণিততটিনী তীরে ।
রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী
শৃগালীবেষ্টিত ফিরে ॥
এইরূপে দানা গণ দিল হানা
যবনে হইল দায় ।
ললিত বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায় ॥

এ কি ভূতাগত দেশে রে ।
না জানি কি হবে শেষে রে ॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে ।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধুবেশে রে ॥

যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্যমূল্য গজমেষে রে।
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে ॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল[1] মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ॥
ঘরে ঘরে শহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয়[2] পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥

১ পু২—হইল
২ পু২—প্রমাদ

ধূলা ছাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥
এইরূপে ভূতাগত হইল শহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
শহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা ॥
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥
ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
দেধান মাড়ুয়া[১] কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায় ॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥
উপোসে উপোসে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ॥
বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥
এইরূপে সপ্তাহ শহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই ॥

১ পু২, গ—আড়ুয়া

পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
শহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥
মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।
ঘর হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে॥
আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার।
হুপ হাপ হুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥
দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম।
সবো রোজ হাঁকে হুম হাম খুম খাম॥
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥
খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত॥

পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি॥

পানপাত্র হাতা হাতে রতনমুকুট মাথে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি।
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥

কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কালী ফেলিল আমার ॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত ॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে ॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয় ॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥
ভাল হেতু করেছিনু হজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
শহরে কহর এত আপনি করিলা ॥

এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে ॥
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥
মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত ॥
মারা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা ॥
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল ॥
শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগীর হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া ॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥
শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিলা জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা ॥

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈলা যত অবতার॥
বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নব গ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ।
সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সমুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঁগীর যেমন এমন কত আর।
চারি দিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোনখানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোনখানে মহিষাসুরের নিপাতন॥
কোনখানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোনখানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥
কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোনখানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটী॥
কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন।
কোনখানে সুরথ সমাধি দরশন॥

কোনখানে রাম রাবণের মহারণ।
কোনখানে কংস বধ আদি বিবরণ ॥
কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পুঁড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদভুত ভূতের বাজার ॥
যোগিনী জোগান দেয় পসারী ডাকিনী।
কাঙ্গালী হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতিনী ॥
রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে।
শহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে ॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈহৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে ॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর ॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥
খবিশগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥
শূন্যেতে হইল এক মায়াজলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝি পার হন বিধি ॥
তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী ॥
একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল ॥

এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
ঊর্দ্ধপদে হেটপিঠে[১] হাতী নাচে তায়॥
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুতলি তাহে সুরতি খেলিছে॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী॥
সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেহ অজপা জপিয়া॥
মৃদু হাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥
তার পাশে আর এক কমলে কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥
আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী।
অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥
এক বারে এক জন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বসুদ্ধ ধরি যেন খায়॥
একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥

১ পু২, গ—হেটমাথে

প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥
ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন।
মজুন্দারে স্তুতি করে দাস্যু বাস্যু যেন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দে পাতশার বিনয়

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশে পরশে লোহা সোনা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥

তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥
যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এ রূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর।
দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥
অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥
দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম॥
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী
হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী॥

এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বসুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুঠিয়া॥
পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাসশিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥
মহানন্দে জাহাঁগীর গুণাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ি নাগারা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাসু বাসু আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥

দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইঁহার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইঁহার মহিমা॥
জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা।
চক্ষু কান আছে মোরা তবু কানা কালা॥
শুন অরে দাস্থ বাস্থ কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইঁহার॥
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা বর্ণন

দাস্থ বাস্থ কর অবধান।
যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান্॥
মহাদেব এক কালে পঞ্চ মুখে পঞ্চ তালে
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥
তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥

বিধি সেই পদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
শিব দিলা জটাজুটে ধাম।
বিমল চপলভঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥
ত্রিলোকে ত্রিলোকতারা তিনি হৈলা তিন ধারা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥
ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইঁহারে আনিল ভগীরথ।
সগরসন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ ॥
শিবজটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইয়া দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা ॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল কানে উগারিয়া দিল
জাহ্নবী হইলা জহ্নুঘাটে ॥
রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন ॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।

পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী ॥
শতমুখী রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে ।
বেদ যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্ণন

জানকীজীবন রাম । নব দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
ভবপারাবারে পার করিবারে
তরণি রামের নাম ।
চারু জটাজুট রচিত মুকুট
তাহে বনফুল দাম ॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম ।
হনূমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর ।
এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা ।
কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা ॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয় ।
যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয় ।

দেখে যেই জন রামজনমভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন ॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী ॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যে খানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥
অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত ॥
নানা ধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে ॥
মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে ॥
দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া ॥
সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ ॥
দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

রামায়ণ কথন

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া।
বাল্মীকিপুরাণ মত রামের চরিত যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া ॥

এই দেশে মহারথ ছিল রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথম নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশলা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরম জ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥
ঘরে এলা সীতা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।

শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিলা আসি
রাবণভগিনী শূর্পণখা ।।
রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার ।
সেই হেতু রাম শরে খর দূষণাদি মরে
শূর্পণখা করে হাহাকার ।।
শুনি শূর্পণখা মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া ।
মায়ামৃগ রূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ।।
রামবাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল ।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উতরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল ।।
রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণ সহিত আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা ।
সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনূমান
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা ।।
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ত তাল ভেদ কৈলা
মহাবলী বালীরে বধিলা ।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনূমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা ।।
কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা ।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ।।

অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে যুঝে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিল ॥
রাম কন হনূমানে সে গন্ধমাদন আনে
তাহে ছিল বিশল্যকরণি।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥
রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥
সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥
কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ ॥
মুগ্ধ রাম সীতাশোকে হেন কালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।

লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা ।।

ভবানন্দের কাশী গমন

জয়তি জননী অন্নদা । গিরিশনয়ননর্ম্মদা ।।
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা ।
কর বিলসিত রত্ন দর্ব্বী পানপাত্র সারদা ।।
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা ।
ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা ।।

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার ।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ।।
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ ।।
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে ।
শুভ ক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে ।।
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান ।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান ।।
এক মাস কাশীমাঝে করিয়া বিশ্রাম ।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ।।
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা ।
বিশ্বকর্ম্মনিরমিত অতুল মহিমা ।।
শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে ।
করিলা তাহার পূজা সাবধান হয়ে ।।
ষোড়শোপচার উপহার কত আর ।
পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার ।।

ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া ।।
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি ।।
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে[১] চল করি ত্বরা ।।
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী।
তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি ।।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার ।।
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ।।
সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার
সেই কালে কব কথা যত আছে আর ।।
এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান ।।
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে ।।
দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ।।
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।।

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

ভাই চল চল রে ভাই চলচল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল ।।

১ গ—পথে

কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
বনপথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাত করিয়া ॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন।
বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন ॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত ॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত ॥
সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাস্থ পাঠাইলা ॥
ত্বরা করি আসি বাস্থ দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার ॥
রাজাই পাইলা ঘড়ি নাগারা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান ॥
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাস্থরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি ॥
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাস্থ নিকটে ডাকিয়া ॥

দুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥
দু জনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে ॥
শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি ॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু ॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে ॥
নাগারা নিশান ঘড়ি সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া ॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা ॥
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল ॥
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগুয়ানে হইলা দাখিল ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে ॥
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুল দামে ॥

সব লোক জড় রে।
শুভকামে অভিরামে অবিরামে ॥
ভারত দড় রে।
পরিণামে হরিনামে পরণামে ॥

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে ॥
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে ॥
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা ॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা ॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতিযোড় পরিবার ॥
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধ্বী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥
ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য

বড় ঠাকুরাণি গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥
মাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ॥
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানি গো ॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানি গো ॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো ॥
হাততোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো ॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো ॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো ॥

টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো ॥
দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো ॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতীনে হানাহানি গো ॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য

সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা ॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান।
গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি পান ॥
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দ না রে অই তোর বাপা।
তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কানকাটা হাপা ॥
সাধীরে বালক দিয়া দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।

প্রভু আসিবেন যেই ধরে লয়ে যাব তেই
না দিব সতার ঘরে যেতে ॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানামতে বেশ করি দিল ।
পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছলা
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥
সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার ।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার ॥
দরবারে জয় লয়ে প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান ।
মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে[১] কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই ।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি ।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি ॥
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী ।
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥

১ পু২, গ, পী—আঁটয়ে

নাপান ঝাঁপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে কথা কহে মৃদু হাসে
রায় গুণাকর কহে সার ॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেন কালে মাধী এল গাল ভরা পান ॥
ছোট মোর ঘরে আসি পান খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা ॥
আশা বুঝি বাস্থ আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায় ॥
দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার ॥
জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল ॥
এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল।
দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥
শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা ॥

যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায় ॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে।
এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে ॥
মাধী বলে আগে যান ছোট মার ঘরে।
তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে ॥
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে ॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয় ॥
আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥
কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী ॥
মাধী বলে আ লো সাধী চুপ করি[১] থাক।
আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাক ॥
সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটি।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি ॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
তু সতীনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর ॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥

১ পু২, গ, পী—দিয়া

সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি ॥
ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটু পাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি ॥
সাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
সাধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি ॥
করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি ॥
দু সতীনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।
দুজনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়া আড়ি ॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার ॥
রাধা পীত ধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার।

কেহ বা মোড়য়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরুভঙ্গ
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার ॥
সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার ।
সব গোপী এক সাথে লুঠিলেক গোপীনাথে
ভারত দোহাই দেয় মদনরাজার ॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা ।
দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা ॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার ।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার ॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া ।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া ॥
বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান ।
উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান ॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা ।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা ॥
দু সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে ।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে ॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ।
সাধী মাধী দু জনে কহিলা মজুন্দার ॥
দু জনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক ।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক ॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে ।
সমভাবে রব গিয়া দু জনার ঘরে ॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি ।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি ॥

এত শুনি সাধ্বী মাধ্বী অন্তর হইল।
দু জনার ঘরে গিয়া দু জনা রহিল ॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি ॥
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড় ॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড় ॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি ॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥
চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিষ্কার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার ॥
চন্দ্রমুখি তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখীমুখপদ্ম প্রকাশ কি হয় ॥
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে ॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন ॥

মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয় ॥
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিলা অম্বর।
পদ্মমুখীমুখপদ্মে হৈলা মধুকর ॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার ॥

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি
ক্ষণেক করিলা কামখেলা ॥
ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা ॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইলা দু জনে।
এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।

তারে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি
নহে হব কামিনীঘাতক ॥
রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥
তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধেয়ে
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে
একে দুই কলহান্তরিতা ॥
রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কামকূপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখনো যদ্যপি যাই তবে দুই কূল পাই
সম হয় দুহার বিহার ॥
দুই প্রহরের ঘড়ি গজরের তড়বড়ি
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা ॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ঘরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলা ঘর
এ দুঃখে কেমনে রব সয়ে ॥
ফুলবাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরাতলে
ঘর বারি করে কত বার।
এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে
শরের বুঝিয়া খর ধার ॥

হেন কালে মজুন্দার বেগে ঘরে এলা তার
মন আইল বেগ শিখিবারে।
মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল
দু জনে বিন্ধিল এক ধারে॥
কথায় না সহে ভর দুহে কামে জর জর
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য

ধৃধৃ ধৃধৃ নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে
ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ি বাজে ঠন ঠন ঘণ্টা বাজে রন রন
গন গন গজঘণ্টা গাজে রে॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়
সিপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাকে
দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে॥
নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাঙ্গাপদ[১] ছায়া
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্ররাজে রে॥

১ পু২, গ, পী—মোরে পদ

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥
ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমানমত সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নদার এয়োজাত

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥

রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলীযন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ
সাজিয়া আইল মদনরাজ
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারি।
সে মোর নাগর চিকণকালা
তারে সাজে ভাল বকুলমালা
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥

অন্নপূর্ণাপূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥
রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা॥

সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী ॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী ॥
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী ॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী ॥
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী ॥
শারদা সুশীলা শামা সুমতি সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
ক্ষেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী ॥
সোনা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী ॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী।
নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী ॥
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী ॥
সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী ॥
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টিবী ॥
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী।
জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাদু জানি ॥

কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী ॥
আনন্দী আমোজী অম্বী আতুলী আদরী।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বশী সুন্দরী ॥
চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী ॥
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী ॥
কারো কোলে ছেলে কারো ছেলে চলে যায়।
কারো ছেলে কান্দে কারো ছেলে মারি খায় ॥
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।
ঘন বাজে ঘুন্নু ঘুন্নু কঙ্কণ কিঙ্কিণী ॥
কেহ ডাকে এস সই চল সেঙাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী ॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া ॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী ॥
কারো বেণী কারো খোঁপা কারো এলো চুল।
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল ॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার ॥
তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া ॥

সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরণী।
কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি ॥
নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত ॥

রন্ধন

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া ॥
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া ॥
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী ॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান ॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা

কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া ॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে ॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল ॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥
মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া ॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥
বাচার[১] করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া ॥

১ পী—বাটার

মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চূষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা॥
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার॥
দাতুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার[১] লুচি॥

১ বি—দুধরাজ

কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ।।
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল ।।
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে ।।
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে ।।
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ।।
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে ।।
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু ।।
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা[১] কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ।।

অন্নদাপূজা

অশেষ উপচার আনিয়া মজুন্দার
পূজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজয়ে বিধান যেমন ।।
ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ ।।

---

১ পু২, গ, পী—চন্দ্র

বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী ।
যতেক রামাগণ পরমহৃষ্টমন
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি ॥
পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্নহোম
ভোগের অন্ন আনি দিলা ।
করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত
জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥
হইয়া যোড়পাণি পড়েন স্তুতিবাণী
পরম জ্ঞানী মজুন্দার ।
কি কব ভাগ্য লেখা অন্নদা দিলা দেখা
ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
দেখিয়া অন্নদায় পলকে পূর্ণকায়
মোহিত হৈলা মজুন্দার ।
অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
কেহ না দেখে শুনে আর ॥
কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা ।
আছিলা স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি
ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
মনে না করে পূর্ব্বকথা ।
আমার ইতিহাস করিল পরকাশ
এখন চল যাই তথা ॥
অষ্টাহ গীত কথা কহেন দেবী তথা
শুনেন ভবানন্দ রায় ।

অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা

শুন শুন অরে ভবানন্দ ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥
প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিন গুণ
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু ।
দক্ষের দুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে জনমিনু উমা নামে
মোর বিয়া হেতু কাম মৈল ।
বিয়া হৈল হর সঙ্গে হরগৌরী হৈনু রঙ্গে
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু ।
পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে
অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু ॥
কাশীমাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মন্দিরে ।
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তায়
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥
সেই ব্যাস তার পরে ব্যাসবারাণসী করে
মোর উপাসনা করে বসি।
বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া
করিনু গর্দ্দভবারাণসী॥
কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা বসুন্ধরে
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।
হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমি গিয়া
ঘুটে বেচা ছলে বর দিনু॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
পঞ্চমে শাপের ছলে আনিনু ধরণীতলে
নলকূবরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে পরিহোড়ে ছাড়ি আইনু তোমার বাড়ী
ঝাঁপি হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে তুমি নিজ ঘরে সুখে
ঝাঁপিরূপে পাইলা আমায়॥
আসিয়াছি তোর ঘরে শুন কহি তার পরে
প্রতাপআদিত্য ধরিবারে।
এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥
মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।

ইতিহাস ছলে সুখে শুনিনু তোমার মুখে
আত্মরস সুন্দর বিদ্যায় ॥
পূজি মোর কালী রূপ সুকবি সুন্দর ভূপ
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান।
হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর
শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা
দুহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি[১] হৈল গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল
বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্মিনীর রবি
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপটসন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাৎ কৈল
নানামতে বিহার করিল ॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি
কোটাল ধরিতে গেলা চোর।
নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাত করে
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥
এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর ঘরে।

---

১ পু২, গ, পী—সিঁধ

সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে ॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোরে আইল ।
প্রতাপআদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ॥
তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা ।
তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে[১]
একমনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিনু শহরে ।
পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তারে
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু ।
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥
অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।
বন্দিয়া গোবিন্দপায় রায় গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥

১ পু২, গ, পী···পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে

রাজার অন্নদার সহিত কথা

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী[১] ॥
অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥
মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী
ভারতচিত্তচারিণী ॥

এইরূপে পূর্ব্বকথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ ॥
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছান্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥

১ পু২, গ, পী—ভয়হারিণী

অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥
সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই ॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥
দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন ॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী।
সোমযোগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥
এই ঝাঁপি হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥

অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে ॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায় ॥
গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায় ॥
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্মবলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে ॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানব্যাপীর সোপান ॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া ॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে ॥
শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে ॥
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায় ॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥
গীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠঅভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার ॥
যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে ॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা

ভবানন্দ মজুন্দার স্থতে দিয়া রাজ্যভার
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্বকথা মনে করি বসিলেন ধ্যান ধরি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া ॥

সীতারাম মজুন্দার[১] করিছেন হাহাকার
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা অলকাপথে
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া ॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকূবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা ॥
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈলা অন্নদাচরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন ॥
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা অপর্ণা অপরাজিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা
অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা ॥
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি ক্ষত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষম তা ॥

১ পা—সমাদ্দার

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

সমাপ্ত

রসমঞ্জরী

রসমঞ্জরী গ্রন্থারম্ভ

জয় জয় রাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্বসুলক্ষণধারী সর্ব্ব রস বশকারী
সর্ব্ব প্রতি প্রণয় কারক ॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিণীর তানে
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস রসরঙ্গে
ভারতের ভক্তিপ্রদায়ক[১] ॥
রাঢ়ীর কেশরী গ্রামী গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ ঋষি গুণযুত রাজা রঘুরামসুত
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥
তাঁর পরিজন নিজ ফুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ[২] রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ ॥

১ ভারতের ভকতিদায়ক ॥ ২ ভূরিশিট

রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি গ্রন্থারম্ভে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত যদি দেখ দুষ্টমত
সারি দিবা এই নিবেদন॥

নায়িকা প্রকরণ

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আদ্য রস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার॥

নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিতবর্ণিতা॥

স্বীয়া নায়িকা

কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥

নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু তুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিগে ধায় না॥

অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয়সুখী বিনা কভু অন্য কানে যায় না।
নতি রতি গতি মতি কেবল পতির প্রতি
ক্রোধ হইলে মৌন ভাব কেহ টের পায় না॥

মুগ্ধাদি ভেদ

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ॥

মুগ্ধা

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥

দেখিনু নাগরী রূপের সাগরী
বয়স্‌সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে রাঁধাবাড়া খেলে
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিঠে
কবে হইল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ
পণ্ডিতে হয় সংশয়॥

নবোঢ়া

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধ॥

স্বকীয়া নবোঢ়া

হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্য ছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায় ॥
নবোঢ়াকে বশ করণ কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে স্থির করে ধরে
সে জন ব্যামোহ পায় ॥

পরকীয়া নবোঢ়া

আপনার পতি আছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরি হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পলাইল লাজ আশা বাসা হরে হে ॥
মুখের বাড়াও প্রীতি হৃদয়ের হর ভীতি
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চূর
হিয়া কাঁপে দুর দুর পাছে যাই মরে হে ॥

সামান্য নবোঢ়া

কি ছার ধনের আশে আইনু তোমার পাশে
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে ॥

কেবা ইহা সহিবেক আমা হতে নহিবেক
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সবে হে ॥

বিশ্রব্ধ নবোঢ়া

স্তন দুটি করে ছেঁদে উরু দুটি ভুজে বেঁধে
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তাহার পর
টালটোল এখন তখন ॥
যদি খেয়ে লাজ ভয় কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়
তবে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস ভাষ
নব রস কে করে গণন ॥

মুগ্ধার ভেদ

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিব বর্ণনা।
অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা ॥

অজ্ঞাতযৌবনা

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাতযৌবনা তারে বলে কবি সব ॥

সখী সখী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই সবা আগে যাই
আজি কেন হারি মোর ॥

নিতম্ব হৃদয় ভারি হেন লয়
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ খসে পড়ে চীন
বাড়ে ঘাগরার ডোর॥

বিজ্ঞাতযৌবনা

নিজ নব যৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাতযৌবনা তাকে কবিবর বলে॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচুলি পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানি।
পরিহাস্য জন যত নানা ছলে কহে কত
বারি হয়ে হইল পোড়ানি॥
দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিছার জ্বলনি।
তোরে বলি প্রিয়সই লাজে কারে নাহি কই
পাছে জানে জনক জননী॥

মধ্যা

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কয় মধ্যা নাম তার॥

রতিরসে কৃতী পতি মোরে ভালবাসে অতি
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥

নখাঘাত দেখি বুকে দন্তচিহ্ন দেখি মুখে
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শুলে ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে
শরীর হইল ঝালাপালা ॥

প্রগল্‌ভা

প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার ॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই
শুয়েছিনু পতিসঙ্গে নানা সুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোঁহে হৈল মেলা
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো ॥
কিন্তু হৈল কোন্ কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভেবে মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশপাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো ॥

মধ্যা প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদ

মানকালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাহি ভয় তার মূল।
ক্রোধ হৈলে এক ভাব ক্রন্দনআকুল ॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজাসুজি যার ক্রোধ সে জন অধীরা ॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥

মধ্যা ধীরা

আজি প্রভু দড় দড় বেশ বানায়াছ বড়
শ্বেত রক্ত চন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাঁই
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছে।
অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর
এই লও নবমালা বাসি মালা পরেছ ॥

মধ্যা অধীরা

সোহাগ করিয়া নিত্য বলহ আমার ভৃত্য
আজ দেখি এ কি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জলদাগ নয়নে তাম্বূলরাগ
অলক্তাক্ত ভাল ভাগ কার কাছে পাও হে ॥
মোরে প্রাণ বলে ডাক অন্যের নিকটে থাক
বুঝলাম মন রাখ মনকলা খাও হে।
তোমা দেখি হয় ভীতি কঠিন তোমার রীতি
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ॥

মধ্যা ধীরাধীরা

তুমি মোর প্রাণপতি কখন করিলা রতি
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখচিহ্ন অধর দশনে ভিন্ন
ভালে আলতার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
শ্রম যাকু মুখ ধোও ক্ষণেক শয্যায় শোও
ছুঁয়ে শুদ্ধ কর মালা তাম্বূল চন্দনে হে।

কত জান ভারি ভুরি দেখিতে দেখিতে চুরি
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

প্রগল্‌ভা ধীরা

কাজের সময় যত কথা হয় এবে কোথা রয়
মনে না থাকে।
কেমন ধরম কেমন করম কেমন মরম
কহিব কাকে ॥
ধিক্ বিধাতায় এহেন আমায় দিয়াছে তোমায়
ইহারি পাকে।
দেখি যে চঞ্চল ছোঁবে কি অঞ্চল এ কাজে কি ফল
কে তোমা ডাকে ॥

প্রগল্‌ভা অধীরা

কোন্ ফুলে বঁধু পান করে মধু হয়ে এলে যদু
পোড়াতে মোরে।
আলতা কজ্জল সিন্দূর উজ্জ্বল জাগিয়া বিকল
নয়ন ঘোরে ॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জ্বলিয়া কমল ফেলিয়া
মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর গুণের সাগর কোথায় আদর
থাকয়ে চোরে ॥

প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা

জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন আমার তেমন
সকল বটে।
সব কাজে সম ফলে তরতম কিসে আমি কম
বুঝিলে ঘটে ॥

বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী তেঁই সে না পারি
তোমার হঠে।
বৃক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানি চরণ তুখানি
নৌকায় তটে ॥

জ্যেষ্ঠাদি ভেদ

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা ॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা ॥

ধীরা জ্যেষ্ঠা

স্ত্রীর বুঝি ধীর ক্রোধ দূরে গেল শোধ বোধ
বন্ধু করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে।
যদি পেয়ে থাক দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হেসে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে ॥
রক্তপদ্ম তুটি পায় ভ্রমর নূপুর তায়
নিত্য নানা রস খায় আজি তাহি রহিছে।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মান পরিণাম নহিছে ॥

ধীরা কনিষ্ঠা

স্ত্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান[১] ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পেয়ে দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব ॥

১ ভানমান

কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া মিছা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥

অধীরা জ্যেষ্ঠা

যদ্যপি অধীরা হয়ে গালি দিলা কটু কয়ে
তবু থাকিলাম সয়ে না সয়ে কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অন্য জন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব॥
রুষ্ট হৈলে কটু কও তুষ্ট হৈলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা না জানি বিস্তর পাঁচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব॥

অধীরা কনিষ্ঠা

বিনা দোষে দেহ গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণ কালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়েছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দিয়া কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এত দূরে শোধ বোধ দেশ ছেড়ে যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম আমার তেমন কর্ম্ম
ইসাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা

এক বাক্যে বুঝি রাগ আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া।

কি করিলে হও তুষ্ট কি করিলে হও রুষ্ট
অদৃষ্ট হইল দুষ্ট কিসে যাবে সারিয়া ॥
যদি অপরাধী হই নিতান্ত করিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই দুখে লও তরিয়া।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আন দেখিনু বিচারিয়া ॥

ধীরাধীরা কনিষ্ঠা

এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ দায় বড় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়ে রবে আমার কি বহিল ॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া ভ্রমরে খেদায়ে দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল।
রতির সময় নউক আমার যে হয় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যে হবার হইল ॥

পরকীয়া নায়িকা

অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে ॥

পরকীয়া ভেদ

ঊঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার ॥
অনূঢ়া সে জন যার নাহি হয় বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া ॥

অনূঢ়া

শুন শুন প্রাণবঁধূ পিয়াইয়া মুখমধু
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে ।
অন্য সঙ্গে যদি পিতা করে মোরে বিবাহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে ।।
এমত করিবা কর্ম্ম নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হবে[১] দাগ কলঙ্কিনী হব হে ।
যাবৎ না বিয়া হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমন পীড়া দু জনাতে সব হে ।।

ঊঢ়া

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে
তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো ।
সঙ্কেত তরুর মূলে সঙ্কেত নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গা মঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো ।।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো ।
পরপতি রতি আশ ঘর ছাড়ি পরবাস
সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো ।।

পরকীয়ার অন্য ভেদ

বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা ।
পরকীয়া নানা ভেদ প্রাচীন লিখিতা ।।

বিদগ্ধা

বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে ।
কথা শুনে কার্য্য দেখে বুঝিবা অব্যাজে ।।

---

১ হৈলে

বাগ্বিদগ্ধা

চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব ॥
ডাকে পিক অলিকুল ফুটে নানাজাতি ফুল
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব হইবে যাহার স্বত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব ॥

ক্রিয়া বিদগ্ধা

সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।
রামা বলে হৈল দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে হোর কাম ভয়ে পাছে ঘোর
শ্রান্ত আছ নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বলে তুই রাখিল ॥

লক্ষিতা

পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে ॥

আজি প্রভু দেশে এলে রতিচিহ্ন কিসে পেলে
সোহাগ পড়ুক মরে সতিপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পেয়ে দেখিতে আইনু ধেয়ে
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে ॥

মুখে বল দন্তচিহ্ন বুকে বল নখভিন্ন
আলুথালু বেশ দেখে বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই দুষ্ট হই তোমা বিনা কারো নই
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে ॥

গুপ্তা

হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্ত মতি ॥

মুখে বুকে দেখি দাগ শাশুড়ী করুন রাগ
একে তো বিরহে মরি আর এই ভয় লো।
কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা
কেমন কেমন করে অধর হৃদয় লো ॥
স্তন নিজ নখাঘাতে অধর পীড়িয়া দাঁতে
কোন মতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবা রাতি রাখিয়াছি কুল জাতি
চক্ষু খেয়ে তবু লোক কত কথা কয় লো ॥

কুলটা

পতিকোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাজ ॥

অরে বিধি নিদারুণ কি তোর স্মরিব গুণ
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কান দিলি দুই দুইখান
উড়িবারে দুইখানি পাখা দিতে নারিলি ॥
চৌদ্দ ভুবনেতে যত পুরুষ বিবিধ মত
সবার বুঝি ত বল তাই বুঝি সারিলি।

এ দুঃখ বা কত সব অন্যের কি কথা কব
চতুর্ম্মুখ রজোগুণ তবু তুই নারিলি ॥

মুদিতা[১]

পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই ॥

প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী অই দৃষ্টিহীন রয় লো।
দেবর বিলাস রায় শ্বশুরভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো ॥
অস্ত গেছে দিনমণি যতেক রসিক ধনি
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো ॥
পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত করে মরি লো।
পরপুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ
এ কি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো ॥

সামান্য বনিতা

ধনলোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে ॥

স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে পরকীয়া প্রীতিরসে
অমূল্য যৌবন ধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবন ধন ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো ॥

১ এই অংশটুকু নাই।

যখন যে ধন চাই　　　　　সেই ক্ষণে যদি পাই
　　আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি　　　　　নাগর মিলাবা আনি
　　আপনার মর্ম্মকথা কয়ে দিনু এই লো॥

সামান্য বনিতার ভেদ

অন্য ভোগ দুঃখিতা আর বক্রোক্তি[১] গর্ব্বিতা।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা॥

বক্রোক্তিগর্ব্বিতা

গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটি একত্র হৈলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা

মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বলে ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে এ কি বিচিত্র।
কহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

---

১ মানোক্তি

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা[1]

কহ দূতি গিয়াছিলে কোন্ বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥
নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ় বনে কত পাইলি রে॥

মানবতী[2]

এস পরাণ পুত্তলি এস মরে যাই দেখি কিবা বেশ
আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে অরুণ প্রকাশ রাহু গালে
তবে আছ ভাল জান ভারি ভুরি ঢেরি হে॥

নায়িকা সকলের অবস্থা ভেদ

এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও[3] অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

বাসকসজ্জা

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিতসমাজ॥

এই অংশটুকু নাই। ২ এই অংশটুকু নাই। ৩ আর

আঁচড়িয়া কেশপাশ পরিয়া উত্তম বাস
সখী সঙ্গে পরিহাস গীত বাদ্য রটনা।
চামর চন্দন চুয়া ফুলমালা পান গুয়া
হাতে লয়ে শারী শুয়া কামরস পঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার বাজুবন্দ সিঁতি তাড়
নূপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা।
যোগী যেন যোগাসনে বসিয়া ভাবয়ে মনে
কত ক্ষণে বন্ধু সনে হইবেক ঘটনা ॥

উৎকণ্ঠিতা

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥

হইল বহু নিশি প্রকাশ হয় দিশি
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব ডাকিছে অলি সব
অনল দেই দেহে জ্বালিয়া ॥
তিমির ঘনতরে সভয় বনচরে
ফিরয়ে কিবা পথ ভালিয়া।
অপর সখী রসে রহিল পরবশে
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া ॥

অভিসারিকা

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল শুনি রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুশর মদন ধাইল চলে নিধুবনে কামিনী।

পিক কলকলি শারীশুক ধ্বনি ফুটে বনফুল ভ্রমর গুনগুনি
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণরুণী শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী ॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর বদন হেমগৃহে মেঘাড়ম্বর
পথিক জন ডর করিতে সম্বর ঝাঁপিল তাহে তনুদামিনী।
বদন সরসিজ গন্ধযুত মন মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ
তথি মলয়াচলাগত মন্দ পবন বাওল দ্রুত সখী যামিনী ॥

বিপ্রলব্ধা

সঙ্কেতস্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি ॥

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরুভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সাগর[১] তরিনু ধরি ভেলা ॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা।
পরদুঃখ পরশ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খল জনে খেলা ॥

স্বাধীনভর্তৃকা

কোলে বসে যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীনভর্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ ॥

শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি হে যোড়হাত
পূরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে।
বেঁধে দেহ মুক্ত কেশ বনাইয়া দেহ বেশ
তুমি মোরে ভাল বাস লোকে যেন কয় হে ॥

১ সিন্ধু

দেখিয়া তোমার মুখ　　　　অতুল হইল সুখ
　　পাসরিনু যত দুখ আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়ে রই　　　　তোমা ছাড়া যেন নই
　　নিতান্ত করিয়া কই মনে যেন রয় হে॥

খণ্ডিতা

অন্য ভোগ চিহ্ন অঙ্গে আসে যার পতি।
খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি॥

এসে বঁধু দ্রুত হয়ে　　　　কেন এস রয়ে রয়ে
　　মরি রে বালাই লয়ে কিবা শোভা পেয়েছে।
কপালে সিন্দূরবিন্দু　　　　মলিন বদন ইন্দু
　　নয়ন রক্তের সিন্ধু মোর দিগে ধেয়েছে॥
অধর কজ্জলদাগ　　　　নয়নে তালম্বুরাগ
　　বুঝি কেবা পেয়ে লাগ মোর মাথা খেয়েছে।
তোমার কি দোষ দিব　　　　বাপ মায়ে কি বলিব
　　হরি হরি শিব শিব যম মোরে ভুলেছে॥

কলহান্তরিতা

কলহে খেদায়ে পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা॥

ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান　　　　কৈনু তারে অপমান
　　এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল　　　　ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল
　　সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া॥

কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম ফলিল তাহার ধর্ম্ম
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

অনল চন্দন চূয়া গরল তাম্বূল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি॥
মনোজ্ঞ তনুজ মত কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয়ে পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখীমুখে মান শুনে পতি এলো হেন গুণে
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

প্রোষ্যৎভর্ত্তৃকা

যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহারো গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হৈতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥

শুন শুন ওরে প্রাণ পতি পরবাসে যান
তুমি কি করিবে এবে সত্য করে কহিবে।
এবে জানিলাম দড় তোমা হৈতে পতি বড়
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে ॥
যদি বড় হৈতে চাও তবে আগে আগে যাও
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি বহিবে।
এবে সুখ দেয় যারা পিছে দুঃখ দিবে তারা
কয়ে অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে ॥

ইত্যাদি কহিয়া দিনু নায়িকা যতেক।
পতির গমনকালে সবার প্রত্যেক ॥
পুঁথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝে লবে লক্ষণ মিলিতা ॥

নায়িকা উত্তমাদি ভেদ

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে ॥

উত্তমা

অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত ॥

মধ্যমা

হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত ॥

অধমা

হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥

চণ্ডী নায়িকা

পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ॥

সহচরী

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস।
কথা কৈতে খেতে শুতে শিখায় বিলাস॥
যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চ মত হয়॥
সখী নিত্যসখী প্রিয়সখী প্রাণসখী।
অতিপ্রিয়সখী এই পঞ্চ মত সখী॥

আমার নিকটে রইও মরম আমারে কইও
এমত শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।
আঁচড়িয়া দিব কেশ বনাইয়া দিব বেশ
থাকুক পতির মন মুনিমন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা শিখাইব নানা খেলা
আসিতে আমার কাছে কাহারো না ডরিবে।
দোষ যত লুকাইব গুণ যত প্রকাশিব
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হৈতে তরিবে॥

দূতী

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে ঘটন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেই জন॥
স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী এই সে প্রকার।
আপ্তদূতী তিন মত শুন ভেদ তার॥

অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী ।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারি ॥
ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই ।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পেয়ে কর্ম্ম করে যেই ॥
পত্র লয়ে কার্য্য করে পত্রহারী সেই ।
বিশেষিয়া বুঝ সবে কয়ে দিনু এই ॥

আত্মদূতী

সিন্দূর চন্দন চূয়া ফুলমালা পান গুয়া
পড়ে দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রদামিনী ।
কুমন্ত্র এমত জানি বিষ দেখে রাজা রাণী
অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী ॥
যে নারী না নর মানে যে নর না নারী মানে
তাহারে মিলাতে পারি দিনে করে যামিনী ।
নাগর নাগরী যত হও মোরে অনুগত
সিদ্ধি করে মনোরথ যাই দ্রুতগামিনী ॥

নায়ক প্রকরণ

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান ।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান ॥
পতি উপপতি আর বৈশিক[১] নাগর ।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর ॥
বেদমত বিহা করে যে জন সে পতি ।
উপপতি সেই যার পিরিতে বসতি ॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন ।
বৈষয়িক বৈশিক[২] নাগর সেই জন ॥

---

১ বৈদেশী
২ বিদেশী

পতিভেদ

অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারি মত।
পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে পরে হয় তুল ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুন করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

অনুকূল

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেও না লো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেও না লো চেও না ॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধেও না লো ধেও না ॥

দক্ষিণ

তোমার নিকটে যত দিব্য করে কহি কত
বাহির হইবা মাত্র পর দেখি ভুলি লো।
তোমায় যেমন প্রীতি পর সঙ্গে সেই রীতি
কহিলাম আপনার দোষগুণগুলি লো ॥
কি করে ধর্ম্মের ভয় লোকলাজ কিবা রয়
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলি কুলি লো।
তুমি যদি হও রুষ্ট অন্যে করিবেক তুষ্ট
ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছেড়ে দেহ ঠুলি লো ॥

ধৃষ্ট

দোষ দেখে একবার কৈলে নানা তিরস্কার
লাজ খেয়ে আনু ফিরে তবু দয়া হলো না।
ভুজপাশে বেন্ধে ধর নিতম্ব প্রহার কর
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না॥
দূর কৈলে দূর নব গালি দিলে সয়ে রব
আমার সহিল সব তোমারে তো সলো না।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁয় সেই ধনী
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলো না॥

শঠ

কালি কয়েছিনু আনিতে ভুলিনু
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব যাহা চাহ দিব
পুরাহ সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ তোমারি সোহাগ
মিথ্যা দেহ অপবাদ[১]।
আমার পরাণ হরিণী সমান
তোমার চক্ষু নিষাদ॥

উপপতি

নিজ নারী আছে ঘরে যাহা বলি তাহা করে
নানা রূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না।
করিতে অন্যের সঙ্গ সদাই সরস অঙ্গ
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্মভয় হয় না॥

---

১ অপরাধ

যাইতে সঙ্কেতস্থান সতত আকুল প্রাণ
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হৈলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
রমণেতে নানা দুখ তবু ক্ষমা হয় না ॥

বৈশিক নাগর

গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি এক জন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখ পদ্মছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী ॥
ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে এক জন
এই ক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা অভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী ॥

নায়কদিগের উত্তমাদি ভেদ

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥
বাসসজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে[১] ভেদ হয় লক্ষণসম্মত ॥
উপপতি বৈশিকেতে[২] সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত ॥
স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার ॥
সর্ব্বজন সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখ করে অনুভব ॥

১ এ ২ বৈদেশিতে

বাসকসজ্জা

শয়ন সময় বন্ধু রসময়
করে রমণীয়[১] মোহন সাজ।
অন্য কার্য্য ছলে শয্যাঘরে চলে
সাধিতে আপন গোপন কাজ ॥
হাতে লয়ে যন্ত্র গান কামতন্ত্র
মনে পেয়ে লাজ পায় এ লাজ।
ভাবে খাটে বসি প্রাণের প্রেয়সী
আসিতে না জানি কতেক ব্যাজ ॥

উৎকণ্ঠিত নায়ক

কেন নাহি আইসো প্রিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
স্থির হব কি করিয়া ধৈর্য্য আর রহে না।
কিবা কোন কার্য্যপাকে ভীতা কিবা দেখে কাকে
নহে এতক্ষণ থাকে কামে কিবা দহে না ॥
পান গুয়া গন্ধমালা অগ্নি সম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রহে না।
আসিবেক কতক্ষণে তবে সুখ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সহে না ॥

অভিসারিক নায়ক

দ্বিতীয় প্রহর রেতে মোরে কহিয়াছে যেতে
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল ॥

অন্ধকারে দেখে আলো গৌর লোক দেখে কালো
শত্রু জনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল[১] ॥

বিপ্রলব্ধ নায়ক

সুখের শয়নঘরে স্বীয়া নানা রস করে
তাহা ছেড়ে আইলাম পরআশা করিয়া।
গুরু ভার লঘু করে অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবেশ ধরিয়া ॥
সঙ্কেত স্মরণ করে এসেছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাঁই দেখিতে পাইল[২] নাই
আহা মরি অন্য কেবা লয়ে গেল হরিয়া ॥

স্বাধীনভার্য্য নায়ক

তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি মন তুমি পণ
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো।
যত জন আর আছে তুচ্ছ করি তোমা কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো ॥
তোমার বদনচাঁদ আঁচন চঞ্চল চাঁদ
আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো ॥

১ লইল ২ পাইনু

খণ্ডিত নায়ক

আসিব বলিয়া গেলা অন্য সঙ্গে হৈল মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়ে বঞ্চিলা অন্যেরে লয়ে
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া ॥
ছিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কি সাধিলে মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া ॥

কলহান্তরিত নায়ক

অল্প অপরাধ পেয়ে কেন দিনু খেদাইয়ে
এবে কার মুখ চেয়ে কামজ্বালা সারিব।
বিবেচনা নাহি করি এখন ঝুরিয়া মরি
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব ॥
পুন দূতী পাঠাইব প্রীতি করি আনাইব
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়ে হারিব।
হারি মানি দ্বন্দ্ব যাক তার অভিমান থাক
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব ॥

প্রোষিতভার্য্য নায়ক

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া আমা
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর বহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব ॥

চন্দন কমল দল পোড়ে যেন দাবানল
সুধাকর বিষধর কত সয়ে রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব ॥

প্রোষ্যৎপত্নীক নায়ক

যদি যাবে আমা ছেড়ে প্রাণ কেন লও কেড়ে
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়ে যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ আমি এড়াইব পাপ
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো ॥
প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিৎ হারাবে লো।
কয়ে দিনু শেষ মর্ম্ম বুঝিয়া করহ কর্ম্ম
পদে পদে পাবে জ্বালা ক পদ এড়াবে লো ॥

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত ॥

নায়ক সহায় কথন

পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক ॥

পীঠমর্দ্দ

রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
মর্ম্মধী[১] সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা ॥

[২]রমণী রত্ন সহে না আঁচ টুটয়ে অগ্নি পরশে কাচ
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।

১ ধর্ম্মধী ২ এই অংশ নাই

কি করে ক্ষোভ সহে রামার অবলা জাতি মৃদু আকার
জ্বলয়ে অগ্নি নহে সে মান নহে সে মান ॥
রস তাপেহি বিনাশে পায় তপনে আপ শুকায়ে যায়
বসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায় ।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি প্রমদ আকর আহ্লাদেরি
সতত রাখহ সযত্নে তায় সুরত্ন প্রায় ॥

বিট

কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ ॥

চুম্ব আলিঙ্গন কামের দীপন
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত ।
যাহে নারী বশ যাহে বাড়ে রস
এমত জানি বা কত ॥
বেশ ভূষা বাস সন্দেশ সম্ভাষ
নৃত্য গীত নানা মত ।
ফিরি নানা ঠাঁই আর কর্ম্ম নাই
আমার এই সতত ॥

চেটক

সন্ধান চতুর যেই সময় ঘটক ।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক ॥

যখন বিরলে পাব তখনি নিকটে যাব
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়ে রহিব ।
নয়নের ভঙ্গী করি ফল কিম্বা ফুল ধরি
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব ॥

স্নানেতে যখন যায় ধরিতে বসন তায়
কৌতুকে কুম্ভীর হয়ে জলে ডুবে রহিব ।
দুঃখ বিনা নহে সুখ দেখিতে সে চাঁদ মুখ
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টি বাতে পরাঙ্মুখ নহিব ॥

বিদূষক

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস ।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস ॥

চন্দন কজ্জলরাগ বদনে যে দেখ দাগ
অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো ।
দেখ দেখ শোভা কিবা চাঁদে আলো যেন দিবা
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো ॥
করিয়া পরীক্ষা যদি রসের তরঙ্গ নদী
দুই জনে ডুবি এস কে হয় নিপুণ লো ।
আপনি দোষের ঘর পরীক্ষা করিতে ডর
আমায় মাথায় দোষ এত বড় গুণ লো ॥

শৃঙ্গার নিরূপণ

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ ।
প্রথমত বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ ॥

বিপ্রলম্ভ

বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস ॥

পূর্ব্বরাগ

অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস ।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ ॥

লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ ॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

মান

যেই ক্রোধ দম্পতির রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য ॥
অন্যের সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘু মান বাক্যে দূর হয় ॥
অন্য নাম গুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয় ॥
অন্য ভোগচিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায় ॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ ॥
প্রিয় বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম ॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া ॥
নতি সেই যাহে পায় ধরে নমস্কার।
ঔদাস্য[১] প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার ॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ শীৎকার

১ উদাসী

অবশ্য এ সব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস ॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্ত্য ॥

প্রবাস

প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর ॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়েতে জাগরণ।
তৃতীয়েতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণতন ॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ ॥

সম্ভোগ

সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সঙ্ক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান্ ॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সঙ্ক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল
মানভঙ্গে পুরুষ সঙ্গে মিলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয় ॥

কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মিলন ।
সংপূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ ॥
সুদূর প্রবাস পরে মিলন যে রস ।
সে রস সমৃদ্ধিমান্ দম্পতী অবশ ॥

সম্ভোগের প্রকার

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস ।
বনখেলা জলখেলা গীত বাদ্য হাস ॥
লুক্কায়ন মধুপান আদি নানা মত ।
অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত ॥

দর্শন

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে ।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে[১] ॥

সাক্ষাৎ দর্শন

নয়নে নয়ন বদনে বদন চরণে চরণ
আদেশি রহ ।
হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদয় পরাণে আলয়
ভাঙ্গিয়া লহ ॥
গমনে গমন রমণে রমণ বচনে বচন
বিনয় কহ ।
পেয়েছ দরশ পরম পরশ সকলে সরস
হইয়া রহ ॥

---

১ করে

স্বপ্ন দর্শন

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া।
প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার যাই ভাসিয়া ॥
যে রস হইল মনেতে রহিল
যে কথা কহিল মৃদু হাসিয়া।
ধরম করম সরম ভরম
নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

চিত্র দর্শন

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
এ বড় বিচিত্র হইল তায়।
দেখিতে বদন মাতিল মদন
ছাড়িয়া সদন চেতন যায় ॥
না পানু দেখিতে নারিনু রাখিতে
লিখিতে লিখিতে হইল দায়।
চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু দুকুল চিত্রের প্রায় ॥

আলম্বনাদি কথন

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময় ॥

নানাবিধ অনুভাবে[১] বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন ॥

উদ্দীপন

গুণ স্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা।
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা ॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গরব।
চন্দ্র আদি নানা মত উদ্দীপন সব ॥

বিভাবন

ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।[২]
মধুরতা উদারতা প্রগল্‌ভতা ক্লান্তি ॥
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি[৩] মৌগ্ধ্য[৪] ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম ॥
বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।[৫]
নানামত অনুভব কত কব আর ॥

ভাবহাবাদির পরিচয়

চিত্তের প্রথম যেই বিকার সে ভাব।[৬]
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকারেতে[৭] হাব ॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয়কৃত কর্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা ॥[৮]

১ ভাব তাবে ২ ভাব হাব হেলা শোভা দীপ্তি আর কান্তি।
৩ বিচিত্র ৪ মোহ ৫ বিবেক ললিত আর অঙ্গের বিকার।
৬ চিত্তের বিকার যেই তারে বলি ভাব। ৭ বিকাশেতে
৮ প্রিয় কর্ম্ম চেষ্টা করে…

হাস সেই হাস্যে বলি বৃথা হয় যেই ।[১]
পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই ॥[২]
শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই ।
শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই ॥[৩]
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্‌ভতা ।
ক্রোধেও[৪] বিনয়বাক্য সেই উদারতা ॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস ।
সাক্ষাতে[৫] প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস ॥
অল্প আভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি[৬] সে হয় ।
বিভ্রম সে ব্যক্ত হৈলে বেশবিপর্য্যয় ॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয় ।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয় ॥
প্রসঙ্গেতে অঙ্গভঙ্গ সেই মোট্টায়িত ।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত ॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পেয়ে অনাদর ।[৭]
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্যে[৮] সুন্দর ॥
লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায় ।
বিকার[৯] তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায় ॥
জ্ঞানেতে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ্য সেই হয় ।
চকিত সে ভ্রমরাদি দর্শনেতে ভয় ॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয় ।[১০]
কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয় ॥[১১]
কেশ বাস খসে অঙ্গ মোড়া হাই উঠে ।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদ্গদি ঘর্ম্ম ছুটে ॥

১-২ এই পংক্তি দুইটি নাই । ৩ শ্রমে অঙ্গ শ্লথ হয় মধুরতা সেই ।
৪ ক্রোধেতে ৫ সঙ্গমে ৬ বিচিত্র
৭ বিবেক লাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া আদর । ৮ ললিত ৯ বিচিত্র
১০-১১ এই পংক্তি দুইটি নাই ।

সাত্ত্বিক ভাব

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় রোমাঞ্চ প্রকাশ
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদগদ[১] ত্রাস ॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়।
প্রিয় পেলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয় ॥

যৌবন কথন

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥
সুব্যক্ত যৌবন আর সম্পূর্ণ যৌবন।
তার পরে বৃদ্ধ ভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥
যৌবনের সন্ধিকাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়মে কন ব্যাস মুনিবর ॥

যৌবন পরম ধন স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না।
বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হৈলে হতবুদ্ধি
যুবা বিনা রস আর কোনখানে রহে না ॥
যুবা সূর্য্য বলবান্ যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান্
যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না।
কিবা নর কিবা অন্য যৌবনে সকল ধন্য
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥
বিনোদ বিনানে বিনায়ে বেণী।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী ॥

---
১ পুলকাদি

কত কত অলি নয়নে ঘোরে।
মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোরে ॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে।
সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥
কমল কানন আননে থাকে।
বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে ॥
ভুখানি বিষাণ নিশান রেখে।
হৃদয়ে মলয় রেখেছে ঢেকে ॥
লোহিত কমল মৃণাল সাথে।
অভরণে ঢেকে রেখেছে হাতে ॥
ত্রিবলী ডোরেতে বেন্ধে অনঙ্গ।
কটিতটে থুয়ে দেখয়ে রঙ্গ ॥
সম্বরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন সদন রস ভাণ্ডার ॥
কিশলয় করি করের ভয়।
চরণের তলে শরণ লয় ॥
যৌবন মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা ॥
তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু।
সকলি যৌবন ধনের পিছু ॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ।
যে জানে মরম উত্তম দেখ ॥
যৌবন মরম যে জানে নাই।
প্রথম ছাড়িয়া তাহারি ঠাঁই ॥
যদ্যপি যৌবন[১] উদ্যম করে।
প্রথমের মত গলিয়া মরে ॥

---

১ প্রথমে

ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ ॥

স্ত্রীজাতি কথন

অতঃপর[১] চারি জাতি বর্ণিব কামিনী
পদ্মিনী চিত্রণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী ॥

পদ্মিনী

নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল ঘন কুচস্থল
মৃদু হাসিনী।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা মৃদু মন্দ ভাষা নৃত্য গীতে আশা
সত্যবাদিনী ॥
দেবদ্বিজে ভক্তি পতি আনুরক্তি অল্প রতিশক্তি
নিদ্রা ভোগিনী।
মদন আলয় লোম নাহি হয় পদ্মগন্ধ কয়
সেই পদ্মিনী ॥

চিত্রিণী

প্রমাণ শরীর সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির নাভি সুগভীর
মৃদু হাসিনী।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকন শয়ন ভোজন
মধ্য চারিণী ॥
তিন রেখা যুত কণ্ঠ বিভূষিত হাস্য অবিরত
মন্দ গামিনী।

১ ইতঃপর

মদন আলয় অল্প লোম হয় ক্ষারগন্ধ কয়
সেই চিত্রিণী ।।

শঙ্খিনী

দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন দীঘল চরণ
দীঘল পাণি ।
মদন আলয় অল্প লোম হয় মীনগন্ধ কয়
শঙ্খিনী জানি ।

হস্তিনী

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর স্থূল পদ কর
ঘোর নাদিনী ।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর রমণে প্রখর
পর গামিনী ।।
ধর্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর কর্ম্মেতে তৎপর
মিথ্যাবাদিনী ।
মদন আলয় বহু লোম হয় মদ গন্ধ কয়
সেই হস্তিনী ।।

পুরুষ জাতি কথন

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক ।
শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক ।।[১]
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর ।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ।।

১ এইখানে শেষ হইয়াছে ।

রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ।।
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয়।
ছয় আট দশ বার পরিমাণ কয় ।।
নর নারী স্বভাবেতে বিশেষ সে হয়।
কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয়

বিবিধ

এই বিভাগে মুদ্রিত কবিতাগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' হইতে এবং "গঙ্গাষ্টক" স্তবটি 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১ পর্ব্ব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯) হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

ত্রিপদী

গণেশাদি রূপ ধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা ॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান ॥
নম্রমাণ দাড়ি গোঁপ গায় কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আসা কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি ॥
জাহির কিরূপে হব কারে বা কিরূপে কব
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেইখানে উত্তরিল আসি ॥

দীন দেখে দ্বিজবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার।
বে সত্য জনারগির সির্ণি বেদে দরপীর
পুলকে প্রসাদ খাও তার ॥
দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর চিনি আটা কলা পান গুয়া পুষ্পমালা
মোকাম পিঠের পরে বাস ॥
দ্বিজ আসি নিজালয় আনি দ্রব্য সমুদয়
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে ধন্য হৈল ত্রিভুবনে
অন্তে গেলা শ্রীনিবাসধামে ॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে সাত জন কাঠুরিয়ে
সির্ণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর ॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার জন্মিল দুহিতা তার
চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না ॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।

হাসে হেরে যার পানে ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম ॥
কন্যা দেখি রূপযুত আনিয়া বণিক্‌সুত
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত কে জানে কৌতুক কত
একতনু নাগরী নাগর ॥
সদাগর মত্ত ধনে সির্ণি নাহি পড়ে মনে
সজ্জামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা বাতগামী সাত ডিঙ্গা
দুর্গদেশে দিল দরশন ॥
সত্যপীর ক্রোধ মন রাজভাণ্ডারের ধন
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে কোটাল প্রভাতে চলে
লোৎ পেয়ে বাঁধে সদাগরে ॥
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে বেড়ি পায় বন্দী থাকে
মেগে খায় লায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি কাল নিত্য চাহে রতি
সাধুকন্যা হইল ফাঁপর ॥
ভেদ পেয়ে দ্বিজস্থানে সত্যপীরে সির্ণি মানে
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যূষে ফকিররূপ স্বপনে দেখিয়া ভূপ
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা ॥
সাত গুণ ধন লয়ে সাধু চলে নৌকা বেয়ে
প্রভু পথে হইলা ফকির।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু চিনিতে না পারে বিধু
ক্রোধে ধন হৈল সব নীর ॥

বিস্তর করিয়া স্তুতি পুন পেলে অব্যাহতি
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন ।
অব্যাহতি পেয়ে তনু ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু
নিজদেশে দিল দরশন ॥
নিজদেশে উত্তরিল সাধুকন্যা বার্ত্তা পেল
স্বামীরে দেখিতে বেগে ধায় ।
প্রসাদ সিরুণী হাতে ফেলে যায় পথে পথে
লাফানে তা পানে নাহি চায় ॥
সত্যপীর ক্রোধভরে সাধুর জামাতা মরে
ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকলা ।
ওরে বিধি হায় হায় এ যৌবন বৃথা যায়
যেন রতি কামের অবলা ॥
ডুবিয়া মরিব জলে থাকিব স্বামীর কোলে
হেন কালে হৈল দৈববাণী ।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি পুন গিয়া খাও তুলি
পাবে পতি না কাঁদিও ধনি ॥
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে
মৃত পতি বাঁচাইল প্রাণে ।
জামাতার মুখ দেখি সদাগর হৈল সুখী
সিরিণী করিল সাবধানে ॥
এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা ।
দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয় দয়া কর মহাশয়
নায়কেরে গোষ্ঠীর সহিত ।

ব্রতকথা সাঙ্গ হলো   সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

চৌপদী

শুন সবে একচিত   সত্যপীর গুণ গীত
দুই লোকে পাবে প্রীত   সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ   বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ   যার যেই ভাবনা ॥
কলির প্রথমে হরি   ফকিরশরীর ধরি
অবনীতে অবতরি   হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে   দরিদ্র দ্বিজের ধামে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে   দানে কৈল মন্ত্রণা ॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়   প্রভু দেখা দিলা তায়
হইয়া ফকিরকায়   মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ   গলে ছেলি মুখে গোঁপ
ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ   হাতে আশাবাড়ি রে ॥
সেলাম্ হামারা পাঁড়ে   ধূপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে
পেরে সান্ দেখে বড়ে   মেরে বাৎ ধরতো।
সিণি বেদে পির বা   সভি হাম্‌ছো মিরবা
মোকামে জাহির বা   দরব্ হস্ত তপতো ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ   নিবাসে আসিয়া নিজ
পূজিল গরুড়ধ্বজ   সিণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন   ঘরে ঘরে সর্ব্বজন
পূজে সত্যনারায়ণ   খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে ॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট   কাঠুরের হৈল নষ্ট
জগতে হইল শ্রেষ্ঠ   সৃষ্টি কৈল পালনা।

সত্যপীর গুণ গেয়ে মনমত ধন পেয়ে
সিরণি প্রসাদ খেয়ে সিদ্ধি করে বাসনা ॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
পঞ্চমে পাইল কন্যা চন্দ্রকলা নামেতে ।
কি কব তাহার ছাঁদ কাম ধরিবার ফাঁদ
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ জিত রতি কামেতে ॥
বর আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে ।
চন্দ্রকলা নিকেতনে সত্যদেবে পূজা মানে
সত্যদেব ভাবি মনে সদা থাকে ধ্যানেতে ॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে নিয়ে
সিরিণি বিস্মৃত হয়ে পাটনেতে চলিল ।
পীর ক্রোধ করে তায় ধরা পড়ে চোরদায়
গলে ডোর বেড়ি পায় কারাগারে রহিল ॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে সদাগর মুক্ত কষ্টে
সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে পথে কৈল ছলনা ।
অষ্টমেতে ঘরে এল চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেল
প্রসাদ খাইতেছিল ফেলে করে হেলনা ॥
জলে ডুবে মরে পতি উভরায় কাঁদে সতী
কি হবে আমার গতি প্রভু কোথা গেলে হে ।
এ নব যৌবন নিশি হয়ে তার পূর্ণশশী
কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধীনী ফেলে হে ॥
যৌবনে প্রভুর কাল মদন দাহন জ্বাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে ।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল ঝাঁপ দিই জলে হে ॥

স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা বাঁচাইল তার ভর্ত্তা
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা
যেন শশধর রাকা দুই লোকে তরিল ॥
ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুকুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয় হরি হনু বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

বসন্তবর্ণনা

চৌপদী

ভাল ছিল শীতকাল সে তো কামানলজাল
হৃদয় সহিত শাল এবে হ'ল দুরন্ত।
না ছিল কোকিলশব্দ ভ্রমর আছিল জব্দ
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ বৃক্ষ ছিল জীবন্ত ॥
এবে বায়ু সাপেখেকো ভুবন করিল ভেকো
কেবল কামের ডেকো সঙ্গে লয়ে সামন্ত।

অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি আ আরে বসন্ত ॥

বর্ষাবর্ণনা

চৌপদী

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভুজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর শীর্ণ করে কলেবর
পুণ্যাবাদে যাব ঘর সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ পুন তোর পরবেশ
ভারত না গেল দেশ আ আরে বর্ষা ॥ ১

ভুবনে করিল তূর্ণ নদ নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিকর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্ব ফুল আ আরে বর্ষা ॥ ২

কৃষ্ণের উক্তি

চৌপদী

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রস কল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।

ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানুসুতা অশেষ চাতুরীযুতা
তোমার ননদীপুতা সব জানি আমি ।
আগে হানি নেত্রবাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এখন কর অভিমান আ আরে মামী ॥ ১

রাধিকার উক্তি—উত্তর

চৌপদী

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে আমি তেমন মাগি নে ।
মোরে দেখিবার লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি দিন থাক জেগে আমি তেমন জাগি নে ॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে দ্বন্দ্ব
কোন্ দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগি নে ।
গুণ্ডার বিষম কাজ সে ভয়ে পড়ুক বাজ
মামী বোলে নাহি লাজ আ আরে ভাগিনে ॥ ২

হাওয়া বর্ণন

চৌপদী

চন্দনের দণ্ড ধ'রে ফণিফণ ছত্র ক'রে
মলয় রাজত্ব হরে আরো রাজ্য চাওয়া ।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে হিমালয় ধাওয়া ॥

বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে
যোগী যোগ ভাঙ্গাইয়ে কাম গুণ গাওয়া।
নৰ্ম্মিরে প্রকাশিয়ে গৰ্ম্মিরে বিনাশিয়ে
শীতল করিলি হিয়ে বাহবা রে হাওয়া ॥ ১ ॥
কখনো দারুণ ঝড় শাখী উড়ে পাখী জড়
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে
স্থলস্থূল পারাবারে প্রলয়ের দাওয়া ॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ সুগন্ধ আনন্দ কন্দ
শীতল পরমানন্দ বাহবা রে হাওয়া ॥ ২

ধুম্ বড়া ধুম্ কিয়া খানে শোনে নাহি দিয়া
চঁহুয়ার ঘের্ লিয়া ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া কাণাৎ সে ঘের লিয়া
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া আগ্ কিসি তাওয়া ॥
দেখনে্ মে হুয়া চুর ছোড়্ লিয়া মেরি পুর
তোঁহারি বালাই দূর আও মেরে বাওয়া।
তুজ্‌লিয়া নরম্ সটি উজ্‌লিয়া গরম্ সটি
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি বাহবা রে হাওয়া ॥ ৩

বাসনা বর্ণনা

চৌপদী

বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুষি যত আশনা।

আশ্‌নাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই যমে করি ফাঁসনা ॥
ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাষণা।
ভাস্‌নাই কারে বলে ভারত সন্তাপে জ্বলে
কলার বাসনা হলে আ আরে বাসনা ॥

ধেড়ে ও ভেড়ে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা ধেড়ে পুষিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাহা করিয়া রাজার সাক্ষাতেই ধেড়ে ও ভেড়ের সমানরূপ বর্ণনা করেন।

চৌপদী

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াইতে ঘুষ খেয়ে লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্‌ বেড়াইতে পাছ্‌ পাছ্‌
এখন বাছের বাছ্‌ দিতে লও কেড়ে ॥
কেড়ে লোতে কেহ যায় কৌতুক না বুঝ তায়
ক্রোধে ফোল বাঘ প্রায় ফোঁস্‌ ফাঁস্‌ ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল রাজপুরে পেয়ে স্থল
তোলা জলে কুতূহলে সাবাস্‌ রে ধেড়ে ॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ
ব্যস্ত ক'রে দেয় লাজ কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী ধ'রে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে ॥
গেড়ে হতে পুন আসি ভুস্‌ ক'রে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট ধেড়ে।

ধেড়ে ভেড়ে এক সম ঝক্* মারিবার যম
কেহ কারে নহে কম ফেরে যেন দেঁড়ে ॥
দেঁড়ে মারে দাঁড় খোঁটা মাগুর খাইয়া মোটা
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা পোঁচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবারিয়া ধরে কান্তার উপরে চরে
সেগুন শালের ডরে ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে ॥
ঝেড়ে শরীরের ধূলা দিয়ে বুলে গোঁপ ফুলা
ভাল বিধি কল্লে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে ॥

কর্‌দ্রাফ্‌থ বর্ণন

কর্‌দ্রাফ্‌থ।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা এ কর্ম্ম হইয়াছে এবং কে এ কর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চপদী

কামিনী যামিনীমুখে নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে ধীর শঠ তার মুখে
চুম্বিতে চুম্বন সুখে ধীরে ধীরে কার্দ্দোরফ্‌থ ॥
নিদ্রা হ'তে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি আর্‌সিতে মুখ হেরি
চুম্বচিহ্ন দৃষ্টি করি ভাবে ভালু কার্দ্দোরফ্‌থ ॥

হিন্দী ভাষার কবিতা

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন বৈঠ নেহারী ॥
হয়ে লগ্‌ আউসর দূতী জো আয়ি।
ভেট্‌ চল নন্দলাল বোলায়ি ॥

* ঝক্—মৎস্য।

দেখ্ নহি আঁখ্ শুন্ নহি কান।
কা কুছ্ আয়িহো আওল খায়ি ॥
কাঁহাকে কানায়া লাল কাঁহা সো পছান্ জান্।
কাঁহা সো তু আয়ি হ্যায় খাক্‌পর্ তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে ॥
পাণি মে আগ্ লাগাওনে আয়ি।
কুছ্ বাৎ এ তোৎ কো কুছ্ বাৎ ও তোৎ কো বাতোন্ শুন্
বাৎ হামারি সাৎ লাগায়ি হ্যায় ॥

বলি রাজার উক্তি

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম বার প্রশ্ন দিলেন—"পায় পায় পায় না"। ভারতচন্দ্র পূরণ করিলেন।

চৌপদী

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস শেষে এ কি সর্ব্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না ॥
গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না ॥

বৃন্দাবলীর উক্তি

রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন দিলেন—"পায় পায় পায়"। ভারত পূরণ করিলেন।

চৌপদী

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী বলিরাজ শুন বলি
ছলিবারে বনমালী হলেন উদয়।

হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে
জগতে ঘোষণা রবে বলি জয় জয় ॥
এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধরহ মাথায় ।
তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ম্মের ফের
মিলাইল বামনের পায় পায় পায় ॥

সংস্কৃত, বাংলা, পারস্য এবং হিন্দী, এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা

এক প্রকার চৌপদীচ্ছন্দঃ

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ কুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়্‌কে ।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা ছু লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্রিমে কাহে শোয়্‌কে ॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দর্‌ জানে মন্‌ আয়ৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম কর খোস্‌ হোয়্‌কে ।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকিরি খোয়্‌কে ॥

অথ পত্র

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্রশর্ম্মণঃ ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষনিবেদনং ॥১॥
মহারাজ রাজাধিরাজপ্রতাপ স্ফুরদ্বীর্য্যসূর্য্যোল্লসৎকীর্ত্তিপদ্মে ।
স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ ॥২॥
যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকনবিরহিতনয়নচকোরৌ ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশনপ্রসরণবাসরঘোরৌ ॥৩॥

আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে ॥৪॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফলৃগুরাঃ ফাল্গুনো
নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে ॥৫॥

[মূল পত্রখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে]

অথ নাগাষ্টকং

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥১॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥২॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৩ ॥
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূমূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তৎসেবার্থং নিয়মবিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৪ ॥

মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৫ ॥
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৬ ॥
হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা
যদুত্তপ্তোঽত্রাহং তব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে।
ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূকনিকরঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্তে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্যদ্বিজমিতঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা
নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্রশর্ম্মা।
এভির্জ্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা
তস্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

চণ্ডী নাটক

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ

নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি

সংগায়ন্ যদশেষকৌতুকথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি-
র্বক্তৈর্বাদ্যবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।

যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ।। ১ ।।

নটীর উক্তি

শুন শুন ঠাকুর নিত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি ।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত হাঁম্ তোঁহি নূতন নারী ।।
ক্যায়্ সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি ।
দানব দলনে ধরণীমণ্ডলে তারিণী লে অবতারী ।।
গুরু সম ধীর বীর সম শুনহ সম সগুণ মুরারি ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজশিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি ।।

সূত্রধারের উক্তি

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতি রুদ্রোঽভবদ্রাঘবঃ ।
তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্ ।।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণীঃ ।
তৎপুত্রোয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ।।
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ ।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ ।।
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ।।
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে ।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সদ্বর্ণিতং ।।

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ

সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলত্‌দধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥১
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড়গড় গড়গড়্ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥২

মহিষাসুরের উক্তি

ভাগেগা দেবদেবী পাখড় পাখড় ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋ'ত্‌কো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকো আগ লাগে॥
বায়ে'কো রোধ করকে করত বরণকো যব তু সোঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ কভি নহি ঝগড়ো জোঁউ কুবেরা ন ভাগে।

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি

শোন্ রে গোঁয়ার লোগ্ ছোড়্ দে উপাস্ রোগ্
মানহুঁ আনন্দ ভোগ্ ভৈঁষরাজ্ যোগ্‌মে।
আগ্‌মে লাগাও ঘীউ কাহে কো জ্বলাও জীউ
এক রোজ প্যার পিউ ভোগ্ এহি লোগ্‌মে॥
আপ্ কো লাগাও ভোগ কাম্‌কো জাগাও যোগ
ছোড়্ দেও যোগ ভোগ মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগ্যান্ ক্যা বেগান্ অর্থ নার আব জান্
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব্ব রোগ্‌মে॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ
প্রথমে হাস্য করিলেন

কমঠ করটট ফণি ফণা ফলটট দিগ্‌গজ উলটট
ঝপ্‌টট ভ্যায়্ রে।

বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত জলনিধি ঝম্পত
বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত ঘন ঘন ছুটত
যেঁও পরলয় রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অট্ট অট অট অট
আ ক্যায়া হ্যায়্ রে ॥

গঙ্গাষ্টক

যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলঃ সুশীতলং
প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাং।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বমেব দায়িনীং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥১

নূনেতুমেব গোলকং রথো ভগীরথাহৃতা
ধ্বজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চক্রকঃ।
স্বয়ং হি যত্র সারথী রথী যদাপি পাতকী
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥২

যদম্বু বহ্নিরুজ্জ্বলঃ সুশীতলং নৃপাপহং
সুশীকরঃ স্ফুলিঙ্গকস্তু ধূম এব ব্যোমগঃ।
যদম্বু নঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥৩

বিষং যদম্বুভক্ষকে নিহন্তি মন্দিরাসতাং
দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দেহিনী।
যদম্বু নঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভঞ্জনো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥৪

সুধা যদম্বু শীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি
সপাপদাহদাহিনাং বিগাহনায় স্নিগ্ধদাং।
বিগাহিতশ্চ দর্শিতস্য কর্ষিতস্য চিন্তয়া
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ।।৫

নিহন্তু সজ্ঘ উন্মদং সসৈন্যকঃ পরন্তপো
যদম্বু পঙ্‌ক্তিসংকুলং জলধ্বনিনিনাদনং।
রথেভবাজিকাদয়ো মতি স্তুতির্নতিস্তথা
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ।।৬

হরিস্তথা ত্রিলোচনস্ত্রিলোচনী হরীশ্বরৌ
বিধায়িতুং নিমুক্তিতাং যদম্বুনা শুভাকলাং।
ত্রিলোকলোকপাবিকাং ত্রিদেবতাবিধায়িকাং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ।।৭

বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা
প্রবলজলবিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা।
মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসঙ্গা
কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা ।।৮*

* এই পদচতুষ্টয় মালিনী ছন্দে রচিত।

দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ

[যো. রা.—যোগেশচন্দ্র রায়-সংকলিত 'বাঙ্গালাশব্দকোষ'। হ. ব.—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। জ্ঞা. দা.—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'। হ.—হটনের অভিধান]

অজপা—'হংসঃ' এই মন্ত্র ৩৯৮

অতিভর—অতিবেশী ১৯২

অদন—ভোজন ৩১৯

অদৃষ্ট—অগোচর ২৩৪

অনাদ্যা—যাঁহার আদ্য বা আদি নাই। কালিকা দেবী ২৪৯

অনুভব—প্রকাশ ৩৪৬

অনূপ—বায়ু (গোল্ডষ্টুকার) ২০৩

অপসর—অবসর, খালাস ১৫৬

অব—রক্ষা কর ১৩, ৯৫

অভিধান—নাম ৪০৬

অভিরোষ—ক্রোধ। কাশীদাসী দ্রোণপর্ব; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' আভিরোষ ১৭৬

অম্বুতী—পিকদানি (যো. রা.) ৪১৭

অরিষ্ট—বৃষভাকৃতি অসুর ১৩০

অল্পেয়ে—অল্পায়ু ৬২

অষ্টাপদ—সোনা ২০২

আই—মাতা ২৩৭

আই আই—ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ ৬২

আইবুড়ী—বুড়ী মা ৭১

আইশাশ—শাশুড়ীর মা (যো. রা.) ২৮৩, ৩১৪

আগর—অগ্র, শ্রেষ্ঠ ২৬৩

আগে—অগ্রভাগে, সম্মুখে ৩০

আচাভুয়া—আশ্চর্য, অদ্ভুত ৮৩

আজবোজ—অবুঝ, বোকা ২২৪

আড়কাট—আলমগীরের রাজত্বে আর্কট দেশে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ (হ. ব.) ২২৪

আবরণ—মূল দেবতার পূজার পরে পূজিত আনুষঙ্গিক দেবতা ১১৭

আমারী—হাতীর পিঠে উপরে ঢাকা এবং চারি দিকে ঘেরা আসন ৩৬৪

আয়েব—দোষ, অপবিত্রতা ৩১৯

আরজবেগী—যে কর্ম্মচারী বাদশাহের সম্মুখে দরখাস্ত পড়িয়া শুনায় বা বাদী-প্রতিবাদীর উক্তি জানায়। আরজ (আঃ)—প্রার্থনা, দরখাস্ত ৩২৯

আলম্পনা—বিশ্বের আশ্রয় বা রক্ষক, বাদশাহ ৩৯৪

আলা—(আঃ) মেকি (হ.) ২২৪

আল্যা—আদর, সোহাগ ৪৭

আলিশ—আলস্য ২৬৫

আশা, আসা—দণ্ড ১২১

আশাওল—*Yasawwal*, page বা তরুণ ভৃত্য ৩২৬

আসন—আগমন। অবস্থান ২৭৭

আসরফী—স্বর্ণমুদ্রা ৩৬৩

আঁকশলী—ঢেঁকির অঙ্গ-বিশেষ ৬৩

আঁটুবাঁটু—জড়সড় ১২১

আঁদিসাঁদি—শৃঙ্খলা (জ্ঞা. দা.) ১৬৭

আঁধলা—অন্ধ ৩১৯

ইটাল—ভাঙা ইট। বড় প্রস্তরখণ্ড ৩৯৩

ইলিমিলি—অস্পষ্ট মন্ত্র ২১৩

উকীল—প্রতিনিধি, agent (lawyer নহে) ৩২১

উখাড়িয়া—উৎপাটন করিয়া, উন্মুলিত করিয়া ৫৮

উচুর—অধিক ২৩৫

উছট—হোঁচট ১৬৫

উজাড়িয়া—উজাড় করিয়া ৮৪

উত্তর উত্তর—উত্তরোত্তর, ক্রমে ক্রমে ২০৪

উর—আবির্ভূত হও ২

উরুদু—সৈন্যশিবির, পল্টনের বাজার (জ্ঞা. দা.) ৩৬১

ঋদ্ধি—উন্নতি। দ্রষ্টব্য—স্বস্তি ১১৭

এয়োজাত—এয়োপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে সধবাদিগের অভিনন্দন ৪২৬

এয়োস্থয়া—সধবা ৬৪

এলেমান—জার্মান ২১৩

ওলান—নামান ২২৫

কজলবাস—লাল ফেজ টুপি-পরা পারস্যদেশীয় সৈন্য। ইহারা তুর্ক, খুরাসান হইতে আসিয়া অনেক শতাব্দী পারস্যে বসতি করিয়াছে ৩২৬

কট—আচার (হ. ব.); বিধান ৪১৮

কটার—অস্ত্র-বিশেষ, ছোরা, কাটারি ৩৮৮

কড়সী—ঘুন্সী (যো. রা.) ২১৮

কড়ে—গায়ে হাত দিয়া নাড়াচাড়া (হ. ব.) ৩২২

কড়ে রাঁড়ী—বালবিধবা, কন্যা অবস্থায় বিধবা (যো. রা.) ২২০

কপিনাশ—বাদ্যবিশেষ ২৬১

"কর্‌দ্রাফ্‌থ" অশুদ্ধ। কর্দ ও রফ্‌ৎ (ফাঃ)=[কর্ম] করিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে ৫০২

করঙ্গ—পাত্রবিশেষ, ভিক্ষাপাত্র ১২১

করাইবখতর—'জরাই' হইবে ; বর্ম ৩৬৫

করিম—ঈশ্বর দয়াবান্। করম্—দয়া ৩৮০

কল্‌গী—aigrette, পাগড়ির সামনে বাঁধা উট বা বক পক্ষীর পালক ২১

কলাবত—সঙ্গীত-ব্যবসায়ী, কলাবন্তী = নর্ত্তকী ৩৬৩

কষণ—টানিয়া বাঁধার ডোর বা দড়ি (হ. ব.)। দৃঢ়বন্ধন ২১৮

কহর—(আঃ) অত্যাচার, শাস্তি, উপদ্রব ৩৫৫

কাঙ্গুরা—সরু উচ্চ চূড়া, tower, pinnacle ২১

কাটার—অসি-বিশেষ (হ. ব.) ৪০১

কাতি—ছুরি, কাটারি ২৯৪

কানকোটারি—দৃঢ়পত্রী ছোট পতঙ্গ-বিশেষ (যো. রা.) ১৬৭, ১৬৮

কাপ—কৌতুককারী, সং ৯০

কামান—(ফাঃ) ধনুক ২০৯। কিন্তু ২১০ পৃষ্ঠায় তোপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

কামাল—অদ্ভুত কর্ম্ম ৩৭৮

কারসাজী—(ফাঃ) কূট-কৌশল ৩৮৩

কারী—কোরাণ-পাঠক, chanter of the Scriptures ৪০০

কাঁড়—বাণ (যো. রা.) ৪২৪

কাঁড়ারী—কাণ্ডারী, কর্ণধার ২৭৫

কিয়া—ক্রিয়া, ফল ২৯৯, ৩১১

কিরা—দিব্য ২২৮, ২৩৭

কুচশম্ভু—কুচরূপ শম্ভু বা শিবলিঙ্গ ২৩০, ২৬৩

কুজড়া—ফল ও তরকারি বিক্রেতা ৩৬১

কুজড়ানী—ফল ও তরকারি বিক্রেতার স্ত্রী ৩৬১, ৩৭০

কুটনী, কুটিনী—কুট্টনী, দূতী ২৭০, ২৯৩, ৩১২

কুড়—ঔষধ-বিশেষ (যো. রা.) ৬৫

কুড়ী—কুষ্ঠী ৩১২

কুদ্‌রৎ—শক্তি, অনুগ্রহ, মহিমা ৩৭৭

কুলাইবে—কুলাইয়া দিবে, ব্যবস্থা করিয়া দিবে ২৪৭

কুঁজি—চাবি ১৪৮, ২৭৬

কুঁড়া—পাত্র, সিদ্ধি ঘুটিবার আধার (যো. রা.) ৬৮

কুল্ল মালে—সমস্ত রাজস্বে ; মাল=ধন ২০

কুসুম্ভা—সিদ্ধি দ্বারা প্রস্তুত একরূপ খাদ্যসামগ্রী (জ্ঞা. দা.) ৬৯

কেয়াকাঁদি—কেতকী পুষ্পমঞ্জরী ১৬৭

কেরামত— (ফাঃ) দৈবশক্তি ৩৭৮

কোঠ—দুর্গের মত সুরক্ষিত গৃহ বা প্রাসাদ ১৫

কোড়া—কশা, whip with leather thongs ২১৪

কোণ—চাউল হইতে বিক্ষিপ্ত কোণাংশ ৮৩

কোফর=কুফ্‌র্‌—মিথ্যা শাস্ত্র, বহু-ঈশ্বর-বাদ। abstract noun of *Kafir* ৫৮০

কোলানী—কোল্‌, আশ্বাস, সংবর্দ্ধনা ২৬৯

কোলাপোষ—কুল্লাপোষ, যাহারা টুপি (পাগড়ি নহে) পরে অর্থাৎ ইউরোপীয় ২১৩

কোশা—অতি দ্রুতগামী সরু নৌকা ৩৫৪

ক্রম—পদ্ধতি ১১৯

ঽ—ছোরা, dagger ২০৯

খবিশ—অপবিত্র ভূত ৩৯৩

খসম—পতি ৩৮০

খানেজাদ—পুরুষানুক্রমে এক বংশের ক্রীতদাস, অর্থাৎ দাস-সন্তান ১৯, ২৯৮

খাস্‌বরদার—যে বিশিষ্ট সৈন্য বন্দুক বহন করিয়া অগ্রে চলে ৩৬৪

খুদমাগা কাদা খেঁড়ু—প্রথম রজোদর্শনোৎসবের অনুষ্ঠান-বিশেষ ২৮৯

খুনশী, খুনসী—ক্রুদ্ধ, ক্রোধ (হ.ব.) ২১৯, ৩২৯

খুঁয়ে তাঁতি—তিসিগাছের ছালের সুতা হইতে যে কাপড় তৈয়ারি করে (যো. রা.) ১৭২

খেটেল—যে খাটে, শ্রমজীবী, ভৃত্য ২৭৫

খেদমত—চাকরি ৩০০

খেলাত—সম্মানসূচক পোষাক ২০৯

খোঁটা—খারাপ, মেকী ২২৬

গজর—গর্জ্জন, পেটা ঘড়িতে ৪টা, ৮টা, ১২টা বাজাইবার পর ৪, ৮, ১২ বার দ্রুত বাদ্য (যো. রা.) ৪২৩

গন্ধাধিবাস—দেবপূজার পূর্বে চন্দন, তৈল, হরিদ্রাদি দ্বারা অনুষ্ঠেয় কৃত্য-বিশেষ ১১৭

গরীবনেবাজ—গরিবের সহায়, দরিদ্রপালক (জ্ঞা. দা.) ২৯৯

গস্তানী—কুলটা নারী ৩১২

গালিম—বোধ হয় 'গনিম' (শত্রু) হইবে ৩৭৭

গুনা—দোষ, পাপ ৩৮২

গুনাগীর—দোষ বা পাপ মানিয়া লওয়া। ফার্সী-সাহিত্যে 'গুণাগীর' শব্দ

ব্যবহারে পাওয়া যায় না। 'গুণাগার' (অর্থ পাপী, দোষী) শব্দ সর্ব্বদা দেখা যায়। যদি এখানে "গুণাগার হয়ে" এই পাঠ গ্রহণ করা যায়, তবে অর্থ হইবে "[দেবীর নিকট] নিজকে অপরাধী স্বীকার করিয়া" ৪০১

গুমান—গোমোর, গর্ব্ব ৯২

গুঁড়া—মৃত্তিকাদির চূর্ণ (হ. ব.) ২৫২

গুঁড়াইয়া—গুটাইয়া, টানিয়া ২৪০

গোলাম-গর্দ্দিস—দাসদের ভিড় বা জটলা ৩২৫

গোঁয়ার—নির্ব্বোধ, গ্রামবাসী, অসভ্য চাষা ৩০৭, ৩৮১

ঘেটেল—ঘাটোয়াল, ঘাটমাঝি, পাটনি ২৭৫

চক—Square ২১৪

চড়ক ফোঁটা—উজ্জ্বল (হ. ব.) ১২১

চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ২

চন্দ্রবান—মহতাব নামক আতসবাজী ৩৬৪

চবুতরা—উচ্চ মঞ্চ, raised platform ২১৪

চাতর—চাতুরি ৩০৭

চাবুক সোয়ার—Crack rider, expert horseman or trainer ৩২৬

চারিমুখা রাঙ্গাটা—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ৬৪

চিত্তগামী—চিত্তে বিচরণশীল, কামদেব ২১৯

চীরা—বস্ত্র, চাদর ৩৭০

চেগরা, চেঙ্গড়া—বাচাল ৩১৪

চেলা—এখানে শিষ্য নহে, ক্রীতদাস ১৯

চেহারা—চেহরা (ফা:) আকৃতি। বাদশাহী সৈন্য-বিভাগে প্রত্যেক অশ্বারোহীর আকৃতি ও শরীরের চিহ্নগুলি একখানা কাগজে লিখিয়া রাখা হইত, এবং যখন সৈন্য ও ঘোড়াগুলির গণনা ও পরিদর্শন (muster) হইত, তখন ঐ কাগজ দেখিয়া চেহারা মিলাইয়া তবে সৈন্যটিকে বেতন দেওয়া হইত ৩২৯

চোপদার—দণ্ডধারী ভৃত্য ২৯৮

চোয়াড়—হিংসাবৃত্তিশীল নীচ জাতি, বর্ব্বর ৪২৪

ছাপা—চাপা ২২৪, ২২৮

ছাবাল—ছাওয়াল, ছেলে, শিশু ৭৩, ১৪৬

ছিনার—যে ছিনাইয়া লয় ২১৪

ছিলিমিলি—চকচকে অর্থাৎ স্ফটিক প্রভৃতির গুলির রচিত মালা (হ. ব.) ২১৩

ছুটা—পৃথক্, মসলাদিশূন্য ২৬০

ছেঁদে—জড়াইয়া ৪৭

জরকশী চীরা—সোনার তার দিয়া কাজ করা বস্ত্র, কিংখাব ২০৯

জলবাশ—(আঃ) জলে = retinue, court + (তুর্কী) বাশ্ = head।
দরবার-প্রহরী অশ্বারোহী সৈন্য ৩৮৬

জানি—বুঝি, বোধ হয় ৩৭

জাহাজী—জাহাজে বাণিজ্য করে যে ২১৩

জিয়ে—উজ্জীবিত হয় ২৪১

জিহি—জিহ্বা ১৪৪

জীউ দান—দেবমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ৩৮৯

জীব—বাঁচিব ২৮৯

জীবন্যাসমন্ত্র—দেবমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র ১০৪

জুম—জুলুম (যো. রা.) ৩০৮

জের—পরাজিত ৩৭৭

জোহার—নমস্কার, সেলাম ৩২৬

জ্ঞানহত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ৬৫, তুল° বুদ্ধিহত ১৩৫, ১৬৪ ; হতজ্ঞান
১৫৮, ১৮০

ঝাড়ুকশ—যে ঝাঁট দেয় (যো. রা.) ৩৯৬

ঝারি—ডাবর, গাড়ু ৪১৭

ঝিউড়ী বহুড়ী—ঝি-বউ ১৫

টাকর = টাকার—বদ্ধমুষ্টি, ঘুষি (জ্ঞা. দা.) ৩৮৯

টাল—বঞ্চনা, ফাঁকি ৩২২

টেনা—ন্যাকড়া ১৬৭

টেলে—প্রবোধ দিয়া ২৩৯, ২৯৮

ঠাকুর—অধিপতি, রাজা ২২৮, ২৪৬
ঠাকুরকন্যা, ঠাকুরঝি – প্রভুকন্যা ২৫৩, ২৫৫, ২৯২, ৩০৮
ঠাকুরালি—রহস্য ৮৫
ঠায় ঠায়—স্থানে স্থানে ৩৬
ঠেঁটা—নির্লজ্জ ৬৪

ডাকাতি—ডাকাত ৩৩৬
ডেগরা—ডেকরা, প্রগল্‌ভ, ধূর্ত্ত ৩১৪
ডেঙ্গর—ডাঙ্গর, বড়। বড় উকুন (যো. রা.) ১৬৭
ডোকরা—ডেকরা, গালাগালির শব্দ ৪৮

ঢেকা—ধাক্কা ৩২৮, ৩৮৮
ঢেঁটা—দুষ্ট ৬৪

তকরার—(আঃ) repetition ৩২১
তক্তের বক্তে=তখ্‌তের বখ্‌তে, অর্থাৎ সিংহাসনের সৌভাগ্যক্রমে ৩৯৫
তন্ত্র—শাস্ত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ ৩৬
তপাস—তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, খোঁজ ২৫৫, ২৯৬, ৩২০
তবকী—বন্দুকধারী ৩৬৪
তমী—রাত্রি ১৯৪
তরতমে—তারতম্যে, ভেদাভেদে ৩১১
তস্‌বী—জপমালা ৩৮৩
তস্য—তাহার ৯৫
তাজী—আরব দেশের ঘোড়া (অতি উৎকৃষ্ট) ২১৫
তাড়াতাড়ি—তাড়ন ১৩৫, ১৪৬
তুম্বীফল—লাউ ১২১
তূণক—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রতি পাদে পঞ্চদশ অক্ষর, অযুগ্মাক্ষর গুরু ও যুগ্মাক্ষর লঘু। অন্নদামঙ্গলের দক্ষযজ্ঞ নাশ অংশ এই ছন্দে রচিত ৩৭
তোক—(আঃ) গলবন্ধ-শৃঙ্খল ১৪
তোটকছন্দ—দ্বাদশাক্ষর পাদযুক্ত সংস্কৃত ছন্দ ২৬৩
তোরা—উষ্ণীষের ভূষণস্বরূপ পক্ষ বা পুষ্পগুচ্ছ ২০৭

থানা—ফাঁড়ি ২১০, ২১৩
থুথি—চিবুক ২৬৭

দক্ষিণে—হে সরলে। দক্ষিণ দিকে ৩৫২
দড়—দৃঢ়, সমর্থ, যুবতী ৪২১
দড়বেলা—যৌবনকাল ৪২১
দর—দহ, হ্রদ ১৫৪
দন্তবস্ত—বদ্ধাঞ্জলি ৩৯৫
দাগা—প্রবঞ্চনা ৩৭৯
দানি, দানী—যে চোরাই মাল রাখে; যে দান, শুল্ক, কর গ্রহণ করে (যো. রা.) ২৯৫, ৪১৫
দামাল—দুরন্ত ৮১
দায়ধরা—debtors in civil prison ২১৪
দায় ধরিবে—হিসাব দিবে ১৫৬
দিনমুখরবি—প্রাতঃকালের সূর্য্য ৭
দিলগীর—ম্রিয়মাণ ৩৯৫
দুনা, দুণ—দ্বিগুণ ৬২
দুর্ব্বোধ—মন্দবুদ্ধি ১৭২
দেই—দেয় ১২৩
দেখাকু—দেখাউক ৩৮১
দেয়ান—দেওয়ান, সভা ২৯৮, ৩৮৫
দোকর—দু-বার ৩২১
দোপটে—তৎক্ষণাৎ, শীঘ্র (হ. ব.) ৩০০
দোয়া—আশীর্ব্বাদ, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ৩৭৮

ধুকধুকী—কণ্ঠহারে সংলগ্ন যে অলঙ্কার বুকের উপর ঝোলে (pendant) ২০৯
ধুম—আড়ম্বর ২৩২, ২৩৬, ৩০৬, ৩৮৬

নকীব—যে কর্ম্মচারী আগত লোকদের নাম ঘোষণা করে ৩২৬
নকুল—সিদ্ধিপানের পর ভোজ্য বস্তু ১০

নট—নষ্ট, দুষ্ট ২১১, ২৪৫, ২৬৩

নঠশীল—দুষ্টপ্রকৃতি ৩০৯

নাগারা—নাকাড়া, দুইটি ছোট অর্দ্ধ-গোলাকার ঢাক, kettle-drums, এক দিকে মাত্র চামড়া থাকে ৩৬৩

নাছে—সদরে ৮৬। তুল° নাছদুয়ার।

নাট—অভিনয়, রকম ২২৫, ২৩৬, ২৫৪

নাটক—রঙ্গ ৯৫, ১২৮

নাটুয়া—অভিনেতা ২১৬

নাপাক—অপবিত্র ৩১৯, ৩৮৩

নাপান—লাফান ৪১৫

নাফানী—যৌবন-গর্ব্বিতা ৬৪

নাম ডাক—খ্যাতি ১৮০

নাহক—বৃথা ৩১৯

নাহি ঘরে—অভাবযুক্ত গৃহে ৮৫

নিছনি[১]—বালাই, অশুভ (জ্ঞা. দা.) ১৬, ২২১ ৩১৬। বরণ ৬১, ৬৫

নিদান—পরিণাম ১৬৩

নিমা—ঈষৎ ৪০২

নিশা—নিশান, লক্ষ্য, ঠিক ৩২২

নীক—ক্ষুদ্র উকুন ১৬৭

নেই—নেয় ৩০৯

পঞ্চতপ—কঠোর তপস্যা-বিশেষ। এজন্য গ্রীষ্মে রৌদ্রমধ্যে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, বর্ষায় বৃষ্টিমধ্যে অনাবৃত স্থানে ও শীতে সিক্ত বসনে অবস্থান করিতে হয় ১০৮

পটাম্বর—পট্টবস্ত্র ১৬

পড়া—যে পড়ে বা পড়িতে পারে, যাহাকে পড়ান হইয়াছে ২০৯, ৩১৩। যাহাতে মন্ত্র পড়া হইয়াছে, মন্ত্রপূত ৪১৫

১ প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২।৫৩৫-৮।

পয়দল—পদাতিক সৈন্য ৩৬৩

পর—প্রহর ১৮৪

পরদুঃখ—চরম দুঃখ ১৭৭

পরশ—স্পর্শমণি ১৫০ ১৮৬

পর্ব্ব—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই পাঁচ দিন পর্ব্ব নামে অভিহিত। পর্ব্বদিনে মৈথুন নিষিদ্ধ ১৭৪

পাকড়ী—পাপড়ি ২৩৪

পাকসাট—পাখার ঝাপটা ৩৩৫

পাকি মালা—যে মাল্য তৈলাদিযোগে দৃঢ় হইয়াছে (যো. রা.) ২২০

পাকে—তালে, কারণে ২৯৪

পাছাড়ে—জাপটিয়া ধরে ৫৮

পাটুনী—যে খেয়া পার করে, পারাণি মাঝি ২০২

পাড়াপাড়ি—পাতন ৪১৯

পানা—সরবৎ ৩৮৯

পারা—[প্রায়] ; এমন অনুমান হয় ৩২১

পাঁচিয়া—ব্যাপ্ত করিয়া, জুড়িয়া ৩০৫

পাঁতার—পাথার, সমুদ্র। তুল°, পাথার চৈ. চ. ৩৮৯

পুনর্ব্বিয়া—দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম রজোদর্শনোৎসব ২৮৯, ৩২৪, ৩৮৫

পুরশ্চরণ—মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চাঙ্গ কৃত্য-বিশেষ ১০৮

পুঁড়াশূর=পুণ্ডাশূর—[স্কন্দপুরাণ দ্র°] ; পশ্চিম রাঢ়ে 'আখশালে' পুঁড়াশুঁড়ার পূজা দেওয়া হয় ৩৯৭

পূরণ—পূর্ণ ৩৫২

পূষন্—সূর্য্য ৩৬

পেশকার—head assistant, office superintendent ২০

পেশকোশ=পেশ্‌কশ,—টাকা বা মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার ২১২

পেশবাজ—মুসলমান স্ত্রীলোকদের গাউন, পেশোয়াজ্ ৩৯১

পোয়া—ঢেঁকির অঙ্গ-বিশেষ ৬৩

°পোশ্—পরিধানকারী। লাল বনাত বাদশাহ ও আমীরদের বড় প্রিয় ছিল ৩৬৪

প্রহার—দুঃখ ১৮৯

ফট্‌কা—বিনিময় ২২৪

ফর্‌মানী মন্‌সবদার—বাদশাহের লিখিত হুকুম অনুসারে যাঁহাকে মন্‌সবদার (noble) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ নবাবের সৃষ্ট জমিদার নহে ২১

ফিরা ফিরা—বার বার ২৪৬

ফে রবে—কেউ শব্দে ৩৪৩

ফের—বাধা, বিপৎ ১৭৪, ২০০, ২২৫। ঘুর ২৭২। বেড়, বেষ্টন ৩০৯

ফের ফার—ছলাকলা ৩২৯

ফেরেব—বঞ্চনা ৩২১

বক্ত—সৌভাগ্য ৩৭৫

বক্সী (বক্‌শী)—(ফা:) সেনা-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা; প্রধানতঃ সৈন্যদের বেতনের হিসাব করিয়া টাকা বাঁটিয়া দেওয়াই ইঁহার কাজ ছিল ১৯

বঙ্কুর—বক্রদেহ, বক্র ৩২০

বজা আনে=বজালানা (ফা:)—সম্পন্ন করে ৩৭৮

বনভূমি—'ঝাড়খণ্ড' শব্দের বঙ্গানুবাদ ৪১১

বনমালা—শ্রীকৃষ্ণধৃত আজানুলম্বিত মালা-বিশেষ ৫। কখনও কখনও বনফুলের মালা এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়—কালিকামঙ্গল, পৃ. ১৫৭।

বন্দগী—মাথা বেঁকাইয়া শুধু ডান হাতের পিঠ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া, পরে সেই হাত মাথায় তুলিয়া অর্থাৎ মাথা মাটিতে ঠেকিবে না, এই ভাবে সম্মানজ্ঞাপন ৩৮০

বরাবর—সমান, তুল্য ৬৬

বহিত্র—নৌকা ৪১৩

বহুড়ী—বৌ ৬৩

বাইশী—বাইশ জনে গঠিত (জ্ঞা. দা.) ২০৫

বাছনি—বৎস, বাছা। বাছাই করা ২২৬

বাজী—খেলা, ফাঁকি ৩৭৯

বাড়—বাহির ২০১

বাণ—(ফা:) হাওয়াই (rocket) নামক আতসবাজী (তীর নহে) ২১০

বাদহাটা—বাধা, বিঘ্ন (হ. ব.) ৪১৮

বায়ন—বাদ্যকর ৯৭

বায়ে—বাতাসে ৪৭

বার—(ফা:) royal audience, court ; সভাধিষ্ঠান ২৯৮, ৩২৫

বারি—বারিপূর্ণ ঘট ১১৯। বাহির ২২৪, ৩০০, ৪২৩

বালাখানা—উপরতলার ঘর বা বারান্দা ২১৪, ২৪২

বাসি—মনে করি ৩১৯

বাসে—বাসস্থানে, বাসায় ২২৩

বিজয়া—সিদ্ধি ৭০

বিড়া—গোছা ২৬০

বিলাতী—বিদেশী। এখানে ইউরোপীয় broadcloth-এর তৈয়ারী ৩৬৯

বিশাই—বিশ্বকর্ম্মা ৬৮

বুড়া—ডুবান ৪৩০

বুড়াইলে—বুড়া হইলে ২৩৮

বুরুজ—দুর্গাদির প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সুদৃঢ় এবং সমুচ্চ গোল গৃহ বা মন্দির ৩৯৬

বেসাতি—ক্রেয় জিনিসপত্র ২২৪

বৈপিত্র—একই মাতার গর্ভে বিভিন্ন পিতার ঔরসজাত সন্তান ১৫৭

বোঁদেলা—বুন্দেলখণ্ড হইতে আগত পেশাদার সৈন্য, ইহারা প্রায়শঃ বন্দুক-ধারী পদাতিক ছিল ২০

ব্যাজ—বিলম্ব ১৭৬

ব্রতদাস—ভক্ত ১৯৬

ব্রতদাসী—ভক্তা ৪১০

ব্রহ্মডিম্ব—ব্রহ্মাণ্ড ৩৬

ভব—হও ৯৫

ভরম—সম্ভ্রম ৮০

ভরা—বোঝা ২৪

°ভাগ—সমূহ। দেব° ২৪, প্রেত° ৩৫, ভূত° ৩৬। বলি° ১১৭। বেদ° ১২০।

ভাগিনা—বোনপো ২৬৯। এই অর্থে 'বুনিপো' ২২৫

ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর ৩১, ৬৩, ১৪৭

ভাঙ্গী—সিদ্ধিখোর ১৩৮

ভায়—মনে লয়, প্রতিভাত হয় ২৬৮, ৩০২

ভার্গব—শুক্রাচার্য্য ৩৬

ভারত—মহাভারত ২২৭

ভাষে—ভাষায়, কথায় ২৩১

ভুজঙ্গপ্রয়াত—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতি চরণে চারি অংশে বিভক্ত দ্বাদশ অক্ষর। প্রত্যেক অংশে প্রথম অক্ষর লঘু, শেষ দুই অক্ষর গুরু। অন্নদামঙ্গলের শিবের দক্ষালয় যাত্রা অংশ এই ছন্দে রচিত ৩৫

ভুজস্তম্ভ—বাহুর স্তব্ধতা বা নিশ্চলতা ১৩২

ভুরা—গুড়ের মাত কাটাইয়া প্রস্তুত শুষ্ক ও বালির মত ঝুরঝুরা গুড় (জ্ঞা. দা.) ২২৬

ভূতশুদ্ধি—পূজার অঙ্গ-বিশেষ ৬০

ভূর—ছল, বুজরুকী, আড়ম্বর (হ. ব.) ৩০৬

ভূঁয়েস—মৃত্তিকা-গহ্বরবাসী জন্তু-বিশেষ ৩০২

ভেকো—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ৬৮

ভেজায়—লাগায়, কাজে নিযুক্ত করে ২২১, ২৪৯

ভেদ—ইঙ্গিত, বিবরণ ৩৭৩, ৪৩৭

ভেল ভেল—ফ্যাল ফ্যাল ২৮২

মজুন্দার=মজুমদার—(আর্বী+ফার্সী) রাজস্বের হিসাব-লেখক, রাজকর বা "জমা"র হিসাব রাখা যাহার কাজ। এক জেলার রাজকর-সংগ্রহকারী কর্ম্মচারীর নাম 'আমিল'; মজুমদার তাহার অধীনে হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিত, কানুনগোদের হিসাব পরিদর্শন করিত ২০৩

°ময়—মত ২১৯

মল্লিক—মালিক, অর্থাৎ আফগান ২১৩

মস্তানী—মদোন্মত্তা (জ্ঞা. দা.) ৩১২

মহাবিদ্যা—দেবী, কালী তারা প্রভৃতি ২০৮

মহিম—(ফা:) যুদ্ধ ; expedition ৩৭৭

মহুরী—মৌরি ৬৯

°মাজ—[মধ্য] ; সার ৯৬

মাতাল=মাতাইল ৪১৬

মানাও—সামলাও (হু.) ৩৯৪

মামুর—বদ্ধ (হু.) ৩৯৩

মাল—অর্থ, ধন। মাত্তা—মত্তা, সম্পত্তি, দ্রব্য ৩৬১

মালখানা—কোষাগার ; যেখানে টাকা রাখা হয় ২১৩

মাশাশ—মাসীশাশুড়ী ৩১৪

মিতিনী—স্বামীর মিতার স্ত্রী, বন্ধু ৪২৮

মিশাল (আ:)—মিসূল্, দল ৩২২

মুদ্দাই—বাদী ২৫৮

মুন্‌শী—(আ:) লেখক, সেক্রেটরী ১৯

মুনশীব—সম্মত। (আ:) উপযুক্ত, নির্দিষ্ট ২২৬

মুরুচা—মাটি খুঁড়িয়া ট্রেঞ্চ করিয়া তাহার সম্মুখে মাটির স্তূপ স্থাপন ২১০, ৩৬৪, ৩৯৬

মুরুচা বুরুজ—ramparts and bastions ২১০

মেঘডম্বর—শাড়ীর প্রকারভেদ ৩৫২

মেনে—বাক্যালঙ্কার ১৬৫, ১৮৬, ১৯০, ১৯৭

মেলানীভার—বিদায়ের সময় প্রদত্ত উপহারদ্রব্য ৭১

মোগল—এই শব্দটি পারস্য ও মধ্য এশিয়া হইতে আগত মুসলমান সমরজীবীদের বুঝাইত ২০

মোচঙ্গ—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ২৬১

মোনা—ঢেঁকির অঙ্গ-বিশেষ ৬৩

মোর্‌ছল্—ময়ূরের পালক দিয়া তৈয়ারি পাখা ২১

যদ্যপি—যদি ৪৮, ১৩৯

যুব জানি=যুবজানি—যুবতী জায়া যাহার ২২৮

যে—যাহা ১৮০

যেন—যেমন, ১৩৮, ১৭৮

যোগপট্ট—যোগপাটা, উত্তরীয়-বিশেষ ১০৯

রঙ্গচিঙ্গা—রং-তামাশা-প্রিয় চেঙড়া (হ. ব.) ৯০

রঙ্গণ—পুষ্প-বিশেষ ২৩৪

রাজপূত—রাজপুত ২০৫, ২১৩, ৩৩৭

রড়ারড়ি—দৌড়াদৌড়ি ১৩৫

রণ্ডা—রাঁড় বা রাঁড়ী, বিধবা ১৫৭

রবাব—বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, violin, rebeck ২৬১, ২৬৩

রাজবাতি—নেয়াপাতী (হ. ব.) ২৬০

রাজাই—রাজত্ব ৩৮৫, ৪০১, ৪১৩

রাড়ারাড়ি—গোঁয়ারতুমি, ইতরামি ৪১৯

রামজনী—পতিতা নর্ত্তকী ৪০১, ৪৩৩

রায়বার—স্তুতি ৩৬৪, ৩৯৬

রায়বাঁশ—দীর্ঘ বংশযষ্টি ২১০

রায়বেঁশে—রায়বাঁশ ঘুরাইয়া আত্মরক্ষায় দক্ষ (যো. রা.) ২১০, ৩৬৪

রায়-রায়াঁ—রায় বা রায়া শব্দ রাজন্ শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ। মুসলমানী আমলে যেমন সর্ব্বোচ্চ মুসলমানী সম্ভ্রান্ত পুরুষকে খান্-ই-খানান্ lord of lords উপাধি দেওয়া হইত, তেমনই হিন্দু কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ জনকে রায়-ই-রায়ান্ rajah of rajahs বলা হইত। ইনি সর্ব্বত্রই প্রধান দেওয়ানের প্রথম সহকারীর কাজ করিতেন ১৪

রাহুত—রাও+ওৎ, রাও-এর পুত্র ৩৬৩। সৈন্য ২১৩

লড়ী—লাঠি ১৮৩

লম্বিমালা—বৈষ্ণবের জপমালা (হ. ব.) ১২১, ১৫৩

লহু—রক্ত ৩৯৫

লাভে হৈতে—লাভের মধ্যে ১১৬

লুঠেরা—যে লুট করে ২৭৫

লেজা—নেজা, বল্লম ২০৯

শক্ত—সমর্থ ৬৮

শতচ্ছদ—পদ্ম ২১৭

শাহনশাহ—শাহান্+শাহ, রাজাদের উপর অধিরাজ বা সম্রাট ৩৭৭

শিরপা, শিরোপা—(ফা: সর্ ও পা) মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের জন্য পাঁচখানি বিভিন্ন বস্ত্র; গৌণার্থে পারিতোষিক ২০, ২১২, ২৪২, ২২৬, ৪১১, ৪২৫

শুদ্ধি—সাধারণতঃ বুদ্ধির সহচর শব্দরূপে ব্যবহৃত। এখানে স্বচ্ছতা অর্থে ব্যবহৃত ৬৮

শেজি—শয্যা (হ. ব.) ৪১৯

শোর—(ফা:) চীৎকার ৩০৯

শ্রীরামখানি—শাড়ির প্রকার-বিশেষ ৪১৫

সক্কা—জলবাহক ভিস্তী ৩৯৬

সঙ্কেতস্থান—গোপনমিলনস্থান ২৪৪

সদীয়াল—সদী = এক শত সৈন্যের নেতা ৩৬৪

সফরিয়া—বিদেশে ভ্রমণকারী অর্থাৎ বণিক্ ২০৩

সবিতা—স্রষ্টা ৪

সবো রোজ—শব্ ও রোজ্, রাত্রিদিন ৩৯৩

সর্‌পেচ—একখান মূল্যবান্ বস্ত্র, যাহা পাগড়ির উপর মাথায় জড়ান হইত; কিন্তু অত বড় নহে, চাপরাশীর তক্‌মা বাঁধার ফিতার মত। মুরছ্ছা (আ: বিশেষণ) মণিখচিত, jewelled ২১

সর্পি—ঘৃত ৩৬

সলখ্—(ফা:) salvo ; a discharge of all thc guns together ২১০

সল্লভ—সাধু ব্যক্তির লভ্য ১২৮

সহবতি—(আ: সুহবতী) যে সর্ব্বদা নিকটে থাকে, অন্তরঙ্গ ১৯

সহরপনা—(ফা:) শহররক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘেরা প্রাচীর ২১০

সহলে সহলে—কোমল স্পর্শে, ধীরে ধীরে (জ্ঞা. দা.) ২৬৩

সহেলী—সখী, সহচরী ৩৯৩

সাজোয়াল্—চাপ দিয়া টাকা আদায় করিবার জন্য যে বিশেষ কর্ম্মচারীকে পাঠান হয় ১৬

সাট—সড়, সঙ্কেত ২২৬

সামাই—প্রবেশ করি ৬২

সারা—খালি, কেবল ১৫৭

সাহেব্-ই-নহবৎ—যাহাকে বাদশাহ সম্মানের উচ্চ চিহ্নস্বরূপ নিজ বাড়ীতে নহবৎ বাজাইবার অধিকার দিয়াছেন ২১

সিঁচা—সেঁচিয়া আনা ২৮৯

সীতাকোল—Chicacole-এর ভুল নাম। আসল নাম শ্রীকাকুলম্। সীতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই ৩৭৬

সুঝে—দেখে ১৬৯, ১৯০

সুরাখ—(ফা:) গর্ত্ত ৩০০, ৩০৩

সুলতানৎ—রাজত্ব ২১

সুসার—সুদৃশ্য ১৫৯

সৃক্ক—ওষ্ঠপ্রাপ্ত ৩৪২

সেঁউতী—নৌকার জলসেচনপাত্র ২০২

সেঙাতিনী—স্বামীর সহচরপত্নী, সহচরী ৪২৮

সেলাম-গাহ:—(ফা:) যেখানে দাঁড়াইয়া আগত ব্যক্তি রাজাকে সেলাম করে। গাহ=স্থান ৩২৬

সেলামৎ—স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ৩২৬

সোমযাজী—যিনি সোমযাগ করেন ৪৩৯

সোয়ারি—যান, আরোহণ ২০৮

সোঁসর, সোসর—সঙ্গী (হ. ব.) ২০৯ ; সদৃশ ৬৬

স্থাণু—শিব, শাখাপত্রবিহীন বৃক্ষকাণ্ড, নিশ্চল ৯৩

স্বস্তি—মঙ্গল, ধর্ম্মকার্য্যের পূর্ব্বে স্বস্তি, ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ শব্দ উচ্চারণ করিতে হয় ১১৭

হুড়পী—সাপ রাখিবার পেড়ী ; সর্পাধার ৩১০

হব্য কব্য—যজ্ঞের উপকরণ। প্রকৃতপক্ষে, হব্য দেবতাদের ভোগ্য, কব্য পিতৃলোকের ভোগ্য ৩৬

হয় নয়—হাঁ কি না ২৮৮

হলক, হলকা—দল, হাতীর সংখ্যা গণিবার সময় ফার্সী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই শব্দটি জুড়িয়া দিতে হয় ২০৫, ২১৫

হাজারি—নামতঃ এক হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৈন্য-বিভাগের অতি নিম্ন কর্ম্মচারী, চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সিপাহীর উপর স্থিত। সেকেণ্ড লেফ্‌টেনেণ্ট ২০

হাড়ি—কাষ্ঠযন্ত্র-বিশেষ, হাউড় (জ্ঞা. দা.) ২১৪

হাড়িঝি—প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় হাড়ি-জাতীয়া কোন নারী সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। বোধ হয়, পরে তিনি চণ্ডীরূপে পূজা পাইতেন (যো. রা.) ২৪৯

হানা—saddle-bag ২০৯

হাপা—কাল্পনিক ভীষণ জন্তু-বিশেষ (হ. ব.) ২৬৯, ৪১৫

হাপু—দুশ্চিন্তা ২২৩

হাব্‌সিখানা—(আঃ) হব্‌স্‌-খানা—বন্দী-ঘর (হাবশী বা নিগ্রোর সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই) ৩৮৪

হাবাল—জিম্মা ৩০০

হাবাস—হতাশ্বাস ৩৬১

হারাম—শূকর ৩৯১

হালাক—হত্যা ৩৭৯

হালাল—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পশ্বাদির কণ্ঠচ্ছেদ, জবাই ২৯৯, ৩৭৯

হাসে—হাস্যদ্বারা ২১১

হিতাশী—হিতৈষী ২২২, ২৬৮

হুল—অগ্রভাগ ১১৩

হেটে—নিম্নে ১১১

হেমন্ত—হিমালয় ৫১, ৫৮, ৭৩

টিপ্পনী

পৃ. ১ ঃ—খর্ব্বস্থূলকলেবর…'খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্' গণেশের ধ্যানের এই অংশের অনুবাদ।

পৃ. ৩ ঃ—মায়ামুক্ত তুমি শিব…

তুল° : 'মায়াযুক্তো ভবেজ্জীবো মায়ামুক্তঃ সদাশিবঃ।'

পৃ. ৪ ঃ—দ্বাদশ মূরতি…

বার মাসে সূর্য্য বার আদিত্যের রূপ ধারণ করেন। তিনি সমস্ত গ্রহের অধিপতি। সূর্য্যের বিবাহ ও পুত্রকন্যার পরিচয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে দ্রষ্টব্য।

—কোকনদোপর…

নিম্নোক্ত সংস্কৃত ধ্যানের অনুবাদ

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতঃ করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

পৃ. ৬ ঃ—নূতন মঙ্গল…

১১ ও ১৩ পৃষ্ঠাতেও ইহা নূতন মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য অবলম্বনে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বা পরে অন্য কোনও কাব্য বাংলায় রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

পৃ. ১২ ঃ—বাম করতলে ধরি…

তুল°—দর্বীপাকসুবর্ণরত্নঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা। বামে চারুপয়োধরী
রসভরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।—শঙ্করাচার্য্যকৃত অন্নপূর্ণাস্তোত্র।

—ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস ··

তুল° : নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্। অন্নপূর্ণাধ্যান।
শিবনৃত্যকৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোস্তু তে। অন্নপূর্ণাস্তোত্র (তন্ত্রসার)

পৃ. ১৩, ৯৬ ঃ—বিস্তর অন্নদাকল্পে…

অন্নপূর্ণার পূজাপদ্ধতি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা অন্নদাকল্প, অন্নপূর্ণাপদ্ধতি প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই জাতীয় কোনও গ্রন্থই এখানে

অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। অন্নদাকল্প নামক এক গ্রন্থের পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার *Notices of Sanskrit Mss.* (১।৪৫৬) গ্রন্থে উহার আর একখানি পুথির পরিচয় দিয়াছেন।

পৃ. ১৪ঃ—সুজা খাঁ (১৭২৫-১৭৩৯)—নবাব শূজা-উদ্দীন মুহম্মদ খাঁ, বিখ্যাত নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা। মুর্শিদ কুলী খাঁর পর নবাব হন।

সর্‌ফরাজ খাঁ (১৭৩৯-১৭৪০)—আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ, নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র এবং নবাব শূজা-উদ্দীনের পুত্র। নবাব শূজা-উদ্দীনের পর নবাব হন।

আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ—নবাব শূজা-উদ্দীনের মন্ত্রিসভার সভ্য। রাজস্ব-সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য বাদশা ইঁহাকে রায়-রায়ান্ পদবী দেন। ইনি বাংলার প্রথম রায়-রায়ান্; পরে প্রধান দেওয়ান হন।

আলিবর্দ্দী খাঁ—আলিবর্দ্দী মহাবৎ জঙ্গ। স্বনামখ্যাত নবাব। সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নবাব হন।

মুরসীদ্ কুলি খাঁ—ইনি বঙ্গের বিখ্যাত নবাব মুর্শীদ কুলী (যাঁহার নাম জাফর খাঁ নাসিরী নাসীরজঙ্গ ছিল) নহেন। কিন্তু সেই মুর্শীদ কুলীর জামাতা শূজা খাঁর জামাতা; উপাধি—রুস্তম জঙ্গ। এই দ্বিতীয় মুর্শীদ কুলীর জামাতার নাম মির্জা বাকর আলী (গ্রন্থে 'মুরাদবাখর')

সৌলৎ জঙ্গ—সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব পাইয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিলে উড়িষ্যা-বাসীরা বিদ্রোহী হয়, এই সুযোগে মির্জা বাকর আলী উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করেন।

মুরাদবাখর—মির্জা বাকর আলী উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শীদ কুলী খাঁর জামাতা। উড়িষ্যার বিদ্রোহকালে সৌলৎ জঙ্গকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। পরে আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক পরাজিত হন। আলিবর্দ্দী জামাতা ও কন্যার উদ্ধারসাধন করেন। নবাব-সৈন্য ভুবনেশ্বর লুণ্ঠন করে।

পৃ. ১৫ঃ রঘুরাজ—মহারাষ্ট্র-নেতা রঘুজী ভোঁসলে। বাংলায় চৌথ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইনি দেওয়ান ভাস্করপন্থকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। ভাস্করপন্থের পর পুনরায় স্বয়ং (১৭৪৩) বাংলা আক্রমণ করেন, কিন্তু বালাজী বাজীরাও বঙ্গ-বিহারে উপস্থিত হওয়ায় রঘুজী বাংলা পরিত্যাগ করেন।

ভাস্কর পণ্ডিত—রঘুজীর দেওয়ান ভাস্করপন্থ। আলিবর্দ্দী উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিয়া যৎকালে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় ভাস্কর বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং নবাব-সৈন্যকে পরাস্ত করেন। ভাস্কর হুগলী অধিকার করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৪২ অক্টোবরে আলিবর্দ্দী ভাস্করকে বাংলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পুনরায় বাংলায় আসিলে আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

পৃ. ১৬ :—সুজন=সুজন সিং। "সয়র-উল-মুতাক্ষরীনের দ্বিতীয় খণ্ডে ২১ পৃষ্ঠায় তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আলিবর্দ্দীর রাজস্ব-বিভাগের বড় কর্ম্মচারী।" —শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পৃ. ১৭ :—চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমীনিশায়

চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণাপূজার স্পষ্ট উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে নাই। তবে রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি ও বৃহস্পতি রায়মুকুট চৈত্রী শুক্লা নবমীতে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর পূজার প্রশংসা করিয়াছেন। ("বাংলার শাক্ত উৎসবের প্রাচীনতা" : 'উদ্বোধন,' আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ. ৫১৩-৫)।

পৃ. ২২ :—অচক্ষু সর্ব্বত্র চান···

অনুরূপ সংস্কৃত

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

পরব্রহ্মস্বরূপনির্দেশপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৯

—পচাগন্ধে ভাবি দুখ···

ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখত্বের কারণ অন্যত্র অন্য ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মা মৎস্যপুরাণ তৃতীয় অধ্যায় মতে নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কন্যা পিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। রূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ চারি দিকে ব্রহ্মার চারি মুখ হয়। পরে সেই কন্যা আকাশে উড়িয়া গেলে উর্দ্ধেও তাঁহার আর এক মুখ হয়। পরে উহা জটা দ্বারা আবৃত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৪ :—সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্‌যোগ—

দেবীর দশমহাবিদ্যারূপধারণের ইতিবৃত্ত বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বিবরণ মহাভাগবতপুরাণ অবলম্বনে রচিত। ('বিশ্বকোষে' 'দশমহাবিদ্যা' শব্দ দ্রষ্টব্য।)

দক্ষযজ্ঞধ্বংস ব্যাপারেরও বিভিন্ন কাহিনী বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভাগবতপুরাণ (৪।৩—৭) দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪০ :—আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত—

তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থোক্ত একপঞ্চাশৎ পীঠের বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তন্ত্রচূড়ামণির তালিকার সহিত ভারতচন্দ্রের তালিকার কিছু কিছু গরমিল থাকিলেও তন্ত্রচূড়ামণিই বোধ হয় ভারতচন্দ্রের অভিপ্রেত। মন্ত্রচূড়ামণি নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, তবে তাহাতে পীঠের পরিচয় ছিল কি না বলিবার উপায় নাই।

পৃ. ৪৫ :—উ শব্দে বুঝহ শিব…

শিবপুরাণ, উত্তর খণ্ড ও তদনুবর্ত্তী কুমারসম্ভবের (১।২৬) মতে মাতা মেনকা কর্ত্তৃক 'উ (ও) মা (না)' এইরূপে তপশ্চর্য্যা হইতে নিবারিত হওয়ার জন্যই পার্ব্বতীর নাম হয় 'উমা'।

পৃ. ৫৪ :—রতির প্রতি দৈববাণী…

দৈববাণীর উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার-কৃত 'জীবনীকোষ' গ্রন্থে 'রতি' শব্দ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে ভাগবত-পুরাণের শম্বরবধ বৃত্তান্ত (১০।৫৫) আলোচ্য।

পৃ. ৬০ :—বিধি তাহে বিধি দিলা…

"সর্বত্র প্রাঙ্‌মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্‌মুখঃ। এষ এব বিধির্দানে বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ॥" এই স্মৃতি অনুসারে কন্যাদানকালে দাতা ও গ্রহীতার উপবেশনে সাধারণ দাননিয়মের বিপরীত ব্যবহার সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

পৃ. ৮৫ :—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস…

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

পৃ. ১১১ :—নৈঋ‌র্ত রাক্ষস রীত…

নৈঋ‌র্ত বা দক্ষিণপশ্চিম কোণের অধিপতি রাক্ষসের আচারে নিজ মুণ্ড বলি দিয়া দেবীর পূজা করিলেন। স্বগাত্ররুধিরের দ্বারা দেবীর পূজা ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত

বর্ণের পক্ষে বিহিত। এই প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য (১৩।১১), কালিকাপুরাণ (৬৭।১১১-১৮৫), পরিষৎ-প্রকাশিত বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল (পৃ. ১২২, ১৪২) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১১৮ :—অষ্টাহ মঙ্গল যেই…

দেবতার মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালী সাধারণতঃ প্রতি দিন এক পালা হিসাবে আট দিনে গীত হইত। আলোচ্য গ্রন্থে ছয়টি পালাসমাপ্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত ভণিতা হইতে পাওয়া যায়। কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে কালিকার অষ্টাহব্যাপী পূজার উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃ. ১৬৩, ১৭০)।

পৃ. ১২৪ :—বেদে রামায়ণে আর…

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

পৃ. ১৩৬, ১৪৪ :—কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা ; কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ…

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধখণ্ডের ৯৫-৯৬ অধ্যায়ে ব্যাসের শিববিদ্বেষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তবে তাহাতে ব্যাসকাশীর উল্লেখ নাই।

পৃ. ১৩৭ :—অন্যত্র যে পাপ হয়…

নিম্নের সংস্কৃত শ্লোকাংশের ভাবানুবাদ—

বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥

পৃ. ১৩৯ :—একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে…

স্বপ্রাধান্য স্থাপনোদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদী ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদনের কথা শিবপুরাণে আছে। (শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার-কৃত 'জীবনীকোষে' 'ব্রহ্মা' শব্দ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য : আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন।

পৃ. ২০৬ :—বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ।

ভারতচন্দ্র-বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণরাম, বলরাম ও রামপ্রসাদের উপাখ্যানের পার্থক্য কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গলে'র পাদটীকায় নিরূপিত হইয়াছে।

পৃ. ২০৯ :—অতসীকুসুমশ্যামা—

দুর্গার ধ্যানে দুর্গাকে 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্যামা—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।

পৃ. ২১৩ :—প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।

দেশী বিদেশী নানা জাতি ও শ্রেণীর লোকের উল্লেখ গড়বর্ণন (পৃ. ২১২-১৪) ও পুরবর্ণন (পৃ. ২১৫-১৮) প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

পৃ. ২৩০ :—নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে…

কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' (১।৩৮) পার্ব্বতীর এই রোমরাজির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাকে মেখলার মধ্যমণির দীপ্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আর মধ্যভাগের বলিত্রয় কামারোহণের সোপানরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১।৩৯)।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে একাধিক স্থলে 'কুচকুম্ভ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বিদ্যাকরসহস্রনামক সুক্তিগ্রন্থের ৪৪৫, ৪৮৮ ও ৪৯১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৫১ :—চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল ··

তুল° : তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥
—'অভিজ্ঞানশকুন্তল' ৩।২

পৃ. ২৫৮ :—তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে

বাদরায়ণ (বেদব্যাস) প্রণীত বেদান্তদর্শনেই সারতত্ত্ব পাওয়া যায়। রাধামোহন গোস্বামীর মতে তত্ত্বস্তু বাদরায়ণাৎ' ন্যায়দর্শনে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ সূত্র।

পৃ. ২৭১ :—শিলা জলে ভাসি যায়··

তুল° : অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়স্তি বানরাঃ ॥

পৃ. ২৮৫ :—অপরাধ করিয়াছি···

তুল° : স চেদ্ ভবেস্ত্বং খলু দীর্ঘসূত্রো দণ্ডং মহান্তং ত্বয়ি পাতয়েয়ম্।
মুহুর্মুহুস্ত্বাং শয়িতং কুচাভ্যাং বিবোধয়েয়ঞ্চ ন চালপেয়ম্ ॥
—সৌন্দরনন্দকাব্য ৪।৩৫

জীববাক্যে—কেহ হাঁচি দিলে 'জীব' বা 'বাঁচিয়া থাক' বলিবার রীতি ছিল। অনুরূপ ভাব—৩৩৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় শ্লোক।

—পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল—

নায়িকার মানভঙ্গের ষড়্‌বিধ উপায়ের অন্যতম নতি বা পায়ে ধরা—

'সাহিত্যদর্পণ' ৩।২০১

পৃ. ২৮৮ :—ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ।

নায়ক-নায়িকার নানা ভেদ ও তাহাদের লক্ষণ ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৯১ :—মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।

গর্ভিণী রাণী সুদক্ষিণার মৃত্তিকাভক্ষণের উল্লেখ ও কারণনির্দ্দেশ কালিদাসের 'রঘুবংশে' (৩।৪) পাওয়া যায়।

পৃ. ৩০২ :—আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ

অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া দুর্য্যোধনের আনন্দ ও শব-মুণ্ডদর্শনে পাণ্ডবপুত্রগণ নিহত হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার বিষাদ। হর্ষ ও বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর বিবরণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' সৌপ্তিকপর্ব্বের শেষে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩০৩ :—এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ।

কীচকবধের জন্য ভীমও স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

পৃ. ৩০৪ :—নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন

প্রাচীন কালে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নৃত্যাগার ও নাট্যশালানির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। মানসার ৪০।৬১, ৭৬ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩০৬ :—ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার।

জরাসন্ধের কারাগারে বহু রাজা বন্দী ছিলেন। জরাসন্ধবধের পর তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

পৃ. ৩২০ :—রাজসভাসদ পতি…

সেকালের বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীর নাম ও তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের উল্লেখ

এই প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায়। 'সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ' (পৃ. ২১০ প্রভৃতি), 'রাজসভায় চোর আনয়ন' (পৃ. ৩২৫ প্রভৃতি), 'মানসিংহের যশোর যাত্রা' (পৃ. ৩৬৩ প্রভৃতি) ও 'মজুন্দারের রাজ্য' (পৃ. ৪২৪ প্রভৃতি), এই সকল প্রসঙ্গ মিলাইয়া পড়িলে এ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।

—বরমেকাহুতিঃ কালে

যথাসময়ে সামান্য কিছু করাও ভাল। তুল° : বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।

পৃ. ৩২৭ :—রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন।

তুল° : দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ—'পঞ্চতন্ত্র'।

পৃ. ৩৩৫ :—এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল—

অনিরুদ্ধকর্ত্তৃক বাণকন্যা উষার গোপনসম্ভোগ, বাণকর্ত্তৃক অনিরুদ্ধবন্ধন, কৃষ্ণহস্তে বাণের পরাজয় ও অনিরুদ্ধকে কন্যাদানের বিবরণ—'ভাগবত' ৩।৬২-৩।

—লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন—

কৃষ্ণপুত্র শাম্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণার অপহরণ, শাম্বের বন্ধন ও মোচনের বিস্তৃত বিবরণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' আদিপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৩৬ :—দস্যুকন্যা মহৌষধে—

রাজগৃহে নানা কৌশলে পত্নীকর্ত্তৃক পতিবধের একাধিক দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১।১৭) প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার (৭।১৫৩) কুল্লুক ও মেধাতিথির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৪৯ :—বরমিহ গঙ্গাতীরে—

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবর-কোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥

বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তবের এই অংশের বঙ্গানুবাদ।

পৃ. ৩৫৪ :—ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।

তুল° কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ২।১১, 'মেঘদূত' ১।২২ (অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুরান্…) ও মাঘের 'শিশুপালবধ' (৬।৩৮)।

পৃ. ৩৫৫ :—অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর—

তুল° : অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।
হরো হিমালয়ে শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

পৃ. ৩৭০ :—ধেনুবৎস একস্থানে···

প্রসিদ্ধ মাঙ্গলিক দ্রব্যের নাম—

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
র্দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভদ্বিজনৃপগণিকাপুষ্পমালাপতাকাঃ।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধুরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥

পৃ. ৩৭১ :—ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি—

তুল° স্নানমন্ত্র—বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।

'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে'র প্রকৃতিখণ্ডে (১২-১৩ অধ্যায়) গঙ্গার বিষ্ণুপদ হইতে উৎপত্তির বিবরণ আছে। ৪০২ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উৎপত্তির এক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

—বরমিহ তব তীরে—

৩৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৭২ :—জালুমালু ছিল যাহে মনসার দাস—

বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গলকাব্যে জালুমালু ও হাসানহোসেনের উপাখ্যান পাওয়া যায়।

পৃ. ৩৭৩ :—জগন্নাথপুরীর বিবরণ—

জগন্নাথপুরীর এই বিবরণের সহিত কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গলে'র বিবরণের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্যের মন্দিরনির্ম্মাণের বৃত্তান্ত ইঁহারা কোথা হইতে পাইলেন বলা যায় না।

পুরীর পঞ্চ তীর্থ প্রধান :—

মার্কণ্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থীবিধিঃ স্মৃতঃ ॥

—রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমতত্ত্বে উদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণ।

পৃ. ৩৭৫ :—শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত—

তুল° : চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥

জগন্নাথ শব্দে শব্দকল্পদ্রুমধৃত উৎকলখণ্ড।

পৃ. ৩৮৬ :—নীলমণি প্রথম গায়ন।

এই গায়কের পূর্ব্বনাম নীলমণি কণ্ঠাভরণ ভাঁউসাঁই (পৃ. ৪৪১)।

পৃ. ৩৯৪ :—পানপাত্র হাতা হাতে—

১২ পৃষ্ঠাতেও অন্নপূর্ণার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

পৃ. ৩৯৯ :—পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে।

তুল° : কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ—'হিতোপদেশ'।

পৃ. ৪০২ :—গঙ্গাবর্ণন।

গীতশ্রবণে হরির দ্রবীভাব, বামনাবতারে বিষ্ণুপাদে ব্রহ্মার পাদ্যদান ও ভগীরথের গঙ্গানয়নের বৃত্তান্ত যথাক্রমে 'শ্রীমহাভাগবতপুরাণে'র ৬৪ অধ্যায়, ৬৬ অধ্যায় ও 'রামায়ণ' আদিকাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

পৃ. ৪০৫ :—বাল্মীকিপুরাণমত—

বাল্মীকির 'রামায়ণ' বুঝাইতেই অপ্রচলিত বাল্মীকিপুরাণ (বাল্মীকিরচিত পুরাণ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ দাস-রচিত একখানি বাল্মীকিপুরাণের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। তাহার বর্ণনীয় বিষয় বাল্মীকির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ৪৮।১৫০)।

পৃ. ৪২২ :—প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে—

২৮৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪২৯ :—রন্ধন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নানা স্থানে সেকালের রন্ধন ও ভোজনের বিস্তৃত ও কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'নিদয়ার মনের কথা,' 'নিদয়ার সাধভক্ষণ,' 'খুল্লনার রন্ধন' ও 'সদাগরের জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত ভোজন' এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের সোনেকার সাধভক্ষণে রন্ধনের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

পৃ. ৪৩৩ :—পড়িয়া সূর্য্যসোম—

> সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
> পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশঃ খচরামরাঃ॥
> ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

প্রভৃতি মাঙ্গলিক মন্ত্র পড়িয়া পূজা আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত আছে।

পৃ. ৪৩৪ :—অষ্টমঙ্গলা।

সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাহিনীকে (অষ্টাহ গীতকথা) এখানে আটটা মঙ্গল বা পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইয়াছে। তবে ইহার সহিত খণ্ড বা পালা ভাগের কোনও সামঞ্জস্য নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভণিতায় চারিটি পালার উল্লেখ আছে। ৩৬৯ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ রাত্রিতে গেয় 'জাগরণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন। ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥)

পৃ. ৪৩৯ :—দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার—'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতম্' প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশবর্ণনাবিষয়ক বর্ত্তমান প্রসঙ্গ ও অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গে পাওয়া যায় না।

পৃ. ৪৪০ :—শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।

প্রথমে মাতৃকা (১৬), তৎপরে যোগিনী (৬৪) এই শাকে অর্থাৎ ১৬৬৪ শকাব্দে।

পৃ. ৪৪১ :—বেদ লয়ে ঋষি রসে…

বেদ (৪), ঋষি (৭), রস (৬), ব্রহ্ম (১) অর্থাৎ ১৬৭৪ শকে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। পক্ষান্তরে, বেদব্যাস ঋষি বেদ অবলম্বন করিয়া আনন্দে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছিলেন—এই ধ্বনি এখানে বর্ত্তমান।

STATE CENTRAL LIBRARY W.B. * VIP Road, Calcutta-54